আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু আট লাখ ছাড়ালো

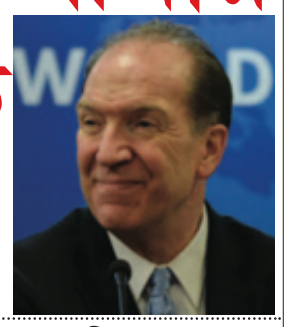
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মৃত্যুর মিছিল চলছে। মারা যাচ্ছে মানুষ। উহানে শুরু হওয়া ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ১৮৮টি দেশে। জনস হপকিনস ইউ-নিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী, রোববার পর্যন্ত করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা আট লাখ এক হাজার জন। শনাক্ত (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৪৮ || সোমবার || ভাদ্র ০৯ || ১৪২৭ || মহররম ৫ || ১৪৪২ || Vol. 24 || Issue 48 || August 24 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনার ভয়ঙ্কর প্রভাব, অতিদারিদ্র্যের সীমায় নেমে যাবে ১০ কোটি মানুষ: বিশ্বব্যাংক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাধর আমেরিকাসহ ব্রিটেন, ব্রাজিল, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স ও মেক্সিকোর মতো দেশ। মহামারী রূপ নিয়ে বিশ্বব্যাপী কমপক্ষে ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে একযোগে তাণ্ডব চালাচ্ছে এই ভাইরাস। এই মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, এর প্রভাবে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ভয়াবহ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্ব ব্যাংক। সম্প্রতি এ বিষয়ে সতর্ক করে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপ্যাস জানিয়েছেন, গরিব দেশগুলোকে ঋণের বোঝা থেকে স্বস্তি না দিতে পারলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন তারা। মহামারীর কারণে বিশ্বজুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ার পর প্রাথমিক হিসাবে বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছিল, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রেগুলোতে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ায় দীর্ঘ লড়াইয়ে দারিদ্রসীমা পেরিয়ে আসা ৬ কোটি মানুষ ফের সেই দারিদ্রের অন্ধকারে ফিরে যাবে। মহামারীর প্রভাব আগের হিসাবের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে স্বীকার করে নিয়ে রাষ্ট্রগুলোকে ঋণদানের সর্বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাংক। সংস্থাটির (বাকি অংশ ২৮ পাতায়

‘চিরস্থায়ী হবে’ করোনাভাইরাস!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোন-াভাইরাসে যখন নাকাল গোটা বিশ্ব, তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল বিশ্ববাসী। সংস্থাটি বলেছিল, আগামী দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাস দূর করা সম্ভব হবে। শুক্রবার (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

নিউইয়র্কে ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট ৩০০ ডলার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ১৫ মে করোনায় বেকারদের সাপ্তাহিক ভাতা ৩১ জুলাইয়ের পর অব্যাহত রাখতে প্রতিনিধি পরিষদে একটি বিল (হিরোজ অ্যাক্ট) পাশ হয়েছে। সেই বিলের পরিপূরক কোনো বিল রিপাবলিকানরা সিনেটে উত্থাপন করেননি। শেষ মুহূর্তে তারা মাত্র এক ট্রিলিয়ন ডলারের একটি প্যাকেজের প্রস্তাব পেশ করেন সিনেটে। সেখানে সপ্তাহে ২০০ ডলার করে প্রদানের কথা রয়েছে। অপরদিকে ডেমোক্রেটদের পাশ করা প্যাকেজে ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। যেখানে বেকার ভাতা সপ্তাহে ৬০০ ডলার করেই ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত রাখার কথা রয়েছে। দুই পার্টির মধ্যে সমঝোতার একটি চেষ্টা ট্রাম্পের পক্ষ থেকে চালানো হলেও রিপাবলিকানরা কোনোভাবেই ২০০ ডলারের বেশি বেকার ভাতা প্রদানে রাজি হননি। এ ছাড়া প্রত্যেককে এককালীন ১ হাজার ২০০ ডলার করে প্রদানেও সম্মত হয়নি রিপাবলিকানরা। করোনায় বাজেট সংকটে পড়া স্টেট ও সিটি প্রশাসনকেও ভর্তুকি প্রদানে আগ্রহী নন রিপাবলিকানরা। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নার্সিং হোমের জন্যেও অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে রাজি নয় ট্রাম্পের রিপাবলিকান দল। এ অবস্থায় (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

লুজিয়ানায় পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লুই-সিয়ানায় আবারও এক কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। নিহত ৩১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম ট্রেফোর্ড প্লেরিন। লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের পুলিশ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকার কমালা হ্যারিস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকার নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনের রানিং মেট বা দলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে কমালা হ্যারিসের মনোনয়নের পর থেকেই অনলাইন উত্তাল হয়ে উঠেছে তাকে নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং ভুয়া দাবি ছড়ানোয়।(বাকি অংশ ১৯ পাতায়

ইসরায়েলি পত্রিকায় আমিরাতের রাষ্ট্রদূত যা লিখলেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে ইসরায়েলের প্রথম সারির একটি ইংরেজি পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছেন ওয়াশিংটনের আমিরাত দূত ইউসুফ আল ওতাইবা। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মধ্যস্ততায় গেল সপ্তাহে ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক সহজকরণ নিয়ে ঘোষণা দেওয়ার পর প্রথম অনুচ্ছেদ প্রকাশ করা হয়েছে। (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

শিশুদের মাস্ক পরা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে অসহায় হয়ে পড়েছে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও। বিশ্বব্যাপী এই তাণ্ডবে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। তবে করোনাভাইরাসে শিশুরা কম আক্রান্ত হয়। (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

নির্বাচন হবে, তবে ফল জানতে মাস কিংবা বছরও লাগতে পারে :ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনু-ষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৩ নভেম্বর। এ নির্বাচনের ফল বের হতে মাস কিংবা বছরও পেরিয়ে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেনিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।র আমেরিকান সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant



জো বাইডেন ঃ এবারের দৌড় হোয়াইট হাউসের জন্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শুরুটা কঠিনই হয়েছিল জো বাইডেনের জন্য। ফেব্রুয়ারীর শীতে আইওয়া ককাসের ভোটের ফলাফল দেখে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

APOLLO BROKERAGE
TLC INSURANCE
Shanaher Ali
29-19 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-6800, Fax :718-472-0004
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
গাড়ীর পার্মিট, হোম টেস্ট এবং টিএলসি
পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basement), Brooklyn, 347-836-1279

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-386-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
Crescent Insurance Brokerage Inc.
KABIR CHOWDHURY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

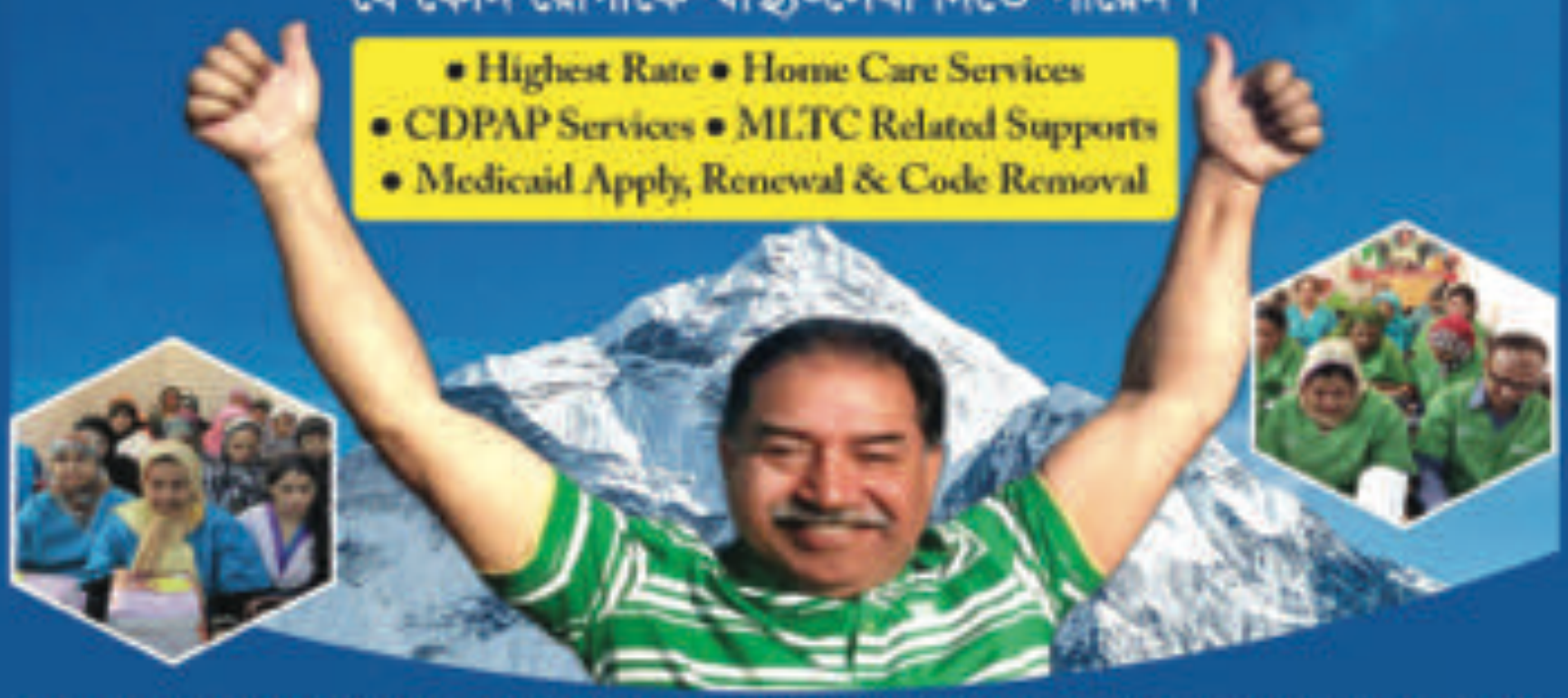


Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday //August 24 // 2020

নির্বাচন হবে বাঘে-মোষে লড়াই



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জনৈক জ্যোতিষি যো বাইডেন- হারিস জুটিকে মণিকাঞ্চন জোড়ি হিসেবে অভিহিত করেছেন।গ্রহ-নক্ষত্রের বিচারে উভয়ের একাদশে বৃহস্পতি চলায় তিনি জয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করেন। আর বাইডেন ক্যাম্পেইন দাবি করেছে যে ডেমক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটি এবং তাদের যৌথ ফান্ড রেইজিং কমিটি গত ১৭ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট মোট ৪ দিনে ৭০ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে। ক্যাম্পেইন আরও দাবি করেছে যে ১২ কোটি ২০ লাখ মানুষ ডেমক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্যাম্পেইন (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

আগুনের ভয়ে সোয়া লাখ বাসিন্দার গৃহ ত্যাগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারির পাশাপাশি স্মরণকালের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১ লাখ ২২ হাজার স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভনর্র গ্যাভিন নিজউজম। তিনি আরও জানান, নিত্য নতুন এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় উদ্ধারকর্মীগণ ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও জানান, শনিবার পর্যন্ড় ক্যালিফোর্নিয়ার ৭ লাখ ৭৫ হাজার একর ভূখন্ড জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে এবং হাজার হাজার বাসিন্দা নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রোড আইল্যান্ড স্টেটের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ১০ টি অগ্নিকান্ডের মধ্যে এবারের সর্ববৃহৎ এলএনইউ লাইটনিং কমপেক্স এবং এসসিইউ লাইনটনিং ফায়ারে স্টেটের সাড়ে ৭ লাখ একর ভূখন্ড পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ১১ সহস্রাধিক বার বিদ্যুৎ চমকানো এবং বজ্রপাতের ফলে সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়ায় ৫৬০ টি এলাকায় আগুন ধরে গেছে। এর মধ্যে ২৬ টি ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ফরেস্ট্রী অ্যান্ড ফায়ার প্রটেকশন (ক্যাল ফায়ার) অগ্নি নির্বাপক বিভাগের মুখপাত্র জার্মী রেহন। নতুন করে অগ্নিকান্ডের সূচনা হওয়ায় এবং সহায় সম্পদ ফেলে হাজার হাজার বাসিন্দা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মাঝ রাতে ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন জার্মী রেহন। ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়াও আমেরিকার অন্য ১৪টি স্টেটে চলতি সপ্তাহে সাড়ে ৬ লাখ একর ভূখন্ড বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল ইন্টারএজেন্সী ফায়ার সেন্টার। সর্বমোট ৫৬০ অগ্নিকান্ডের মধ্যে ভয়াবহ ২৬ টি বড় ধরনের ওয়াইল্ড ফায়ার (বন্য আগুন) নর্থ ক্যারোলিনার জনবহুল এলাকায় আঘাত হানায় গভনর্র গ্যাভিন নিজউজম স্টেট অব ইমার্জেন্সী (জরুরি অবস্থা) জারি করেছেন। বলতে গেলে সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়ায় এখন চলছে নিস্প্রদীপ মহড়া। জার্মী রেহন আরও জানান যে স্টেটের ৯৬% ফায়ার ফাইটিং ইঞ্জিন আগুন নিবানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং ঘন্টায় ৮৫ মাইল থেকে বেশি বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে বিধায় আগুন নিবানো চরম কষ্টকর হচ্ছে। সনোমা কাউন্টির শেরিফ মার্ক এসিক বলেন, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়নি এবং কমপক্ষে ১০টি কাউন্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লাস ভেগাস, ফনিক্স এবং লস এঞ্জেলেসের ২ কোটি ৬০ লাখ এবং পশ্চিমাঞ্চলের ৭০ লাখ বাসিন্দাকে রেড ফ্ল্যাগ ওয়েদারের সতর্কতাবস্থায় রাখা হয়েছে।

এলএনইউ লাইটনিং কমপেক্স: স্মরণকালের ভয়াবহ খরার সাথে সান ফ্রান্সিসকোর ৫০ মাইল উত্তরপশ্চিমের ভ্যাকাভিলের নাপা, সনোমা, লেইক, ইলো এবং সলানো কাউন্টির ২ লাখ ৩০ হাজার একর পুড়ে ছাই-ভস্মে পরিণত হয়েছে। লেইক বেরীসার নিকটবর্তী অসংখ্য বাড়িঘর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এলাকার বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ভ্যাকাভিলের বাইরের এনজিও এলাকার ৩০ একর খামার ভূমিও পুড়ে গেছে। তাছাড়া আগুন নিয়ন্ত্রণে সাহায্যের জন্য ভিন্ন স্টেট থেকে ৩৭৫টি ফায়ার ইঞ্জিন আনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। হেনেসী অগ্নিকান্ডে ৪৬ হাজার ২২৫ একর এলাকা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে ; হাজার হাজার বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে, শতাধিক বাড়িঘর পুড়ে গেছে এবং ২ সহস্রাধিক বাড়িঘর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আর ফ্রেশনো কাউন্টির হিলস ফায়ার হেলিকপ্টারযোগে নিবাতে গিয়ে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ড় হয়ে পাইলট মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন অগ্নিনির্বাপক বিভাগের মুখপাত্র সেথ ব্রাউন। এছাড়া একজন ইউটিলিটি শ্রমিকও মারা গেছেন বলে জানা গেছে। কপার্নিকাস অ্যাটমোসফেয়ার মনিটরিং সার্ভিস(সিএএমএস) জানিয়েছে যে এলএনইউ লাইটনিং কমপেক্স ফায়ার মাত্র একদিনে ৩০ লাখ টন কার্বন বাতাসে ছড়িয়েছে যা সাড়ে ৬ লাখ কার থেকে এক বছরে উদগীর্ণ কার্বনের চেয়েও অনেক বেশি।

এসসিইউ লাইটনিং কমপেক্স অগ্নিকান্ডে সান্টা ক্লারা, আলামেডা, সেন্ট্রা কস্টা, সান জোয়াকুইন এবং স্টানিসলাউস কাউন্টির ১ লাখ ৩ হাজার একর এলাকা দগ্ধ করেছে। চৌদ্দ সহস্রাধিক অবকাঠামো চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেছে।

সিজেডইউ আগস্ট লাইটনিং কমপেক্স ফায়ারের সাথে আরও ৫টি বড় ধরনের অগ্নিকান্ড একযোগে সানমেটেয়ো ও সান্টা ক্রুজ কাউন্টি ও সানমেটো কাউন্টির ২৫ হাজার একর এলাকাকে ভস্মীভূত করেছে। ৬ শতাধিক অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং ৭ টি হেলিকপ্টার আগুন নিবানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে ৩ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়া কারমেল অগ্নিকান্ডে সান যোসের দক্ষিণস্থ মনটেরী কাউন্টি এবং ভ্যালী ভিলেজের ১,২০০ একর এলাকা জ্বলে গেছে। ইতোমধ্যে সান্টা ক্রুজস্থ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পার্ক বিগ বেসিন রেডউডস স্টেট পার্ক সিজেডইউ লাইটনিং কমপেক্স ফায়ারে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব পার্কস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন। অন্যান্যগুলোরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ন্যাশনাল ইন্টারএজেন্সী ফায়ার সেন্টারের বর্ণনানুসারে চলতি সপ্তাহে আরিজোনায় ১১টি, আলাস্কায় ৭ টি এবং কলরাডোতে ৫টিসহ কমপক্ষে আরও ১৪টি স্টেট বুনো আগুনে চরম ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে।

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে চাই পুরোপুরি লক ডাউন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট : সমগ্র বিশ্বে রোববার পর্যন্ড় ২ কোটি ২৯ লাখ আক্রান্ড় এবং প্রায় ৮ লাখ মানুষ করোনাভাইরাসে মারা গেছেন । আর আমেরিকাতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ লাখ ছুই ছুই করছে এবং মৃতের সংখ্যা পৌণে ২ লাখ পেরিয়েছে। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় ১ লাখ ৯৫ হাজার মানুষ করোনায় মারা যেতে পারে। আমেরিকায় এখনও প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক নতুনভাবে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং হাজার থেকে ১২ শ প্রত্যহ মারা যাচ্ছেন। তাই হোয়াইট হাউজ করোনাভাইরাস টাস্ক ফোর্স সমন্বয়ক ড. ডেবোরাহ বাইরক্স বলেন, আমেরিকায় করোনা অব্যাহত সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে অবশ্যই ইতালির মত টোটাল শাটডাউন কার্যকর করতে হবে। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এলার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের পরিচালক এবং ইউএস সায়েন্টিফিকের প্রধান মুখপাত্র ড. অ্যান্থনী ফায়ুসি বলেন, কোয়ারেন্টাইন গাইডেন্স বলতে বোঝায় না যে করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের পর ৩ মাসের মধ্যে তার পুনরায় করোনা সংক্রমণ হবেনা। তিনি বলেন, নতুন সংক্রমণ থেকে মুক্তির ব্যাপারে আশ্বাস দেয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তিনি আরও বলেন, করোনা মোকাবেলায় আমেরিকার গৃহিত পদক্ষেপ নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট নন। মায়ামি ড্যাডে ৬০০ স্কুল কর্মচারি-কর্মকর্তার করোনাপজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। মিশিশিপিতে ২ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে কোয়ারেন্টাইনের রাখা হয়েছে। নিউ ইয়র্কের কোভিড-১৯ ট্রাভেল অ্যাজভাইজারি নতুন তালিকায় আলাস্কা, আলাবামা, আরকানসাস, আরিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, ডেলাওয়ার, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, হাওয়াই, আইওয়া, আইডাহো, ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, ক্যানসাস, কেন্টাকী, লুইজিয়ানা, ম্যারিল্যান্ড, মিনেসোটা, মিজৌরি, মিশিশিপি, মন্টানা, নর্থ ক্যারোলিনা, নর্থ ড্যাকোটা, নেব্রাস্কা, নেভাডা, ওকলাহোমা, পোর্টো রিকো, সাউথ ক্যারোলিনা, সাউথ ড্যাকোটা, টেনেসি, টেক্সাস, ইউটাহ, ভার্জিনিয়া, ভার্জিন আইল্যান্ডস ও উইসকিনসনসহ মোট ৩৫টি স্টেটকে অন্ড়র্ভূক্ত করা হয়েছে।

অ্যান্টি- এশিয়ান হেইট ক্রাইম টাস্ক ফোর্স গঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: করোনা মহামারির পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটিতে এশিয়ান-আমেরিকানদের উপর বিদ্বেষমূলক হামলা (হেইট ক্রাইম) উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সিটি পুলিশ বিভাগ শেষ পর্যন্ড় এশিয়ান হেইট ক্রাইম টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। সিটি পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা প্রধান রডনী হ্যারিসন ১৯ আগস্ট জানান যে ২১ মার্চ থেকে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ড় সিটিতে ২১ জন এশিয়ান হেইট ক্রাইমের শিকার হয়েছেন এবং ১৭ জন আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হ্যারিসন আরও জানান যে ভাষাগত সমস্যা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং নতুনভাবে আক্রান্ড় হওয়ার ভয়ে অনেক আক্রান্ড় এশিয়ান তদন্ড়কালে পুলিশ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করতে চাননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি নিবেদিতপ্রাণ টীমের মাধ্যমে কমিউনিটির সাথে পুলিশ বিভাগের সম্পর্কের উন্নয়ন ও অপরাধ নির্মূলের জন্য ডেপুটী ইন্সপেক্টর স্টুয়ার্ট লু মে মাসে অ্যান্টি-এশিয়ান হেইট ক্রাইম টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্ড়াব করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ জন এশিয়ান-আমেরিকান অফিসারকে অন্ড়র্ভুক্ত করেছে টাস্ক ফোর্সটি গঠন করা হয়েছে।

লু জানান, কর্মকর্তাগণ এশিয়ান ভাষার সাথে পরিচিত বিধায় কোন দোভাষীর দরকার হবেনা ফলে তদন্ড়কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হবে। অধিকন্তু নির্যাতিতদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সহযোগিতারও গুণগত পরিবর্তন হবে। আর অপরাধীগের গ্রেপ্তার করাও সহজ হবে। লু জানান, টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে ১৭ জন গ্রেপ্তারকৃতের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লু জানান, অন্যান্য সংস্কৃতি ভিত্তিক টাস্ক ফোর্স ভবিষ্যতে গঠন করা হবে। লু বলেন, গঠিত টাস্ক ফোর্স নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এবং নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী এশিয়ানদের সাথে আস্থা ও সমঝোতার বন্ধন জোরদার করতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

করোনার নতুন জটিলতা

কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন

করোনায় আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগীই সেরে ওঠে। সুস্থতার হার ৯৮ শতাংশ প্রায়। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হলে আতঙ্ক গ্রাস করে, সেটাই বড় সমস্যা। স্বীকৃত কোনো ভ্যাকসিনের বাজারে প্রাপ্যতা না থাকা এই আতঙ্কের কারণ। চিকিৎসার পদ্ধতিও সুনির্দিষ্ট নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কভিড (করোনাভাইরাস ডিজিজ) থেকে পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরও সমস্যা হতে পারে। নানা শারীরিক ও মানসিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

চীনের উহানের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের নিয়ে সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, কভিড থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরা ব্যক্তিদের ৪২ শতাংশের জীবাণুর কারণে রক্তের কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া, ৩ শতাংশের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা, ১২ শতাংশের হৃদপিন্ডের সমস্যা এবং ৯ শতাংশের রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা হয়েছে। শারীরিক দুর্বলতাসহ নানা জটিলতা হয়েছে বেশির ভাগ রোগীর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পর দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হলেও দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হবে না, এ কথা বলা যায় না। আবার কিছু লোকের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডিও তৈরি হয় না। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুস্থ হওয়ার সময় নির্ভর করে কে কতখানি অসুস্থ হয়েছিল তার ওপর। কিছু রোগী দ্রুত সুস্থ হতে পারে, আবার অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে স্বাস্থ্য জটিলতায় ভুগতে পারে। মূলত বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক গঠন ও আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অসুস্থতার ধরন আলাদা হয়ে থাকে। স্পেনের ন্যাশনাল বায়োটেকনোলজি সেন্টারের তথ্য মতে, একবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, এমন লোকজনের ১৪ শতাংশের ফের সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যদিও তারা এটিকে দ্বিতীয় সংক্রমণ বলছে না। হয়তো ভাইরাসটি শরীরে লুকিয়ে ছিল এবং তা সক্রিয় হয়েছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটার ও জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্য মতে, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী (২৩ আগষ্ট, রোববার) বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লাখ ৮৮ হাজার ৬৬৪জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৮ লাখ ৮ হাজার ৭৫৩জনের এবং সুস্থ্য হয়েছেন এক কোটি ৫৯ লাখ ১২ হাজার ৩৮৫জন। আর বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লখি ৯৪ হাজার ৫৯৮জন, মৃত্যু ৩ হাজার ৯৪১জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১জন।

মোটকথা, সুস্থ হলেও করোনাভাইরাস আবার আক্রান্ত করতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, কভিড-পরবর্তী শারীরিক জটিলতা সাধারণত তিন ধরনের। অর্গানিক বা অঙ্গের সমস্যা, সাধারণ উপসর্গ ও মানসিক সমস্যা। হ্যালুসিনেশন হতে পারে। নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রায় ৪.৪ শতাংশ পিটিএসডিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই সুস্থ হলেও রোগীদের খুবই সাবধান থাকতে হবে, বিশেষ করে বয়স্কদের। স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে। সুষম খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম দরকার। হালকা ব্যায়ামও করতে হবে। মন প্রফুল্ল রাখতে হবে।

শতফুল ফুটতে দাও

বিশ্বব্যবস্থায় আমেরিকার অবস্থান

ড. মাহবুব উল্লাহ্

আমাদের এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? যে মানবজাতি বিদ্যমান বিশ্বসভ্যতা গড়ে তুলেছে তাদের হাতেই কি বিশ্বসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে? সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকান পন্ডিত ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা একটি শক্তিশালী তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। এ তত্ত্বটি End of History নামে অভিহিত। ফুকুইয়ামা বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ছাড়া আর অন্য কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে মানবসভ্যতা পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিরোধমুক্তভাবে বিকশিত হতে থাকবে।

ফুকুইয়ামার এ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে পমাণিত হয়নি। পৃথিবীতে এখনও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এসব সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারা এবং শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বিরামহীনভাবে চিন্তাভাবনা করে চলেছে কীভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, যা হবে টেকসই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একক পরাশক্তি হিসেবে পৃথিবীটাকে এককেন্দ্রিক বা ইউনিপোলার হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধবিগ্রহ ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে।

আমেরিকানরা ভেবেছিল, তাদের গোপন কার্যকলাপের ফল হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। কিন্তু সেই প্রয়াস সফল হয়নি। মিসরে একটি নির্বাচন হয়েছিল। সে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডরা জয়লাভ করে এবং তারা সরকার গঠন করে।

ড. মোহাম্মদ মুরসি মিসরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এ নির্বাচিত সরকার মিসরের সামরিক নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। মিসরের সামরিক বাহিনী প্রধান আবুল ফাত্তাহ আলসিসি মুরসি সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং মুরসির বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে কারারুদ্ধ করে। মুরসি কারারুদ্ধ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

মিসরজুড়ে ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীদের



ওপর অত্যাচার নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়। ব্রাদারহুডের শত শত নেতাকর্মীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং তাদের অনেককে রাজপথে হত্যা করা হয়। এটা সত্য যে, মিসর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, ইয়েমেন এবং ইরাকে দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরশাসন চলছিল। কিন্তু এসব শাসকের শাসনামলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দৃশ্যমানভাবে বিঘ্নিত হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে এরা কেউ কেউ জনপ্রিয় ছিলেন। রাষ্ট্র যখন গঠিত হয় তখন রাষ্ট্রের কাছে জনগণের প্রাথমিক প্রত্যাশা ছিল তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

কিন্তু স্বৈরশাসককে উৎখাত করার পর যদি প্রচন্ড জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি হয়, রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবন যদি সন্ত্রাসবাদী হামলায় হারিয়ে যায় তাহলে স্বৈরশাসকদের উচ্ছেদ নিরর্থক হয়ে পড়ে।

আমরা বর্তমানে এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যে পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতা ও জনদুর্ভোগের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। যখন কোনো দেশে গৃহযুদ্ধ অথবা গণহত্যার সূচনা হয় তখন বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গৃহযুদ্ধ শুধু রক্তপাতই ঘটায় না, এটি মানুষকে গৃহহীন করে ফেলে, শতসহস্র মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অবনমিত করে এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও শিক্ষার অভাব মানবজীবনকে অর্থহীন করে তোলে।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যখন কোনো রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয় ভিন্ন কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা যদি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান খুঁজতে অনীহা প্রকাশ করে, তখনই বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ঘটনাবলির পরিণতি দেখে বিস্মিত হতে হয়।

আফগানিস্তানে তালেবানরা একসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তালেবানরা জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে তারা আধুনিক সমরাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করেনি। তাদের মধ্যে মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, তারা বছরের পর বছর ধরে যারা আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকান হস্তক্ষেপের ফলে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

গত ২-৩ বছর ধরে আমেরিকানরা তালেবানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছে। যতটুকু সমঝোতা হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত হল আফগান কারাগার থেকে তিনশ' তালেবানের মুক্তি। যেই যুক্তরাষ্ট্র ৯/১১-এর টুইন টাওয়ার হামলার পর আফগানিস্তানে বিপুল বোমা বর্ষণ করেছে এবং আফগানিস্তানের মাটিতে আমেরিকান, ন্যাটো জোটের সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং প্রায় দুই দশক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে গেছে সেই যুক্তরাষ্ট্রকে যখন দেখি কাতারে তালেবান নেতাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলোচনা করছে তখন বিস্মিত হতে হয়। অনেক সময় এটা স্বপ্ন বলে বিভ্রম সৃষ্টি হয়। এ রকমই যদি শেষ পরিণতি হয় তাহলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান কিসের জন্য চালানো হয়? যুক্তরাষ্ট্র দু'-একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি

থেকে মুক্ত (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও বিবিধ প্রসঙ্গ

তারেক শামসুর রেহমান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এখন বাকি আছে মাত্র দশ সপ্তাহ।

আগামী ৩ নভেম্বর সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। গত ২০ আগস্ট উইসকনসিনে ডেমোক্রেটদলীয় জাতীয় সম্মেলন শেষ হয়েছে। ওই সম্মেলনেই ডেমোক্রেটদলীয় প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেন ও তার রানিংমেট হিসেবে কমলা হারিসকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মাইক পেন্স জুটির বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নির্বাচকমন্ডলীর ভোটে।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০টি আর নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যা ৫৩৮। সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের মোট সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে এ নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়। যেমন বলা যেতে পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচকমন্ডলীর ভোটের সংখ্যা ৫৪টি; আবার নর্থ ডাকোটার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৩। বড় রাজ্যগুলোর নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাও বেশি (যেমন, ক্যালিফোর্নিয়ার পর নিউইয়র্কের ৩৩ আর টেক্সাসের নির্বাচকমন্ডলীর ভোটের সংখ্যা ৩২)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো প্রার্থী কোনো রাজ্যে বিজয়ী হলে সেই রাজ্যে যে ক'টি নির্বাচকমন্ডলীর ভোট রয়েছে, তার পুরোটা তিনি পেয়েছেন বলে গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে প্রার্থী হেরে যান, তিনি নির্বাচকমন্ডলীর কোনো ভোট পান না। অর্থাৎ জনসাধারণের ভোটে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সরাসরি নির্বাচিত হন না। নির্বাচিত হন নির্বাচকমন্ডলীর ভোটে। তবে জনসাধারণ ভোট দেন। এটাই হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ৩৪টি সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। বেশ কয়েকটি গভর্নর পদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বলা ভালো, প্রতি ৬ বছর অন্তর সিনেট সদস্যরা পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হন। আর প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন হয় ৪ বছর অন্তর।

ভোটের প্যাটার্ন অনুযায়ী রাজ্যগুলো দলীয়ভাবে বিভক্ত; অর্থাৎ কোনো কোনো রাজ্যে ডেমোক্রেটদের প্রভাব বেশি (যেমন, নিউইয়র্ক) এবং সে কারণেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচকমন্ডলীর সব ভোট ডেমোক্রেটদলীয় প্রার্থীই পান। কোনো কোনো রাজ্যে (যেমন, টেক্সাস), রিপাবলিকানদের প্রভাব বেশি; তাই সব নির্বাচকমন্ডলীর ভোট রিপাবলিকান প্রার্থী পান। তবে কয়েকটি রাজ্য আছে (ফ্লোরিডা, পেনসেলভেনিয়া, মিসিগান, নর্থ ক্যারোলিনা, আরিজোনা, উইসকনসিন), যেগুলো 'Battleground States' হিসেবে পরিচিত;



অর্থাৎ এখানে ভোটাররা বিভক্ত। এ রাজ্যগুলোই চূড়ান্ত বিচারে কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে বিজয়ী হতে সাহায্য করে। এখানে ভোটাররা বারবার মত পরিবর্তন করেন- কখনও ডেমোক্রেট শিবিরের প্রতি; আবার কখনও রিপাবলিকান শিবিরের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। কিছু তথ্য দেই। ফ্লোরিডায় (নির্বাচকমন্ডলীর ভোট ২৫), রিপাবলিকানরা বিজয়ী হয়েছিল ১৯৯২, ২০০০, ২০০৪ আর ২০১৬ সালে। আবার এ রাজ্যেই ডেমোক্রেট প্রার্থী (বিল ক্লিনটন) বিজয়ী হয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে এবং পরবর্তীকালে বারাক ওবামা (২০০৮ ও ২০১২) সালে। ঠিক তেমনি পেনসেলভেনিয়ায় (ভোট ২৩) ডেমোক্রেট প্রার্থীরা ১৯৯২ থেকে ২০১২ পর্যন্ত পরপর ৬ বার বিজয়ী হলেও ২০১৬ সালে এখানে বিজয়ী হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার নর্থ ক্যারোলিনায় (১৪) রিপাবলিকান প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন ১৯৯২, ১৯৯৬, ২০০০ ও ২০০৪ সালে। তবে ২০০৮ সালে বারাক ওবামা এখানে বিজয়ী হলেও ২০১২ সালে কিন্তু তিনি এখানে বিজয়ী হতে পারেননি।

আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো- আর তা হচ্ছে, এ ৬টি রাজ্যে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছিলেন; একটি রাজ্যেও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বিজয়ী হতে পারেননি। সুতরাং, ২০২০ সালে জো বাইডেন এ ৬টি রাজ্যের নির্বাচকমন্ডলীর ভোটের ফলাফল তার অনুকূলে নিতে পারবেন কিনা, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এ ৬টি রাজ্যে নির্বাচকমন্ডলীর মোট ভোটার সংখ্যা ৯৯। মোট ৫৩৮ নির্বাচকমন্ডলীর ভোটে যিনি ২৭০-এর উপরে নির্বাচকমন্ডলীর ভোট পাবেন, তিনিই বিজয়ী হবেন। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৯৯ ভোট নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি নির্বাচনেই 'ইস্যু' একটি ফ্যাক্টর। বিভিন্ন 'ইস্যু', যা জাতীয় রাজনীতিতে ওই সময় প্রভাব ফেলেছিল; নির্বাচনের সময় ভোটারদের তা প্রভাবিত করে। চলতি বছর এমন এক সময় নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যখন বেশ কয়েকটি 'ইস্যু' জাতীয় রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে করোনাভাইরাস, বেকারত্ব, চীন-মার্কিন সম্পর্ক, 'ব্লাক লাইভ ম্যাটারস' বা বর্ণবাদ, শ্বেতাঙ্গ সুপ্রিমেসি ইত্যাদির কথা আমরা বলতে পারি। এসব ইস্যুকে সামনে রেখে পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি জনমত সমীক্ষা পরিচালনা করে। ভোটারদের কাছে তারা মতামত জানতে চায়। তাদের

(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	৪.৫৯	৫.০০	৫.০১	৫.০২	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৬
সূর্যোদয়	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২১	৬.২২	৬.২৩
জোহর	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৬
আসর	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪
মাগরিব	৭.৩৭	৭.৩৬	৭.৩৪	৭.৩৩	৭.৩১	৭.৩০	৭.২৮
এশা	৮.৫৭	৮.৫৬	৮.৫৪	৮.৫২	৮.৫০	৮.৪৮	৮.৪৮

‘একই অঙ্গে এত রূপ!’

মীযানুল করীম

আগেভাগেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জানানো হয়েছিল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মহাবিপদের ব্যাপারে। তিনি এ সাবধানবাণীকে তখন পাত্তা দেননি। এরই মর্মান্তিক পরিণাম ভোগ করছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চরম মাশুল দিতে হচ্ছে আমেরিকান জাতিকে। ট্রাম্প কিছুদিন আগে এমন ভঙ্গিতে উক্তি করে ছিলেন যে, পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা লাখ না ছাড়ালে কি উনি খুশি থাকবেন? কথায় বলে, Man proposes, God Disposes (মানুষ ভাবে এক, আর স্রষ্টায় করেন আরেক)। এর মধ্যেই করোনায় মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় পৌনে দুই লাখ হয়ে গেছে। আর আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ লাখের মতো। তদুপরি মিডিয়াতে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মহামারীতে এত বেশি মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে যে, সে দেশের কবরস্থানগুলোতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। একপর্যায়ে মিডিয়া সচিত্র খবর দিয়েছে, নিউইয়র্কে কবরস্থানের কাছে অ্যাম্বুলেন্সে বহু লাশ ছিল লুকানো। এ নিয়ে তুলকালাম কান্ড!

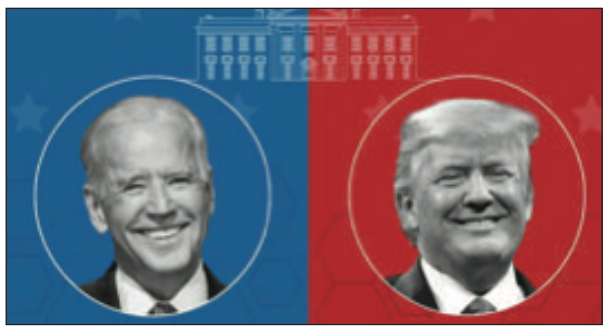
সর্বশেষ খবর হলো, বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন- করোনা সংক্রমণের বিষয়ে এর তিন মাস আগেই গত বছর আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রধান ট্রাম্প অবহিত হয়েছিলেন। তখন তিনি এ সতর্কবাণীকে গুরুত্ব দিলে মহামারী নিয়ে আজকের চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না বলে তাদের অভিমত। স্বয়ং ট্রাম্পের অফিস কাম রেসিডেন্স, হোয়াইট হাউজের একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, গত বছর সেপ্টেম্বরেই করোনাভাইরাস সম্পর্কে ট্র্যাম্পকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। একটি টিম এ তথ্য প্রেসিডেন্টকে তখন দিয়েছে যাতে এই অর্থনীতিবিদ নিজেও ছিলেন শামিল। ট্রাম্প সতর্ক হননি। টোডাস ফিলিপসন নামের সে ব্যক্তি ৪১ পাতার এক প্রতিবেদনে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। উল্লেখ্য, চীনের মধ্যাঞ্চলীয় হুবেই প্রদেশের ‘শিক্ষানগরী’ উহানে গত বছরের শেষ দিনেই সর্বপ্রথম করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছিল।

মি. ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের বৃহত্তম বৃহৎশক্তি তথা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি ২০১৭ সালে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেয়ার আগে থেকেই বিতর্কিত। কখন কী বলেন, ঠিক নেই। উদ্ভট ও যুক্তিহীন কথা, স্ববিরোধী উক্তি, অসার বাগাড়ম্বর, উগ্র কথাবার্তা, উল্টাপাল্টা বক্তব্য প্রভৃতি তার স্বভাবজাত নিত্যকার বৈশিষ্ট্য যেন।

করোনার কারণে এখন বিশ্বে মহামারীর সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক দিয়ে সর্ব শীর্ষে রয়েছে ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। অথচ তার উগ্রজাতীয়তাবাদী স্লোগান America First যে এমন মর্মান্তিকভাবে বাস্তব রূপ নেবে- এটা তিনি নিজেও ভাবেননি। ‘কোভিড-১৯’ মহামারীর শুরুতে ট্রাম্প এই ভাইরাসবাহিত ভয়াবহ ব্যাধিকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ‘A little flu’ বলে। সেই ‘সামান্য’ ইনফ্লুয়েঞ্জা দীর্ঘদিন যাবত কেমন অসামান্য ধ্বংসতান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তা বিশ্ববাসী অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছে ও করছে। ট্রাম্পের বড় এক ভক্ত হলেন আরেক চরম ডানপন্থী নেতা এবং শ্বেতাঙ্গভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক, দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জায়ের বোলসোনারো। উনিও গুরু ট্রাম্পের মতো ‘Little flu’ বলে করোনা অতিমারীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। সেই বিশাল দেশের জন্য তা বিরাট বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সে দেশ এখন করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দুনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থানে। এমন কি, স্বয়ং বোলসোনারো করোনা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন।

বলছিলাম ট্রাম্পের কাহিনী। তিনি নিজে ডাক্তার না হলেও কয়েকজনকে করোনা মহাব্যাধির মহৌষধরূপে একটি ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন। ‘প্রেসিডেন্টের প্রেসক্রিপশন’ বলে কথা। সে ওষুধ খেয়ে তিনজন মারা গেলেন। আসলে নাকি এটি করোনার নয়, ম্যালেরিয়ার দাওয়াই। এ দিকে ট্রাম্প গর্ব করে বলতে থাকেন, ‘আমি নিয়মিত এ ওষুধ খাই’। প্রশ্ন হলো, কোনো সুস্থ মানুষ কি বিনা কারণে কোনো ওষুধ সেবন করতে পারেন? তা হলে কি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন না? ট্রাম্প নিজে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন বা ‘এইচ-সিকিউ’ নামের ওষুধের ভক্ত, যা কোভিড নয়, অন্য রোগের ওষুধ। এটা করোনা রোগীদের জন্য অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং এ ওষুধ করোনা মহামারী নিরাময় করবে বলে প্রমাণিত হয়নি। এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বললেও আমেরিকান প্রশাসন গা করেনি। উল্টো ট্রাম্পের সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্পর্ক এখন খুব মন্দ। এ দিকে তিনি ব্রাজিল পাঠিয়েছেন বিপুল পরিমাণে এ বিতর্কিত ওষুধ।

ট্রাম্পের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নভেম্বর মাসে। তিনি অনেক আশায় ছিলেন, এ সময়ের মধ্যে করোনার ওষুধ বা টিকা বের করে ফেলবে তার দেশ। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও বাস্তবে তা হয়নি কিংবা এর সম্ভাবনাও দেখা যায়নি আজো। ইতোমধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের আগেই করোনা ভ্যাকসিন ‘উদ্ভাবন’ করার দাবি করে বসেছে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ রাশিয়া। স্মর্তব্য, মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রেও রাশিয়া (তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন) আমেরিকার ওপর টেক্কা মেরেছিল অতীতে। এ দিকে ট্রাম্পের একজন উপদেষ্টা এবং শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান জীবাণুবিশেষজ্ঞ অ্যান্থনি ফাউচি জানিয়েছেন, আমেরিকা করোনা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে সফল হলেও তা হবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে। অর্থাৎ, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নয় শুধু, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণেরও কিছু দিন পরে। তদুপরি জরিপ জানান দিচ্ছে, রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের চেয়ে।



আসুন, মাস্ক প্রসঙ্গে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে করণীয় যেমন কয়েকটি কাজ, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো মাস্ক পরিধান করা। বিশেষত ঘরের বাইরে গেলেই পরিবহনে, দোকানে ও বাজারে, রাস্তাঘাটে, অফিসে কি কারখানায়, সভায় ও অনুষ্ঠানে- এক কথায়, সর্বত্র মাস্ক পরা সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। ডাক্তাররা বলেছেন, মাস্ক পরিধান করা হলে শুধু স্বাস্থ্যবিধিই মানা হবে না। সেই সাথে, নিজের ও অন্যের সুরক্ষা হবে নিশ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রেও এখন সবাই মাস্ক পরে থাকা অবশ্য কর্তব্য। এটা কেবল নৈতিক কর্তব্য নয়, আইনগত বাধ্যবাধকতাও। মাস্ক পরলেই হাঁচি-কাশির সময়ে করোনা জীবাণুর সংক্রমণ থেকে বাঁচা যেতে পারে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেকে মনে করলেন সবার চেয়ে আলাদা ও উর্ধ্বে। তিনি জোর দিলেন করোনাকালে প্রত্যেকে মাস্ক পরিধান করে চলার ওপর। সাথে সাথে বললেন, ‘এটা করা প্রয়োজন ও কল্যাণকর। তবে আমি নিজে পরব না।’ যেখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিই নিয়মবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে সবার সামনে নজির সৃষ্টি করার কথা এবং বিশেষ করে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান থেকে এটাই একান্তভাবে প্রত্যাশিত, সেখানে তিনি কেন, কোন যুক্তিতে ‘ব্যতিক্রম’ হবেন? এর কোনো জবাব দিতে পারেননি।

সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই মনে পড়বে জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস Animal Farm-এর সে উক্তি : All are equals. But some are more equal than others (সবাই সমান। তবে কিছু লোক অন্যদের চেয়ে বেশি সমান) কিন্তু সমান তো সমানই। এর আবার কম বেশি কী? জর্জ অরওয়েল কথাটা বলেছিলেন তৎকালীন সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করে। সেটা এখন প্রযুক্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিশ্বের স্বঘোষিত হোতার বেলায়।

নিজ দেশে এক অনুষ্ঠানে গেলেন আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রধান। বিমানসংক্রান্ত সে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানেও তিনি কোনো মাস্ক পরেননি। মিডিয়ার বদৌলতে ছবিটি চাউর হয়ে গেল সারা পৃথিবীতে। ঝড় ওঠে নিন্দা-সমালোচনার। কিন্তু ‘মার্কিন মোড়ল’ অনড়। উনি মাস্কের প্রশংসা করলেন আবার। তবে জানিয়ে দিলেন নিজে ও জিনিস পরবেন না। প্রশ্ন হলো, মাস্ক ভালো জিনিস বলে নিজে স্বীকার না করে পারেননি; তবু কেন তা ব্যবহার করতে চাননি? তাকে মাস্ক পরা অবস্থায় দেখতে (বাকি অংশ ১১ পাতায়)



মেজর (অবঃ) সিনহা ঃ নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী

এ কে এম মাকসুদুল হক

গত ৩১ জুলাই কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ রোডের শামলাপুর এপিবিএন চেকপোস্টে ইন্সপেক্টর লিয়াকতের গুলিতে নিহত হন মেজর (অবঃ) সিনহা মোঃ রাশেদ খান। এই হত্যাকান্ড জনমনে গভীর রেখাপাত করেছে। সম্ভাব্য অস্থিরতা নিরসনে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। স্মরণকালের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংশ্লিষ্ট দুই বাহিনীর প্রধান যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেছেন। পরে সিনহার বোনের দায়ের করা মামলার ৯ জন আসামির মধ্যে প্রধান আসামিসহ সাতজন গ্রেফতার হয়েছেন এবং উচ্চ পর্যায়ে গঠিত যৌথ কমিটির তদন্ত কার্যক্রম চলছে। আর মামলার তদন্ত পরিচালনা করছে র‍্যাব।

মেজর (অবঃ) সিনহা ১৬ বছর চাকরি করে স্বেচ্ছায় অবসরে যান। তিনি 'এসএসএফ'-এরও সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতিমনা মেধাবী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অফিসার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার মায়ের ভাষ্যমতে, মেজর সিনহা বিশ্বভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে চলমান করোনা মহামারীর জন্য তার অভিযান পিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রিয় মাতৃভূমির সৌন্দর্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য 'জাস্ট গো' নামের প্রমাণ্যচিত্র তৈরি করছিলেন। এ জন্য ফিল্ম তৈরিতে পারদর্শী স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রথমে প্রায় আড়াই মাস রাজশাহীতে শুটিং শেষ করে গত ৩ জুলাই কক্সবাজার যান প্রামাণ্যচিত্রের পরবর্তী চিত্রগুলো ধারণ করার জন্য।

ঈদের ছুটির মধ্যে তার হত্যার ঘটনা সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ভারতের গৌহাটি থেকে 'নর্থইস্ট নাও' নামক নিউজ পোর্টাল প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'Assassinated Bangladesh Army ex Major was into drugs, training ARSA' অর্থাৎ বাংলাদেশে নিহত আর্মি মেজর মাদক কারবারে এবং মিয়ানমারের জঙ্গিগোষ্ঠী 'আরসা'কে প্রশিক্ষণে জড়িত ছিল (The Daily Star : 06.8.2020)। কারণ অনুসন্ধানের আগেই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে যে, বাংলাদেশ আর্মি মিয়ানমারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সেখানকার জঙ্গিদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তবে যে যাই বলুক আমাদের এই পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের আসল কারণ খুঁজে বের করতেই হবে, যেন মূল অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনা যায়।

ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্লেষণ, ভিডিওচিত্র, টেলিকথোপকথন ইত্যাদি বেরিয়ে আসছে। এসব তথ্য অবশ্যই যাচাই-বাছাইয়ের দাবি রাখে। এ ধরনের প্রকাশ্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে কিছু সম্ভাব্য কারণ বের হয়ে আসে।

ক. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সংস্কৃতি: জবাবদিহিবিহীন 'ক্রস ফায়ার' বা 'এনকাউন্টার' ইত্যাদির মাধ্যমে সন্দেহভাজন অপরাধী হত্যার অবাধ ক্ষমতার চর্চা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে মেজর (অবঃ) সিনহাকে হত্যার সুযোগ করে দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একাই অপরাধী গ্রেফতার, বিচারের রায় প্রদান এবং শাস্তিস্বরূপ হত্যা কার্যকর করছে তাদের রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে। এ ধরনের কোনো হত্যাকান্ডেই সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে এসেছে, টেকনাফে 'ক্রস ফায়ারে' হত্যার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা চালু হয়ে গিয়েছিল।

খ. ওসি প্রদীপকে দানব হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়া: ওসি প্রদীপ একদিনে দানব হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন সময় একাধিকবার অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে সাময়িক বরখাস্ত ও স্ট্যান্ড রিলিজের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও তাকে টেকনাফের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পদায়ন করা হয়েছে। এখানে তার গত দুই বছরের চাকরিকালে ৪৮টি বন্দুকযুদ্ধে মোট ৮৭ জন মানুষ নিহত হয়। আরো আশ্চর্যজনক হলো, এসব হত্যার পর তাকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক ২০১৯-এ ভূষিত করা হয়, যা তাকে আরো উৎসাহিত করে। কিছু দিন আগে তিনি অপরাধীদের বাড়িঘরে গায়েবি আগুন দেয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে দুদক ওসি প্রদীপের ৩০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। জানা যায়, তিনি ক্রসফায়ার বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছেন।



গ. মেজর (অবঃ) সিনহার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস: ওপেন সোর্স থেকে জানা যায়, মেজর সিনহা সম্ভবত ওসি প্রদীপের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের সময় তার কৌশলী প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে ওসি প্রদীপ অনেক অপ্রকাশযোগ্য তথ্য প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, যেখানে হয়তোবা অন্য কারো মুখোশ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল।

ঘ. প্রভাবশালীদের ছত্রছায়া: ওসি প্রদীপ টেকনাফের ইয়াবা গডফাদারদের প্রশ্রয়ে থেকে তাদের অবাধ সুযোগ দিয়েছেন আর ছোট ছোট চোরাকারবারিদের ধরে ক্রসফায়ারে দিয়েছেন বা চাঁদা আদায় করেছেন। রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থেকে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন।

ঙ. অস্বীকারের সংস্কৃতি: আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে বরাবরই অস্বীকার করে আসছে যা হত্যাকান্ডে জড়িতদের উৎসাহই জুগিয়েছে। এমনকি ঘটনা পরবর্তী যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রধান 'ক্রসফায়ার' বা 'বন্দুকযুদ্ধ'-এর অস্তিত্ব নাকচ করে দেন। হত্যাকান্ডের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে মনে হয়, এটি ছিল সুপরিকল্পিত। বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।

ক. মারিশবুনিয়া গ্রামের তিনজন লোককে পুলিশের করা মামলায় সাক্ষী করা হয়েছে। ওই তিনজন লোক (বর্তমানে গ্রেফতারকৃত) মেজর সিনহাকে ডাকাত বানানোর জন্য মসজিদের মাইকে ডাকাত বলে প্রচার করেছিলেন। পরে সিনহা পাহাড় থেকে নেমে এলাকাবাসীকে পরিচয় দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ওই তিনজন CNG-অটোরিকশা দিয়ে সিনহার গাড়ি অনুসরণ করে এবং হত্যাকান্ড ঘটা পর্যন্ত শামলাপুর চেকপোস্টে উপস্থিত ছিল। কেন?

খ. হত্যাকান্ডের সময় মাত্র ১০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদের মোয়াজ্জিন ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ। এর কারণ কী?

গ. মেজর সিনহা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত উঁচু করে নিজের পরিচয় দেয়ার পরও তাকে গুলি করা হলো কেন?

ঘ. পাশে বসে থাকা সিফাত প্রথমে নেমে তার এবং গাড়িচালক মেজর সিনহার পরিচয় দেয়ার পরও ইন্সপেক্টর লিয়াকত মেজর সিনহাকে গাড়ি থেকে নামার আদেশ করেন। মেজর সিনহাই কি তাহলে পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু ছিল?

ঙ. হত্যার পর রেস্টহাউজে গিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরির যন্ত্রপাতি : হার্ডডিস্ক, ক্যামেরা, ল্যাপটপ, মাইক ইত্যাদি জব্দ করা হয়। রেকর্ড বিনষ্ট করার জন্যই কি এগুলো জব্দ করা হয়েছিল?

চ. বাহারছড়া থেকে কক্সবাজার হাসপাতালে ৪৫ মিনিটের পথ ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পৌঁছার মানে হলো মৃত্যু নিশ্চিত করে হাসপাতালে নেয়া। তাছাড়া গুলিতে আহত সিনহাকে ওসি প্রদীপ এসে পুনরায় আঘাত করারও উদ্দেশ্য তার মৃত্যু নিশ্চিত করা। অর্থাৎ যেকোনো মূল্যে সিনহার মৃত্যুই কি উদ্দেশ্য ছিল?

ছ. হত্যার পর উল্টো ভিকটিম সিফাতের নামে পুলিশের সরকারি কাজে বাধা দেয়া ও হত্যা মামলা করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল? সাক্ষীকে কারান্তরালে রেখে সাক্ষ্যদান থেকে দূরে রাখা?

জ. হত্যার পর এসপি মাসুদ হোসেনের সাথে ওসি প্রদীপ ও ইন্সপেক্টর লিয়াকতের কথোপকথন যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে। বিশেষ করে এসপি মাসুদ হোসেনের, 'তোমাকে গুলি করেছে লাগে নাই, পরে তুমি গুলি করেছ সেটা লেগেছে' এই উক্তি ইঙ্গিতপূর্ণ নয় কি? তিনি কি আগে থেকেই জানতেন?

ঝ. হত্যার পর ওসি প্রদীপের ছুটি নেয়া, কয়েক দিন উধাও থাকার পর চট্টগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি এবং পরে পুলিশ পাহারায় কক্সবাজার এসে আদালতে আত্মসমর্পণের বিষয়টি কি কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া? সাধারণত ফৌজদারি অপরাধ সংঘটনের পরই সন্দেহভাজন হিসেবে স্ট্যান্ড রিলিজ বা উইথড্র হওয়ার কথা নয় কি?

ঞ. মেজর সিনহা হত্যার ঘটনাই শেষ ঘটনা বলে জানানো হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে। তার মানে কি এই নয় যে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড প্রচলিত ছিল?

ট. 'নর্থইস্ট নাও' নামক একটি বিদেশী নিউজ পোর্টাল তড়িঘড়ি করে এই হত্যার বিষয়ে মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করার বিষয়টি কিসের ইঙ্গিত? কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই মেজর সিনহাকে ইয়াবা এবং 'আরসা'-এর সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য কী?

ঠ. হত্যার পরদিন সিনহার ঢাকার উত্তরার বাসায় গিয়ে পুলিশের অফিসার সিনহার মাকে অনেক প্রশ্নসহ মেজর সিনহার রাজনৈতিক পরিচয়ও জানতে চান। একজন মৃত মেজরের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাওয়া সচেতন মহলে সন্দেহজনক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কোন উদ্দেশ্যে তার রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাওয়া হলো?

ড. হত্যার পর অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের সংগঠন 'রাওয়া' (RAOWA) সংবাদ সম্মেলনে কক্সবাজারের 'এসপি'র ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে পরদিন কক্সবাজারের একটি সংগঠন 'এসপি' মাসুদের পক্ষে সাফাই গেয়ে সভা করেন। এই প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট 'এসপি' এর ব্যাপারে সৃষ্ট প্রশ্নকে আরো গভীরতর করার বিষয় নয় কি?

ঢ. শামলাপুর চেকপোস্ট 'এপিবিএন'-এর। সেখান থেকে 'পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র' ৭০০-৮০০ মিটার দূরে। পুলিশি মামলার অন্যতম সাক্ষী (জনৈক নূরুল আমিন) মারিশবুনিয়া থেকে সিনহার রওনা দেয়ার খবর দিলে 'পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র'র ইন্সপেক্টর লিয়াকত সাবইন্সপেক্টর নন্দদুলাল রক্ষিতের মোটরসাইকেলযোগে তাড়াতাড়ি এপিবিএন চেকপোস্ট আসেন এবং রাস্তায় ড্রাম ফেলে সিনহার গাড়ি আটকে তাকে নামতে বলেন। ইন্সপেক্টর লিয়াকত কেন দ্রুত চেকপোস্টে এসে 'এপিবিএন'-এর কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে সিনহাকে গুলি করলেন?

এই হত্যার মাধ্যমে পুলিশ সদস্যের পেশাদারিত্ব প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শুধু সিনহার হত্যা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে যা পুলিশের পেশাদারিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

গত ২৯ জুলাই ঢাকার মিরপুরে পল্লবী থানার ভেতরে বোমা বিস্ফোরণ, বরগুনায় সিফাতের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন চলাকালে ওসি সাহেবের সহকর্মী পুলিশ সদস্যের গালে জনসম্মুখে কষে চড় বসিয়ে দেয়া, দেশের উত্তরাঞ্চলের এক এসপির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হওয়া ইত্যাদি ঘটনা নিশ্চয়ই পেশাদারিত্বের লক্ষণ নয়। তাছাড়া সিনহা হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে মিথ্যা 'ক্রসফায়ার' বা 'বন্দুকযুদ্ধের' কাহিনী রচনার ব্যাপারে পাবলিক পারসেপশন বা বিশ্বাস বদ্ধমূলভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ পুলিশ বাহিনীকে প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে দিলে তারা দক্ষতা ও মানবিকতার সাথে জাতির সেবা করতে সক্ষম। স্বাধীনতার উষালগ্নে এই বাহিনীর সদস্যরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে জীবন দিয়েছেন। এখনও দেশ বাঁচাতে হলে অবশ্যই পুলিশ বাহিনীকে প্রভাবমুক্ত করে নিরপেক্ষভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি করতে দিতে হবে। সিনহা হত্যাসহ এ পর্যন্ত যত বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেছে স্বাধীন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে সেগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করব, মেজর সিনহা হত্যায় গঠিত তদন্ত কমিটি হত্যার পেছনের প্রকৃত কারণ বের করে আনবেন। তবে সঠিক কারণ জানলেও আমরা এক দেশপ্রেমিক সাহসী সৈনিককে হারালাম যাকে আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনলাইনে কাজ করি, করোনাকে জয় করি

ড. মো. আব্দুর রহমান

কোভিড-১৯-এর মহামারি অবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে কি নাড়- বিষয়ে সবাই আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি। শিক্ষার্থীরাও একটা টানাপোড়েনের মধ্যে আছে। প্রতিটি মানুষের জীবন অনেক মূল্যবান, অনেক সম্ভাবনাময়। যেহেতু করোনা এযাবৎকালের একটি ভয়াবহ সংক্রামক ভাইরাস সেহেতু এটাকে পরিকল্পিতভাবেই মোকাবিলা করা উচিত।

এটা অনেকটা পরিষ্কার যে হঠাৎ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে এটাও আমরা কাম্য মনে করি না যে, আমরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ রেখে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকব। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবতে হবে এবং নিজস্ব পরিকল্পনা বের করতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগ অনলাইন ক্লাস শুরু করে দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীই বলা যায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে। এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, যদিও অনেক ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থাকছে। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা অনেক আগ্রহী, উচ্ছ্বসিত ও আন্তরিক। শিক্ষক হিসেবে আমরাও অনেকেই অনলাইন ক্লাস আনন্দের সহিত চালিয়ে যাচ্ছি। ইউজিউঘ ও তঙঙগ-কে অনেক ধন্যবাদ এবং সরকারের যারা এ বিষয়ে যুক্ত আছেন তাদেরও অনেক ধন্যবাদ।

অনলাইন ক্লাসের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর অনেক সুবিধাও আছে। যেমন- ক্লাসটা রেকর্ড করে শিক্ষার্থীদের শেয়ার করা যায় যা তারা পরে বারবার প্লে করে শুনতে ও দেখতে পায়। ক্লাসগুলো আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্লাইড বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি স্লাইডে গড় সময় একটু বেশি দিলে লেকচারটি বেশ ফলপ্রসূ হয় বলে আমার বিশ্বাস। অনেক সময় ব্লাক বোর্ডের দরকার হতে পারে, তবে সেটার জন্য অতিরিক্ত স্লাইড রাখা যেতে পারে। যা-ই হোক অনলাইন লেকচারে শিক্ষক অনেক আন্তরিক থাকেন এই জন্য যে ক্লাসটি রেকর্ডেড এবং ওপেন থ্রো করা হয়েছে। ক্লাসগুলোতে এফিলিয়েটেড কলেজের শিক্ষার্থীরাও পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে। যদিও কিছু কিছু শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির বিষয়টির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এখনো সেভাবে করা হয়নি। অনেকেই বলছেন অনেক অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ও ইন্টারনেট ক্রয়ে অক্ষমতাই এর মূল কারণ। তবে এই সংখ্যা কখনোই ১০-১৫ শতাংশের ওপরে নয় বলে আমার বিশ্বাস। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে অনুপস্থিতির সম্ভাব্য কারণগুলো নিরূপণ হওয়া উচিত, যেমনড় ১. অসচ্ছলতার কারণে ফ্রি ইন্টারনেট প্যাকেজ ক্রয়ে অক্ষমতা। ২. ল্যাপটপ/ ডেস্কটপ কম্পিউটার নেই। ৩. হতে পারে কোনো প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা, যেখানে ২জি সাপোর্ট আছে কিন্তু ৩জি নেই। ৪. সার্বক্ষণিক পাওয়ার থাকে না অথবা পাওয়ার নেই। ৫. ব্যাবহারিক ক্লাসের কী হবে এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই মাথাব্যথা! ৬. পরীক্ষা কীভাবে হবে এ নিয়েও আছে মাথাব্যথা। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা বা ক্লাস করতে অবহেলা।



সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে? আমার মনে হয় বিষয়গুলো একটু জটিল হলেও কিন্তু অসম্ভব নয়। দরকার সহজ সরল সঠিক প্যান, শিক্ষার্থীদের প্রতি সুদৃষ্টি এবং কোভিড-১৯ বিষয়ক গাইডলাইনের নিশ্চিত প্রয়োগ। এর সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে- ১. অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট (limited access) প্যাকেজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্যই প্রতিটি বিভাগ অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এ বিষয়ে প্রতিটি বিভাগ একটি কমিটি করে অনলাইন প্রশ্নাবলির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অসচ্ছলতার বিষয়টি সঠিকভাবে বের করতে পারে এবং এটা খুব একটা জটিল কাজ নয় বলে আমি মনে করি। ২. যেসব অসচ্ছল শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ/কম্পিউটার নেই তাদেরকে এটার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে এই টাকা বিনা সুদে সর্বোচ্চ ১০-১৫ কিস্তিতে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করতে হবে। ৩. যাদের এলাকায় পাওয়ার নাই সেসব শিক্ষার্থীদের সোলার প্যানেল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান স্রেডাকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ৪. ব্যবহারিক ক্লাসগুলো আপাতত যতদিন পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে ততদিন পর্যন্ত বন্ধ রাখাটাই সমীচীন হবে। প্রয়োজনে পরবর্তী সেমিস্টারের তাত্ত্বিক কোর্সগুলো আগেভাগেই নেওয়া যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে ব্যাবহারিক ক্লাস করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশি সহায়ক হতে পারে। ব্যবহারিক ক্লাসগুলো পরে একসঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। ৫. পরিস্থিতি উন্নতি হলে পরবর্তী সময়ে একসঙ্গে সব পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে, যেমনটি ২০-৩০ বছর আগে একসঙ্গে ৩য় বর্ষে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা হতো। তবে ইচ্ছা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব লোকেশনে সরকারি কলেজে/মানসম্পন্ন লোকাল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষার খাতাপত্র পাঠিয়ে কলেজের দুই-চার জন শিক্ষককে পরিদর্শকের দায়িত্ব দিয়ে তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। ৬. তবে যেসব শিক্ষার্থী অনার্স/মাস্টার্স শেষ বর্ষ বা শেষ সেমিস্টারে অবস্থান করছে, তাদের মতামত নিয়ে পরীক্ষা ও ব্যবহারিক ক্লাস সমাপ্তির জন্য ক্যাম্পাস প্রাথমিকভাবে খোলা যেতে পারে। অবশ্য কোভিড-১৯-এর স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে শিক্ষকদেরও কিছু প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, সব পর্যায়ে এমনকি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও 'অনলাইনে কাজ করি করোনাকে জয় করি'ড়এই নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

২১ আগস্ট হামলা ১৫ আগস্টের ধারাবাহিকতা

আবদুল মান্নান



২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশস্থলে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা ছিল মূলত পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে পরিচালিত ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র। এই উদ্দেশ্যেই ঘাতকেরা ১৫ই আগস্ট শুধু বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতেও একই সময়ে হামলা করে সেখানেও নারকীয় হত্যাকান্ড চালায়। ঘটনাচক্রে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেদিন প্রাণে বেঁচে যান। কারণ সে সময় তারা দুজনই শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার তৎকালীন কর্মস্থল জার্মানিতে ছিলেন।

২০০৪ সালে আওয়ামী লীগ সংসদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দল আর সরকারে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। জোটের অন্য শরিকদের মধ্যে আছে একাত্তরে স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতের আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও কামারুজ্জামান বেগম জিয়ার কেবিনেটে মন্ত্রী। বেগম জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে জঙ্গিদের অভয়ারণ্য। আগস্টের ১৭ তারিখ দেশের ৫০০ স্থানে একই সঙ্গে জঙ্গিদের বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। যেদিন এ ঘটনা ঘটে, ঠিক সেই দিন বেগম জিয়া চীনে যাচ্ছিলেন। এয়ারপোর্টের কাছেও একটি বোমা ফাটে। সাংবাদিকেরা তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের কাছে এই অভাবিত ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি পুরো বিষয়টাকে 'কিছু রকবাজের কান্ড' বলে উড়িয়ে দেন। এর আগে ১ এপ্রিল চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক আধুনিক অস্ত্রের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। পরে জানা যায়, এই অস্ত্র পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চোরাই পথে আনা হয়েছিল। বেগম জিয়ার শাসনামলে সারা দেশ হয়ে পড়ে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য। সেদিন আওয়ামী লীগের সমাবেশটি আসলে ছিল একটি সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ। প্রথমে হওয়ার কথা ছিল জিপিওর পাশে উন্মুক্ত মঞ্চে। সেখানে করার অনুমোদন না পাওয়ার কারণে তা স্থানান্তর করা হয় দলীয় কার্যালয়ের সামনে। এই মর্মে সেদিনের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়।

শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য সভায় গ্রেনেড হামলা করাটা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। সে কারণেই হয়তো নির্ধারিত স্থানে সমাবেশের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কারণ সেখানে কোনো উঁচু দালান ছিল না, যার সুবিধা সন্ত্রাসীরা নিতে পারে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অফিসের সব দিক উঁচু ভবন। সেদিনের সভায় কোনো মঞ্চ ছিল না। সেদিন একটি ট্রাককে মঞ্চ বানিয়ে সেখান থেকেই নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সব শেষ বক্তা দলের প্রধান ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা। তিনি তার বক্তৃতা শেষ করে ট্রাক থেকে নিচে নামার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এই হামলা হয়। সেদিন মোট ১৪টি গ্রেনেড সেখানে বিস্ফোরিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। ব্যবহার করা হয়েছিল সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত আর্জেস গ্রেনেড। শেখ হাসিনাকে রক্ষা করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের সৃষ্ট মানববর্মের কারণেই সেদিন বঙ্গবন্ধুকন্যা বেঁচে যান। ঠিক একই কায়দায় এরশাদ আমলে চট্টগ্রামে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের হাত থেকে আর একবার তাকে রক্ষা করা হয়েছিল। সেদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৪ জন নেতাকর্মী। আর ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় দলের ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন প্রায় ৩০০, যাদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়েন। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন আওয়ামী লীগের নেতা জিল্লুর রহমানের (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) স্ত্রী মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আইভি রহমান।

২১ আগস্টের ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নুল আবেদিনকে দিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিচারপতি জয়নুল আবেদিন তার রিপোর্টে বলেন, এই হামলার সঙ্গে বিদেশি শক্তি (পড়ুন ভারত) জড়িত আছে। একজন বিচারপতির এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ক্ষমার অযোগ্য। বেগম জিয়া পরবর্তীকালে এই জয়নুল আবেদিনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। জিয়া থেকে শুরু করে বেগম জিয়া, যারাই তাদের বিভিন্ন অবৈধ কাজে সহায়তা করেছেন, তাদের সবাই নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। আর সংসদে বিএনপির সংসদ সদস্যরা বলেন, শেখ হাসিনা নিজেই তার ভ্যানিটি ব্যাগে গ্রেনেড বহন করে তা ছুড়ে মেরেছিলেন। বেগম জিয়া বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে এই গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য।

হামলার পরে আসে পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন। সিআইডির কর্মকর্তা রুহুল আমিন সাজায় জজ মিয়া নাটক। হামলার পর আওয়ামী লীগ মামলা দিতে গেলে রমনা থানা মামলা নিতে অস্বীকার করে। বলে, ওপরের নির্দেশ লাগবে। বিচারপতি জয়নুল আবেদিনের রিপোর্ট আর জজ মিয়াতেই ২০০৬ সালে শেষ হয় বেগম জিয়া সরকারের মেয়াদ। তিনি তার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তা রুখে দেয় জনগণ। তারপর আসে এক-এগারো। বেগম জিয়ার শাসনামলেই প্রথম একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিকের একটি পাক্ষিক পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত) প্রকাশিত হয় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় তারেক জিয়া, হাওয়া ভবন, জামায়াত, জেএমবি, রাষ্ট্রের তৎকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে। বেগম জিয়ার পর এক-এগারোর সরকার ক্ষমতায় এলে তারা পুরো ঘটনা পুনঃতদন্ত শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সব সত্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে। ২০০৭ সালের জুন মাসে সিআইডি ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। আটক হয় জঙ্গি মুফতি হান্নান, বিএনপির একসময়ের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু। উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরীর সম্পৃক্ততার কথা। ২০১১ সালের জুলাই মাসে সিআইডি একটি সম্পূরক চার্যশিট দেয়, যাতে ৩০ জনের নাম ছিল, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বেগম জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান ও তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। মুফতি হান্নান তার দেওয়া সাক্ষ্যে আদালতকে বলেন, ২১শে আগস্টের ঘটনার পূর্বে তারা শেখ হাসিনাকে হত্যার সব পরিকল্পনা করত তারেক রহমানের হাওয়া ভবনে বসে। সেখানে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আসত আর মাঝে মাঝে আসত জামায়াতের কয়েক জন নেতা। এই হামলার জন্য ব্যবহৃত গ্রেনেড সরবরাহ করেন আবদুস সালাম পিন্টু।

২১শে আগস্টের এই ঘৃণ্য হামলার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয় বিশেষ আদালতে। বিশেষ আদালত দীর্ঘ শুনানির পর ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর তার রায় ঘোষণা করে। রায়ে লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৮ জনকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় আর তারেক রহমানসহ ১৮ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তৎকালীন পুলিশের মহাপরিদর্শক আশরাফুল হুদা ও শহিদুল হককে চার বছর করে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ইতিমধ্যে তারেক রহমান জিয়া অরফানেজ মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। তারেক রহমান বর্তমানে লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে আইনের দৃষ্টিতে পলাতক জীবন যাপন করছেন। হারিছ চৌধুরী (যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত) বেগম জিয়ার ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই পলাতক। দন্ডপ্রাপ্তরা উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন। ইতিমধ্যে আদালতের নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে পেপার বুক পৌঁছেছে।

রাজনীতিতে মতভেদ থাকবে, কিন্তু তাই বলে একজন রাজনৈতিক নেতাকে সদলবলে হত্যা করার চেষ্টা করা হবে তা সাধারণত একটি বিরল ঘটনা। এই দুর্বৃত্তায়নের সূচনা সেনাশাসক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার হাতেই বাংলাদেশে এসেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সব পরিকল্পনার কথা জেনেও তা গোপন করেন এবং এই হত্যা-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শামিল হন। তারই ছেলে তারেক রহমান বঙ্গবন্ধুকন্যাকে হত্যা করার পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে এই দুর্বৃত্তায়নে একটি নুতন মাত্রা যোগ করেছে।

সবশেষ একটা মন্তব্য করে শেষ করতে চাই। একটি ১৫ই আগস্ট ঘটানোর জন্য যে ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু পরিবারের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল, তা একটি ২১ আগস্টের ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমানের ষড়যন্ত্র আরো বেশি শাণিত হতে পারে, ঘটতে পারে অন্য কোনো বিপত্তি। অতএব, সংশ্লিষ্ট সবার সাবধানে থাকাটা খুবই জরুরি।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ওটি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি

৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন আনে তাজা খাসি, গরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা, উটের মাংসসহ

প্রতিদিন আনে তাজা ছাগলের মাংস

ফেরুলার পোট $4.49/lb বেবি পোট $6.49/lb

বিমাত্রা আনা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের আনারসি ট্রাকের মাছ,

খোয়াল, ঘাইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, টিলাপি, কাতলা, রাহু ও পোল

পাইক ফেলেপিয়া	$3.49/lb
পাইক কালেপা	$3.49/lb
আমেরিকান ট্রাউট	$1.99/lb
রেগী কই	$1.79/lb
Herring Fish (মরিচা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

পাইক ফেলেপিয়া, পাবদা, ট্রাউট মাছ, বীফ, রেগী, ফাইল, টিলাপি, কালবোস মাছের বিভিন্ন ধরণ টিলাপি মাছ

সেলফোন

রেগী স্মার্টফোন ফাইভ	$ 17.99
ফাইভ স্মার্টফোন ফাইভ	$ 17.99
স্মার্টফোন স্মার্টফোনস্মার্ট ফাইভ	$ 16.99
ফোনফোন স্মার্টফোন ফাইভ	$ 15.99
স্মার্টফোন স্মার্টফোন ফাইভ	$ 13.99

ফ্রি ডেলিভারী

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm (Sundays 8:00 to 4:00pm) Parking in Rear

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

e - file

INSTANT Refund

SEND MONEY WORLDWIDE

Airline Tickets

INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিকাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুপ্তি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ও সেন্ড,
- ফ্রান্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নির্বাচন হবে বাঘে-মোষে লড়াই

(৩ পাতার পর)

আর দাবি করেছে যে ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর কামালা হারিসকে রানিংমেট মনোনয়ন দেয়ার পর ২ দিনেই বাইডেন ক্যাম্পেইন ৪৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে বলে দাবি করেছে। ক্যাম্পেইন আরও দাবি করে যে প্রায় ১২ কোটি লোক বিভিন্নভাবে বাইডেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এনবিসি নিউজ/ ওয়াল স্ট্রীটের এক জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে ৩৯% উত্তরদাতা মনোনয়নকে অনুমোদন এবং ৩৫% অননুমোদন দিয়েছেন। আর ফক্স নিউজ অনুসারে ৫৪% আমেরিকান কামালার মনোনয়নকে অনুমোদন এবং ২৯% অননুমোদন দিয়েছেন। আর ডেমক্র্যাট উত্তরদাতাদের ৮৬% অনুমোদন এবং ৮% অননুমোদন দিয়েছেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট উত্তরদাতাদের ৫২% অনুমোদন এবং ২৯% অননুমোদন দিয়েছেন। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা মাইল টেয়লর ডেমক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থী যো বাইডেনকে সমর্থন করেছেন বলে জানিয়েছেন সিএনএন-এর জেকে টেপার। অবশ্য শনি এবং রাহুগ্রস্ত যো বাইডেন ও হারিসকে তাড়া করছে। ৩ কোটি আফ্রিকান-আমেরিকান কামালাকে সমর্থন করলেও ১ কোটি ১০ লাখ ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ভোটার হারিসকে পছন্দ করছেন না বলে জানা গেছে। ২২ আগস্ট প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, ৩৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী ভোটারদের ৫৬% ট্রাম্পকে এবং ৪০% যো বাইডেনকে সমর্থন করেন। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটারদের ৪৬% যো বাইডেনকে এবং ৪৫% ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। আরও জানা যায় যে ১৫ টি ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেটে ৪৯% যো বাইডেনের প্রতি এবং ৪৮% ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আর জাতীয় পর্যায়ের রেজিস্টারড ভোটারদের ৫০% যো বাইডেনের প্রতি এবং ৪৬% ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আবার অনেকের বিশ্বাস, ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ সংশিষ্ট এফবিআইর কাউন্টারইন্টেলিজেন্স রাশিয়া মেডলিংই এবারের নির্বাচনের স্মোকিং গান (প্রজ্বলিত) অগ্নিকুন্ড। হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন যে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তার তৎকালীন ভাইসপ্রেসিডেন্ট যো বাইডেন পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। আবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, করোনা সংক্রমণ প্রতিহতের লক্ষে স্কুল ডিস্ট্রিক্টগুলোকে ফেডারেল সরকার সর্বোচ্চ ১২ কোটি ৫০ লাখ মাস্ক দিবে। তাই সব মিলিয়ে নির্বাচন হবে বাঘে-মোষে লড়াই।

'একই অঙ্গে এত রূপ!'

(৫ পাতার পর)

'খারাপ লাগবে'- অহেতুক এটা মনে করেন কি?

এর জবাব ট্রাম্প নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, মাস্ক জিনিসটা মন্দ নয়। তিনি নিজে অবশ্য তা পরছেন না। তবে সেটা পরিধান করলে তাকে মন্দ লাগবে না। 'বরং দেখাবে, আমেরিকার Wild West-এর থ্রিলার সিনেমার একজন নায়কের মতো।' ট্রাম্প স্বভাবসুলভ রসিকতার প্রমাণ দিলেন এখানেও।

যা হোক, অবশেষে সম্প্রতি সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন এটা দেখে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত মাস্ক পরেছেন। তাকে কিন্তু মোটেও খারাপ দেখায়নি। একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি মাস্ক পরে নিয়ম মেনেছেন। আশা করা যায়, উনি ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন মাস্ক পরিধানে এবং বন্ধ হবে তার উল্টাপাল্টা ও হাস্যকর কথাবার্তা বলার প্রবণতা। একবার জানা গেল, ট্রাম্পের একজন পরিচারক করোনা পজিটিভ। তিনি সাথে সাথে দাবি করলেন, 'গত কয়েক মাসেও ওর সাথে আমার দেখা হয়নি।' এটা বলে ট্রাম্প আইসোলেশন কিংবা কোয়ারেন্টিন থেকে মুক্ত থাকলেন। অবশ্য হোয়াইট হাউজের একজন গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ করোনায় প্রাণ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন আগে থেকেই করোনা সংক্রমণের বিপদ সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তারা এর সম্ভাব্য মোকাবেলায় একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন। পরে মুনাফাখোর ধনিকতন্ত্রের অপপ্রভাবে এ গবেষণা বন্ধ হয়ে যায়। এমন তথ্যই রয়েছে বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী প্রফেসর নোয়াম চমস্কির সাম্প্রতিক দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে। তার মতে, বর্তমান পরিস্থিতি আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফল।

সময় থাকতে খেয়াল না করে ট্রাম্প প্রশাসন এখন হাজারবার পস্তালেও লাভ নেই। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এর দায় হোয়াইট হাউজের 'হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্টরা' এড়াতে পারেন না। অথচ এত দিন পরে মাস্ক পরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অহঙ্কারের সাথে বলতে দ্বিধা করছেন না, 'আমার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক কেউ নেই।' মনে রাখা উচিত, একজন বিখ্যাত মনীষী বলেছেন, Patriotism is the last resort of the Scoundrels এহেন অপরাজনীতি থেকে যেন দুনিয়ার সব দেশ মুক্তি পায় ও মুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করা না গেলে কুশাসন ও অধিকারহীনতা, তথা গণতন্ত্রের বিকৃতি ও রাজনৈতিক পৌত্তলিকতাই হবে বিপন্ন মানবজাতির নিয়তি।

বাড়ি ইন্সপেকশন না

(শেষের পাতার পর)

থাকেন তবে সে কাজটি কোন একটি বাড়িকে বাজারে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। এ কাজটি যে কোন বাড়ি বিক্রেতার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি সে বাড়ির ক্রেতা হলে আপনার জন্য তা একটি বড় পাওনাও। কারণ বাড়িটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে আপনি একটি ডাইম ব্যয় করা ছাড়াই ইন্সপেকশন রিপোর্ট দেখে বিস্তারিত জেনে নিতে পারছেন। কিন্তু তারপরও বহু বাড়ি ক্রেতা আছেন যে যারা আবার নিজের পয়সা ব্যয় করে বাড়িটি ইন্সপেকশন করিয়ে নেন। এটার কারণ হল, সাধারণ আইন হচ্ছে, এটর্নী নিয়োগের মতোই, যে ইন্সপেক্টর একটি বাড়ি ইন্সপেকশন করেন তিনি শুধু তার এ কাজের জন্য যিনি নিয়োগ দেন তার কাছেই দায়ী। সুতরাং আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তি শুধু বাড়ি বিক্রেতার কাছেই দায়ী হবেন এবং তিনি যদি তার রিপোর্টে বাড়ির কোন ত্রুটি উল্লেখ না করেন তবে বাড়ি ক্রেতা তার জন্য তাকে দায়ী করতে পারবেন না।

রিয়েলটররা জানেন, কোন কিছুতে ভাল ফলাফলের জন্য সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা চাইবে আপনার অফারটি দ্রুত করে ফেলতে এবং সেই সাথে আপনি আপনার পছন্দকৃত বাড়িটি ইন্সপেকশনের জন্য সময় নির্ধারণ করে ফেলুন। এমনকি সেটি এতই দ্রুত সময়ের মধ্যে যে আপনার অফারটিতে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের আগেই। যারা পাকা রিয়েলটর এজেন্ট তাদের সাথে বাড়ি ইন্সপেক্টরদের বেশ ভাল খাতির থাকার কথা। তারা দুই একদিনের মধ্যেই বাড়ি ইন্সপেকশনের সিলিউল নির্ধারণ করে ফেলতে পারেন এবং আপনার অফারের দেওয়া সময়ের মধ্যেই তারা দ্রুত বাড়ি বিক্রেতাকে জানাতে পারেন যে, বিষয়টি ভালভাবে এগুচ্ছে।

বাড়ির মূল্য সংক্রান্ত প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি ক্রেতার আবেগ এবং সেই তার মধ্যে বাড়ি কিনে কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে সে ভীতির সাথেও জড়িত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন বাড়ি ক্রেতার উচিত তার সামনে একটি বড় প্রেক্ষাপট স্থাপন করা। কারণ বাড়ি ক্রয় করা আর দশটি বিষয়ের মত নয়, এটি হতে পারে একজনের জীবনের সবচেয়ে বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত। আপনাকে এই বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করতে হবে, দিনের পর প্রতি সকালে এই বাড়িতে আপনি নতুন একটি দিন শুরু করতে যাচ্ছেন এবং সে সকালটি যেন আপনাকে এই বাড়ি নিয়ে কোন দুঃচিন্তাগ্রস্থ হতে না হয়। এই বিনেয়োগ থেকে আপনি আপনার ও আপনার পরিবার যাতে একটি সমস্যামুক্তভাবে পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন- সে বিষয়টি অবশ্যয় বাড়ি কেনার আগে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। অর্থ বিনোয়োড় করা বা যার সাথে একটি বিশাল অংকের পরিমাণ জড়িত সেটি ফান করার মত কোন বিষয় হতে পারে না। আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার অথবা কোন মর্টগেজ প্রোগ্রাম আপনার জন্য প্রযোজ্য- এবং বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ গ্রহণে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আজই কল করুন। এই নম্বরে-718-507-LOAN.

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

নায়াগ্রা ভ্রমণ

তারিখ :২৫-২৬ আগস্ট ২০২০ (মঙ্গল-বুধ)
বাস ছাড়ার স্থান:
স্টারলিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস,সকাল -৬ টা
জ্যাকসন হাইটস: সকাল -৭টা (সার্প)

থাকা: ফলস সংলগ্ন -হোটেল শেরাটন
প্রতিজন-২২৫ ডলার

আমরা নিয়মিত ট্যুর অপারেট করি

পর্তুগাল-প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন-এন্ডোরা, ফিনল্যান্ড-লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মরক্কো, কায়রো, গ্রীস, ইস্তাম্বুল, জার্মানী, বাহামা-মেক্সিকো, রোম, সিডনী-মেলবোর্ন-ক্যানবেরা, নিউজিল্যান্ড-অকল্যান্ড

■ নিউইয়র্ক থেকে চালু করেছি 'ইসলামিক টুরিজম'। তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, ওমান এবং পালেস্টাইনের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের পর একই সাথে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করি।
■ পিকনিক অথবা ভ্রমনের জন্য বাস ভাড়া দিই।

যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.
* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801, Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

বিশ্বব্যবস্থায় আমেরিকার অবস্থান

(৪ পাতার পর)

থাকার জন্য এ ধরনের কৌশলই অবলম্বন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে জ্ঞানী-গুণী লোকের অভাব নেই। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক সেনানায়কসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং তাদের পরামর্শ চাইতে পারেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহু থিঙ্কট্যাঙ্ক রয়েছে যেগুলোর কাছ থেকে গবেষণালব্ধ তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্র এখন অবধি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। প্রযুক্তি ও নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে এখনও যুক্তরাষ্ট্র এক নম্বর অবস্থানে রয়েছে। এ রাষ্ট্র যেভাবে বিশ্বরাজনীতিতে পেশিশক্তির ব্যবহার করে এবং পরিণতি সম্পর্কেও উদাসীন থাকে, সেই রাষ্ট্র যদি পৃথিবীর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হারায় তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! আজকের বিশ্ব ইউনিপোলার বিশ্ব নয়। এটা এখন মাল্টিপোলার বিশ্ব। এ বাস্তবতাকে আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীর মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

যুক্তরাষ্ট্রে এখনও বর্ণবাদ বেশ প্রবল। তদসত্ত্বেও পুলিশ যখন শিকাগোতে ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গকে বিনা দোষে হত্যা করল তখন প্রায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রচন্ড বিক্ষোভ হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের স্লোগান ছিল 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'। আমেরিকান জাতির কোনো সুনির্দিষ্ট পরিচিতি নেই। আমেরিকানদের মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় অভিবাসনকারী, ল্যাটিনো, আফ্রো-আমেরিকান, আরব, দক্ষিণ এশিয়া এবং চৈনিক ও জাপানী জনগোষ্ঠী। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে খিচুড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়। খিচুড়ি রান্নায় বহু রকম উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রও ঠিক একইভাবে একটি খিচুড়িরূপী রাষ্ট্র। অভিবাসনকারীদের দিয়ে দেশটি গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সংহতিতে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল খিচুড়িতে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর ভালো সংমিশ্রণ হয়নি। বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটেছে। আবার বহু জাতির অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে নানা সময়ে বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত করেছে।

যেসব আমেরিকান ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের একটা বড় অংশ নিরাময়যোগ্য নয়, এমন ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এরা সবাই তরতাজা তরুণ-তরুণী। এরা যতদিন বেঁচে থাকবে দেশ ও জাতিকে ততদিন কোনো সেবা দিতে সক্ষম থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতি তার অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় গঠন ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার রাষ্ট্র কাঠামো সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি হল একটি 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'। যুক্তরাষ্ট্র এই কাঠামোর বাইরে আসতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রে গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা আছে বলে আমাদের অনেকের বিশ্বাস। রাষ্ট্রটি প্রথম যখন গঠিত হচ্ছিল তখন মতপ্রকাশের যত সুযোগ ছিল দিনে দিনে তা সংকুচিত হয়েছে। আমেরিকান গণমাধ্যমকেও মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের স্বার্থের প্রতি অনুগত থাকতে হয়।

নামকরা কোনো প্রকাশনা সংস্থা প্রফেসর নোয়াম চমস্কির লেখা বইগুলো প্রকাশ করতে চায় না। তবে আমেরিকান অধ্যাপকরা নোয়াম চমস্কিকে খুবই মান্য করেন। আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিস্টারে নামকরা একজন অধ্যাপকের ক্লাস করেছিলাম। সে অধ্যাপকের নাম হল পিটার টিমার। তিনি তার লেকচারে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি বাজারব্যবস্থা থেকে উত্থিত একটি সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছাত্র তার এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

ছাত্রটি বলল, সে কয়েকদিন আগে নোয়াম চমস্কির একটি সেমিনারে গিয়েছিল। চমস্কি ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং লাখ লাখ কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতার হত্যাকান্ডে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী যা কিছু করেছে তার পেছনে ছিল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র। আমেরিকান সরকার ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ইন্দোনেশিয়ার আমলা এবং সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণের নামে করেছে মগজধোলাই।

নোয়াম চমস্কি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের, এমআইটির লাগাতার প্রফেসর ছিলেন এবং এখনও তিনি সেখানকার প্রফেসর ইমেরিটাস। প্রফেসর চমস্কির নিজস্ব গবেষণার বিষয় হল ভাষাতত্ত্ব। ভাষাতত্ত্বে তার মৌলিক অবদান আছে। তবে তিনি রাষ্ট্র, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রফেসর পিটার টিমার যে ছাত্রটি আপত্তি জানিয়েছিল তাকে এবং সমগ্র ক্লাসটিকে বললেন, তিনি সেমিস্টারের শেষে সাম্রাজ্যবাদের ওপর একটি একক লেকচার দেবেন। এর মাধ্যমে তিনি তার মূল বক্তব্যের পক্ষে বিশ্লেষণ ও তথ্য হাজির করবেন। চমস্কির সঙ্গে একমত পোষণ না করলেও চমস্কির বক্তব্যের যে ওজন সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্বৎসমাজে তেমন কোনো মতপার্থক্য নেই। চমস্কি বরাবরই আমেরিকান নীতির সমালোচনা করেছেন এবং করছেন।

দু-একজন সাংবাদিক চমস্কিকে প্রশ্ন করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতির একজন কঠোর সমালোচক, অথচ আপনি এ দেশেই বসবাস করেন। এটা কি দ্বিচারিতা নয়? জবাবে চমস্কি বলেছিলেন, আমি আমার মতপ্রকাশ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হই না। সে কারণেই আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াকে পছন্দ করি। মতপ্রকাশের এমন স্বাধীনতা বাংলাদেশে কতটুকু আছে?

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেবর, ফরেন ও ইমিগ্রেশন ম্যাটারস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনি অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং সিটিইয়ার্সের বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.usa@gmail.com

STAR Photography

পছন্দের মেয়র ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (BD) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আরজিনা চৌধুরী (সুমনা) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. বন্দিতা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকি।
▼ খুব ভাইন পেমেন্টেই আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন।

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

ASTORIA PHARMACY
Ph: 718-278-3772

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
Ph: 718-779-1444

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
Ph: 718-392-8049

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ফাওসার রশীদ

Tel: 718-457-6335, 718-457-7500

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes
*Trade disputes and investments involving Bangladesh legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৯৩৪-৯২৬৯

23-52 31st Street, Astoria, NY 11105

জামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



ডাঃ মাহফুজুল হাসান বি.ডি.এস

DR. MAHFUJUL HASAN B.D.S.

জামাইকা অফিস
168-05 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
48-40, Greenpoint Ave,
Sunnyside, NY 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
83-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



718-475-5686

7 DAYS OPEN

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks.
- Pay suisa, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA In Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10:00am - 8pm

Tax Preparation

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

আমাদের কমলগঞ্জ

‘এছুয়ে দিল খলইয়ে দিলনা!

বশীর উদ্দীন আহমেদ

পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও শুধুমাত্র যোগাযোগ ও অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর অভাবে বাংলাদেশ ও জাতী দীর্ঘ দিন যাবত বঞ্চিত! আমি এবিষয়ে সদাশয় মান্যবর পর্যটন মন্ত্রীর কৃপা দৃষ্টি কামনা করছি। কমলগঞ্জে একটি মিনি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলা কোন রকেট সায়েন্স নয়! যেটুকু জেনেছি পর্যটন মন্ত্রী বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান। তিনি বিমান মন্ত্রীও বটে। শমশের নগর বিমানবন্দর চালু এবং সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর কার্যকরভাবে (বর্তমানে নামেমাত্র আন্তর্জাতিক) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরের এখনই মোক্ষম সময়! এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ রেভিনিউ আয়ের ও সম্ভাবনা রয়েছে। দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় সহজেই হেলি-রাইডের ব্যবস্থা করা যায়। পাশেই শমশের নগর বিমানবন্দর। প্রয়োজন হামহামে একটি হেলি-প্যাড নির্মাণ। যেহেতূ পর্যটন ও বিমান একই মন্ত্রণায়ের অধীনে সেহেতু এ কাজটি একেবারেই অনায়াসে কিম্বা অল্পায়াসে করা যায়। যাকে বলে পানির সহজ বা জলবত তরলং! তেমন কোন অর্থেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু যৎসামান্য মেধা মন-



নশীলতা ও দূর দৃষ্টি। আইকিউ! এবিষয়ে বিগত ৮ আট বছর আগে থেকেই কথা-বার্তা চলছে, তবে কর্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছেনা! স্থানীয় জেলা-উপ-জেলা প্রশাসনেরও কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না! এমতাবস্থায় মাননীয় বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন- এখানে একটি মিনি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে হেলি-রাইড অথবা নিদেন পক্ষে ‘রজ্জু পথ’ (স্কাই লাইন) স্থাপন করত পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধনে অবদান রাখুন। মিল কারখানাই শুধু শিল্প নয়, পর্যটনও একটি ব্যাপক শিল্প! পৃথিবীর বহু দেশে পর্যটনই বৈদেশিক মূদ্রা আয়ের প্রধান উৎস। পর্যটন পিপাষূরা কোমরে গামছা বেধে গদা হাতে জলপ্রপাত দেখতে যাবে এটা অত্যান্ত পীড়াদায়ক! হাস্যকরতো বটেই! এতদঞ্চলের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য বিদেশী পর্যটক আকর্ষনের উপযুক্ত। দরকার শুধু যৎসামান্য দেশপ্রেম ও দূর দৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব।

আশা করা যায় আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে! দেশবাসী আর প্রবাসীদের আশা আকাংখা পূর্ণতা লাভ করবে। সেই প্রত্যাশায় রইলাম!

-আটলান্টা ,জর্জিয়া!













মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য যোগ্যতা)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ
  (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সাইকিক
  (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য যোগ্যতাধীন নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিশিয়ান (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিশিয়ান (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (অনুমোদন শর্ত সাপেক্ষে কিছু প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
হিপোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলেভার্ড (৯ম তলা)
হিপো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বরীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-8558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।



ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকার

(প্রথম পাতার পর)

সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে যেসব তত্ত্ব ও দাবি, তার কয়েকটি খতিয়ে দেখেছে বিবিসি।

যোগ্যতা নিয়ে ভুয়া দাবি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন যে তার জন্ম আমেরিকার বাইরে, তাই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে ওবামা অযোগ্য–ঠিক একই রকম অভিযোগ তুলে ট্রাম্প বলেছেন হ্যারিসও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য নন। ওবামাকে নিয়ে তার ওই বক্তব্য আমেরিকায় 'বার্থার' বা 'ওবামার জন্ম তত্ত্ব' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সেই দাবি পরে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

হ্যারিসের জন্ম আমেরিকায়ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ওকল্যান্ডে। তার বাবা জ্যামাইকান এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভুত। কেউ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে তিনি আমেরিকান নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হন, ফলে প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনে তার কোন বাধা নেই। কিন্তু গত সাত দিনে অনলাইনে 'কমালা হ্যারিস বার্থার' এই শব্দগুলো ব্যবহার করে তার জন্ম নিয়ে কোন রহস্য আছে কি-না, তা খোঁজার হিড়িক পড়ে গেছে। গুগল ট্রেন্ডে অনেকে তার জন্ম স্থান কোথায়, সে নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার এই সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্ম কোথায়, তা নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে অনলাইনে মানুষ খোঁজখবর নিচ্ছে বলে জানাচ্ছে মিডিয়া ম্যাটারস্ ফর আমেরিকা নামে একটি মুক্তমনা মিডিয়া পর্যবেক্ষণ সংস্থা।

তার জন্ম আমেরিকার বাইরে এমন দাবি সোশাল মিডিয়াতে আরও ছড়িয়েছেকিউআনোন্থ নামে ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী একটি গোষ্ঠী। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমের উপরতলায় যেসব শিশু যৌন নিপীড়নকারী রয়েছে, তাদের ব্যাপারে গোপনে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন ট্রাম্প।

মতাদর্শ ও পরিচয় নিয়ে ভুয়া দাবি

দাবি করা হয়েছে হ্যারিস ডানপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর সাথে একাত্মতা দেখাতেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি কখনও কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভুত আমেরিকান হিসাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেননি।

বিবিসি দেখেছে এটা সঠিক নয়– কারণ হ্যারিস তার দ্বৈত বংশ পরিচয় সবসময় খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছেন। তার আত্মজীবনীতে হ্যারিস লিখেছেন, 'আমার মা সবসময় সচেতন ছিলেন যে তিনি দুটি কৃষ্ণাঙ্গ কন্যাকে বড় করছেন।'

তিনি জানতেন, যে দেশকে তিনি এখন তার স্বদেশ বলে বেছে নিয়েছেন, সেই আমেরিকায় তাকে মায়া (তার বোন) আর আমাকে আত্মবিশ্বাসী ও গর্বিত নারী হিসাবে বড় করে তুলতে হবে। তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা লিখেছে, 'হ্যারিস তার ভারতীয় সংস্কৃতিকে বুকে নিয়ে বড় হয়েছেন, কিন্তু নিজেকে একজন আফ্রিকান-আমেরিকান হিসাবে তুলে ধরে তিনি গর্ব বোধ করেন।'

একটি মিমের স্ক্রিন গ্র্যাব যেখানে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বার্তা সংস্থার দুটি খবর পাশাপাশি রেখে দেখানো হয়েছে ২০১৬ এবং ২০২০য়ে সংস্থা তার পরিচয় লিখেছে দুরকম। বিবিসি বলছে এই মিমের কারণে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এই মিমটি ছড়ানো হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে, যেটি হ্যারিসের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

ফেসবুক আর টুইটারে এই মিম কয়েক হাজার বার শেয়ার করা হয়েছে, যেটি তৈরি করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) বার্তা সংস্থার দুটি খবর পাশাপাশি রেখে। একটিতে রয়েছে তাদের ২০১৬র শিরোনাম, যেটিতে বলা হয়েছে মিস হ্যারিস প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত সিনেটর হয়েছেন। দ্বিতীয়টি এপির সাম্প্রতিক শিরোনাম, আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার নাম ঘোষণার পর।

এতে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে মিডিয়া হ্যারিসকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান হিসাবে তুলে ধরতে শুরু করেছে জো বাইডেনের রানিং মেট হিসাবে তার নাম ঘোষণার পর থেকে। অথবা বলার চেষ্টা হয়েছে যে হ্যারিস এ পর্যন্ত নিজের ভারতীয় বংশ পরিচয়ের দিকটাই তুলে ধরেছেন এবং শুধু সেই পরিচয়েই পরিচিত হতে চেয়েছেন। কিন্তু বিবিসি ইতোমধ্যেই হ্যারিসের আত্মজীবনীর যে উদ্ধৃতি দিয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে তিনি তার কৃষ্ণাঙ্গ বংশ পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করেননি।

এছাড়াও ২০১৬ সালে সিনেটে তাঁর নির্বাচনের ওই খবর সংক্রান্ত এপি বার্তা সংস্থার পুরো রিপোর্টে হ্যারিসকে ভারতীয় এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভুত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিস হ্যারিসকে লক্ষ্য করে আবার 'পিৎসাগেট' ষড়যন্ত্র

পরেরটি হল ভুয়া 'পিৎসাগেট ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' নতুন করে ছড়ানো, যেখানে জড়ানো হয়েছে হ্যারিসের নাম। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় কয়েক হাজার লোককে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি পিৎসা রেস্তোরাঁর মাটির নিচের একটি ঘর থেকে হিলারি ক্লিনটন এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির উর্ধ্বতন কিছু সদস্য শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনকারীদের একটি চক্র পরিচালনা করছিলেন এবং তারা এর সাথে জড়িত।

আবার সামনে এসেছে সেই পুরনো অভিযোগ

সোশাল মিডিয়াতে একটি ইমেল শেয়ার করে বলা হচ্ছে যে ওই ইমেলের মাধ্যমে কমালার বোন মায়াকে ক্লিনটনের সম্মানে একটি পিৎসা পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিউআনোন ষড়যন্ত্র গোষ্ঠীর ফেসবুক এবং টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই গুজব ছড়ানো হচ্ছে এবং নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা তাদের একটি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে এই মিথ্যা তথ্য কমালা হ্যারিস মনোনয়ন পাবার একদিন পর ফেসবুকে ছয় লাখের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এই ভুয়া ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু চরম ডানপন্থীরা ওই পিৎসা রেস্তোরাঁর ভুয়া পার্টির সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম জড়িয়ে খবর ছড়ানো অব্যাহত রেখেছে।

আরেকটি মিম যেটাতে দেখা যাচ্ছে বারাক ওবামা জো বাইডেনের কানে কানে কিছু বলছেন। ছবির ওপরে টেক্সটে লেখা হয়েছে 'সোরোস এইমাত্র ফোন করেছিলেন– আপনার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস'। বিবিসি এর সমর্থনে 'কোন তথ্যপ্রমাণ পায়নি'।

হ্যারিসের সাথে জর্জ সোরোসকে জড়ানো

হ্যারিসের মনোনয়ন পাওয়ার সঙ্গে জড়ানো হয়েছে হাঙ্গেরিয়ান বংশোদ্ভুত জনহিতৈষী ধনকুবের জর্জ সোরোসকে– যেটি আরেকটি ভিত্তিহীন তত্ত্ব।

ফেসবুকে একটি মিম কয়েক হাজার বার শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে হ্যারিসকে মনোনয়ন দেবার নির্দেশ দিয়েছেন জর্জ সোরোস। বারাক ওবামা এবং জো বাইডেনের পুরনো একটি ছবির ওপর সে রকমই একটি বার্তা লিখে তা-ই বলার চেষ্টা হয়েছে।

সোরোস ডেমোক্রেটিক পার্টিতে প্রচুর চাঁদা দেন। কিন্তু তাই বলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে, এমন কোন তথ্য প্রমাণ নেই। তার ছেলে হ্যারিসকে টুইটারে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বার্তা পোস্ট করেছেন। তার পোস্টটি ডানপন্থীরা ব্যাপকভাবে শেয়ার করেছেন। কিন্তু তারমানে এই নয় যে হ্যারিসের মনোনয়নের ব্যাপারে সোরোসের কোন হাত আছে।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু আট

(প্রথম পাতার পর)

ব্যক্তির সংখ্যা ২ কোটি সোয়া ৩০ লাখ। সর্বমোট সুস্থ হয়েছেন প্রায় এক কোটি ৪৮ লাখ।

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।দেশটিতে এক লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৪ জন মারা গেছেন। এক লাখ ১৩ হাজার ৩৫৮ জনের প্রাণহানি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। প্রাণহানিতে তৃতীয় স্থানে আছে মেক্সিকো।

সেখানে ৫৯ হাজার ৬১০ হাজার জন মারা গেছেন। চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতে ৫৫ হাজার ৭৯৪ জন মারা গেছেন। এই তালিকার পঞ্চম স্থানে আছে ইউরোপের দেশ বৃটেন। সেখানে ৪১ হাজার ৫০৯ জন মারা যান। প্রাণহানির তালিকায় ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আছে ইউরোপের আরও দুই দেশ ইতালি এবং ফ্রান্স। দেশ দুটিতে যথাক্রমে ৩৫ হাজার ৪৩০ জন ও ৩০ হাজার ৫০৮ জন মারা গেছেন।

'চিরস্থায়ী হবে' করোনাভাইরাস!

(প্রথম পাতার পর)

ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আধানম গাব্রিয়েসাস বলেন, গত শতকে মহামারী আকার ধারণ করা স্প্যানিশ ফ্লু থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দুই বছরের কম সময়ের মধ্যেই তা সম্ভব হতে পারে।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) থেকে আশার বাণী উড়িয়ে শঙ্কার কথা জানাল যুক্তরাজ্য সরকারের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ ফর ইমারজেন্সি (এসএজিই)। তাদের দাবি, প্রাণঘাতী এই ভাইরাস আজীবন মানুষের সঙ্গী হবে! খবর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের।

অতি ছোঁয়াচে এই ভাইরাসের রাহু থেকে বাঁচতে নিয়মিত বিরতিতে ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে বলে এসএজিই'র প্রধান উপদেষ্টা বিজ্ঞানী স্যার মার্ক ওয়ালপোর্ট।

ডব্লিউএইচও'র প্রধানের এমন আশাবাদে পানি ঢালার মতো মন্তব্য করলেন মার্ক ওয়ালপোর্ট। তার মতে, স্প্যানিশ ফ্লু'র সময়কার ১৯১৮ সালের বিশ্ব আর বর্তমান পরিস্থিতি এক নয়। এখন বিশ্বে জনসংখ্যা অনেক, মানুষের বসবাসের ঘনত্ব বেড়েছে, চলাচল-ভ্রমণ বেড়েছে। আর এসবের কারণেই করোনাভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। ফলে চাইলেও প্রাকৃতিক উপায়ে এই ভাইরাস নির্মূল সম্ভব নয়। করোনামুক্ত থাকতে হলে ভ্যাকসিন নির্ভরই হতে হবে।

বিবিসি রেডিও-৪ এর একটি অনুষ্ঠানে মার্ক বলেন, এই মহামারী নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে 'বিশ্বজুড়ে টিকাদান' কর্মসূচি বাস্তবায়নের দরকার। তবে একবার ভ্যাকসিন দিয়েই নিরাপদে থাকা যাবে না বলেও মনে করেন এই বিজ্ঞানী, "করোনাভাইরাস গুটি বসন্তের মতো কোনও রোগ নয় যে ভ্যাকসিনের মাধ্যমেই এটা নির্মূল করা সম্ভব।"

"এটা এমন ভাইরাস যা নির্দিষ্ট কিছু গঠনে বা অন্য কোনও উপায়ে আমাদের সঙ্গে আজীবন থেকে যাবে। তাই প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কিছু সময় পর পর টিকা নিতে হবে। এটা অনেকটা ফ্লুয়ের মতো। জনসাধারণকে নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে আবার ভ্যাকসিন নেওয়া লাগতে পারে।"

ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব মতে, বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লাখ ছাড়িয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ৮ হাজার।

নির্বাচন হবে, তবে ফল জানতে মাস কিংবা বছরও লাগতে পারে :ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

খবরে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই ডাকযোগে ভোট নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভোট-জালিয়াতি হতে পারে বলে ডেমোক্র্যাটদের দিকে আঙুলও তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু তার কোন আপত্তিই ধোপে টেকেনি। এবার তাই এই বেফাঁস মন্তব্য করলেন ট্রাম্প।

শনিবার কাউন্সিল অব ন্যাশনাল পলিসির একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ভোটের ফলাফল জানতে মাস কিংবা বছর খানেক সময়ও লাগতে পারে। এই ব্যালট হারিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই চলে যেতে পারে।'

করোনাভাইরাস মহামারির জন্য এর আগে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করছেন, জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী জো বাইডেনের থেকে পিছিয়ে থাকার কারণেই এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাই তার সেই প্রস্তাব আমলে নেয়নি বিরোধীশিবির।

করোনার কারণে এবার অন্তত ৫ কোটি আমেরিকান নাগরিক ডাকযোগে ব্যালট পেপারে ভোট দেবেন।ট্রাম্পের দাবি, এই ভোট গণনাতেই দীর্ঘ সময় কেটে যাবে। পাশাপাশি এই ভোটে কারচুপি এবং ফল ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে আইনি মামলাও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি দীর্ঘায়িত করবে বলে মনে করছেন কিছু বিশেষজ্ঞ।



শিশুদের মাস্ক পরা নিয়ে বিশ্ব

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্ত হওয়া শিশুদের মৃত্যু হারও অনেক কম। করোনার সংক্রমণ রুখতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর যেসব পন্থা রয়েছে তার মধ্যে মাস্ক পরা অন্যতম। কিন্তু শিশুদের মাস্ক পরানো কিছুটা মুশকিল। তার ওপর শিশুরা করোনায় কম আক্রান্ত হওয়ায় অনেকেই শিশুদের মাস্ক পরার ব্যাপারে উদাসীন।

তবে শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও ইউনিসেফ জানিয়েছে ১২ বছরের বেশি বয়সী ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই বয়স্কদের মতো মাস্ক পরা উচিত। আর যাদের বয়স ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে তাদের পরিস্থিতি ও ঝুঁকি অনুযায়ী মাস্ক পরা উচিত। ৫ কিংবা তার কম বয়সীদের মাস্ক না পরলেও চলবে।

জাতিসংঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং শিশু তহবিল বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা দুটি জানিয়েছে যেসব স্থানে সামাজিক দূরত্ব মানা যায় না সেসব স্থানে ১২ বছরের বেশি বয়সী ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা উচিত। এছাড়া যেখানে গেলে করোনার সংক্রমণ হওয়ার শঙ্কা থাকে কিংবা সংক্রমিত এলাকায় গেলে অবশ্যই তাদের মাস্ক পরা উচিত।

আর ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীদের মাস্ক পরার ক্ষেত্রে বড়দের তদারকি করতে বলা হয়েছে। কারণ, অনেক শিশু মাস্ক পরে অস্বস্তিবোধ করতে পারে। তারপরও ঝুঁকি বিবেচনায় বড়দের তত্ত্বাবধানে শিশুদের মাস্ক পরানো উচিত এবং অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

তবে যাদের বয়স ৫ কিংবা তার কম তাদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে মাস্ক পরার দরকার নেই বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও ও ইউনিসেফ। তবে অবশ্যই সংক্রমণের বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে অভিভাবকদের। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, মেডিকেল এক্সপ্রেস

ইসরায়েলি পত্রিকায় আমিরাতের রাষ্ট্রদূত যা

(প্রথম পাতার পর)

অনুচ্ছেদে আল ওতাইবা বলেছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তিটি ফিলিস্তিনে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ৫০ বছর ধরে যেমন চলে আসছে আমরা তা সমর্থন না করে সরাসরি মুখোমুখি হব। ইসরায়েলের নেতারা বলছেন জোটবদ্ধকরণ ও সাধারণীকরণের কথা বলছেন, যা পুরোপুরি বিপরীত। নিবন্ধটিতে লেখা হয়েছে, আমরা আগামী অক্টোবরে দুবাইয়ের ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে ইসরায়েলিদের স্বাগত জানানোর প্রত্যাশায় রয়েছি।

উল্লেখ্য, এর আগে গেল জুনে আরেকটি অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথম উপসাগরীয় দেশ এবং তৃতীয় আরব দেশ, যা মিসর ও জর্ডানের পরে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো এই চুক্তির নিন্দা করছে।

জো বাইডেন ঃ এবারের দৌড় হোয়াইট হাউসের জন্য

(প্রথম পাতার পর)

মুষড়ে পড়েছিলেন। ২০২০-র প্রেসিডেন্ট পদে তার প্রার্থী হবার সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা তা নিয়ে বড় রকম সংশয় দেখা দিয়েছিল। এক কথায়, ফেব্রুয়ারীতেও তিনি ছিলেন হোয়াইট হাউসের দৌড়ে একজন পরাজিত ব্যক্তি।

দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে হোয়াইট হাউসে যাবার যে স্বপ্ন জো বাইডেন বহুদিন থেকে লালন করে আসছেন, তা পূরণ হবার জন্য এটাই ছিল সম্ভবত তার শেষ চেষ্টা।

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দলের পূর্ব-বাছাই প্রক্রিয়া– যাকে বলা হয় প্রাইমারি নির্বাচন– তার শুরুর পর্যায়ে প্রচারণার সময় মি.বাইডেনকে এবার দেখা গেছে আবেগপূর্ণ কথাবার্তা বলতে। তিনি প্রায় পাঁচ বছর আগে তার ছেলের মৃত্যুর কথা বলেছেন, বলেছেন তার ছেলেবেলার কথা, অভাব অনটনের পরিবারে তার বেড়ে ওঠার কথা। তবে জনগণকে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন: 'সবসময়ই আশা আছে।' এটাই তার বিশ্বাস।

বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাইমারিতে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। তবে তার ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচয় উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রচারণা সভায় তার আবেগপূর্ণ আবেদন থেকে। তার মনমানসিকতা, তার রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রে মানসিক আঘাতের জায়গাগুলো এবং যেসব রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে তার একটা ছবি পরিষ্কার হয়েছে এসব প্রচারণায়।

'আমি ভাগ্য মানি–ভাগ্যের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস,' মি. বাইডেন ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন ন্যাশানাল জার্নাল নামে সরকারের একটি উপদেষ্টা সংস্থাকে। 'আমার ব্যক্তিগত জীবন কখনই আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেনি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আমি যেটা চেয়েছি, সেটা কীভাবে যেন হয়ে গেছে- একটা অদৃশ্য হাত সেটা ঘটিয়ে দিয়েছে।'

লড়াকু

ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনদের অকালমৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছে মি. বাইডেনের জীবনে একাধিকবার। রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা অর্জনে উপরে ওঠার সিঁড়ি যখন তিনি তৈরি করেছেন, সেগুলো ভেঙে পড়েছে। আবার তাকে নতুন করে সেগুলো গড়তে হয়েছে। বাকপটু হবার জন্য তাকে অনেক খাটতে হয়েছে। কারণ উল্টোপাল্টা ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহারের যে প্রবণতা একসময় তার ছিল, তার জন্য তাকে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে।

জো বাইডেন প্রায়ই একটা কথা বলেন, "বাবার একটা কথা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা–কে তোমাকে কতবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, সেটা বড় কথা নয়, কত দ্রুত তুমি উঠে দাঁড়াতে পারলে, মানুষ হিসাবে সেটাই হবে তোমার সাফল্যের পরিচয়।চ

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াইয়ে হেরে গিয়েও লড়ে গেছেন মি. বাইডেন। প্রতিটা পরাজয়ের পর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। সিনেটার বব কেরি, ১৯৯০এর দশকে কংগ্রেসে মি. বাইডেনের সহকর্মী বলেছেন, "জো কখনও হাল ছাড়ে না। দরকার না হলেও তার কাজ সে করেই যায়।চ

অনেকের মতে মি. বাইডেন অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে টিকে থাকা একজন ব্যক্তি।

ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি

ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭২–মি. বাইডেন ছিলেন ওয়াশিংটনে। টেলিফোন বাজল, তার ভাই জিমি বাইডেন ডেলাওয়ার থেকে ফোন করেছেন। বোন ভ্যালেরির সাথে কথা বলতে চাইলেন। বোন বললেন, "একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই।চ

সেদিনই আরও পরের দিকে মি. বাইডেন জেনেছিলেন ওই দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী নেইলিয়া এবং শিশুসন্তান নেওমি মারা গেছেন। তার স্ত্রী গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একটা লরি গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়িতে থাকা তার দুই ছেলে বোও আর হান্টারও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

তারা ক্রিসমাস উৎসবের জন্য ক্রিসমাস ট্রি কিনতে গিয়েছিলেন। মি. বাইডেন তখন সবে সেনেটার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তার কংগ্রেস অফিসের কর্মী নিয়োগের জন্য সেদিন ইন্টারভিউ নিতে ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়াও পরিবারের থাকার জন্য একটা বাসা কেনার বিষয়টি সেদিন তিনি চূড়ান্ত করতে গিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় তিনি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।

'আমি কথা বলতে পারতাম না, বুকের ভেতরে একটা বিশাল শূণ্যতা অনুভব করতাম, মনে হতো একটা কালো গহ্বর আমাকে ভেতরে টেনে নিচ্ছে,' তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন মি. বাইডেন। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন, ঠিক করেছিলেন যাজক হবেন, দুই ছেলেকে মানুষ করবেন। তিনি লিখেছেন, যেসব এলাকায় খুব গুণ্ডামি হতো, সেসব এলাকায় তিনি সন্ধ্যেবেলা ঘুরে বেড়াতেন। মারপিট করতে তার ইচ্ছা হতো।

'আমার ভেতরে একটা বিরাট ক্রোধ তৈরি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, ঈশ্বর আমার সাথে একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন। আমার রাগ হতো।'

কৈশোর ও যৌবন

জো বাইডেনের বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। মি. বাইডেনের জন্মের আগে তিনি ব্যবসায় সাফল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু জো-র জন্মের পর তার ব্যবসা পড়ে যায়। জো বাইডেনের কৈশোর কেটেছে পারিবারিক অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে।

পেনসিলভেনিয়ায় খুবই সাদামাটা এক বাসায় যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন তিনি। তার পরিবার ছিল খুব ধার্মিক। ক্যাথলিক মূল্যবোধ ও তার ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল পারিবারিক ধর্মচর্চার সুবাদে।

ছেলেবেলায় তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তোতলামি কাটিয়ে ওঠা। স্কুলের উঁচু ক্লাস পর্যন্ত এই সমস্যা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পড়তে গিয়ে তার তোতলামির জন্য সহপাঠীরা তো বটেই, এমনকী শিক্ষকরাও তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করতেন।

'এখনও আমার মনে আছে সেই যন্ত্রণার কথা, লজ্জা রাগ আর অপমানের দিনগুলোর কথা,' মি. বাইডেন লিখেছেন তার স্মৃতিকথায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে কবিতা আবৃত্তি ও সংযতভাবে কথা বলা আয়ত্ত করতে করতে, হাই স্কুল পার হবার পর তোতলামো কাটিয়ে ওঠেন তিনি। হাই স্কুল শেষ করে তিনি পড়তে যান ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখান থেকে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে।

রাজনৈতিক উত্থান

কলেজেই পরিচয় হয়েছিল নেইলিয়া হান্টারের সাথে। লেখাপড়া শেষে ফিরে যান ডেলাওয়ারের উইলমিংটন শহরে। বিয়ে করেন নেইলিয়াকে। উইলমিংটনেই শুরু হয় তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। একটি বড় আইনী (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

এই হর্ষবর্ধন আর সেই হর্ষবর্ধন পার্থক্য শুধু শ্রিংলায়!

গোলাম মাওলা রনি

মহারাজা হর্ষবর্ধন নামটি ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয়। ৬০৬ থেকে ৬৫৭ সাল পর্যন্ত মোট ৪১ বছরের শাসনামলে তিনি সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশজুড়ে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল সুখসম্পদে পরিপূর্ণ। তার রাজ্যে শান্তি ছিল, শৃঙ্খলা ছিল এবং ন্যায়বিচার ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, দেশী-বিদেশী পন্ডিতদের পদচারণা এবং সর্বোপরি সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ভারতের হাজার হাজার বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এক কিংবদন্তির অধ্যায় হয়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা তার রাজত্বকালের হাজারো শুভ কর্মের জন্য নয়। মূলত দুটো উল্লেখযোগ্য কারণে তিনি ভরতীয় জনগণের মন-মানসে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন যার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয়রা হর্ষবর্ধনের নামে তাদের নবজাতকদের নামকরণ করে চলেছেন।

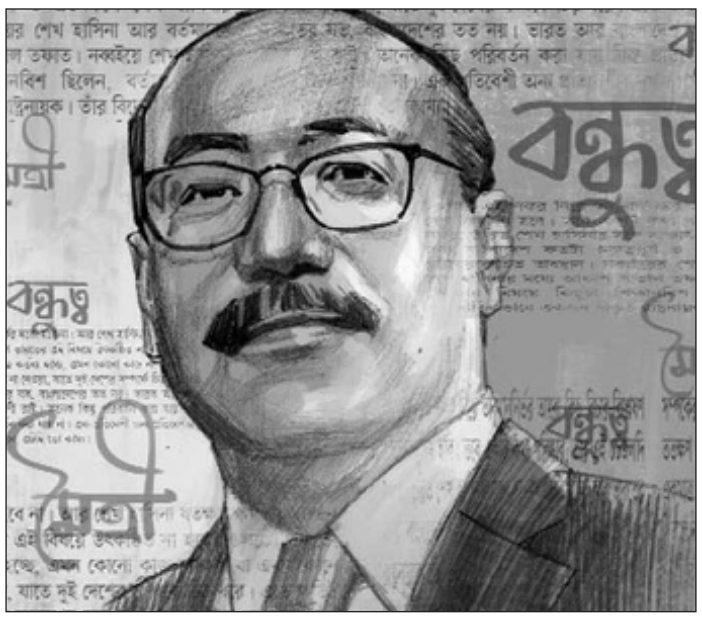
চলমান করোনা সঙ্কট, বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপড়েন এবং বাংলাদেশ-চীনের সাম্প্রতিক কৌশলগত বন্ধুত্বের মধুমাসে আমার হঠাৎ করেই ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজা হর্ষবর্ধনের কথা মনে এলো মূলত ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার কারণে। জনাব শ্রিংলা হঠাৎ করে ঝড়ের গতিতে অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো কোনো আগাম সঙ্কেত না দিয়ে দু'দিনের ঝটিকা সফরে বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। তিনি নজিরবিহীনভাবে হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশ সফরে এলেন এবং তার সফরের সামনের এবং পেছনের সম্ভাব্য সঙ্কেতগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমি ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজা হর্ষবর্ধনের জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য দুটো কারণ সম্পর্কে বলব। তারপর বলব, কেন আমার মনে হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাম্প্রতিক ঝটিকা সফরের প্রেক্ষাপটে মহারাজা হর্ষবর্ধনের কথা মনে পড়ল।

ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন, হর্ষবর্ধনের বড় ভাই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন বাংলার কিংবদন্তি শাসক শশাংক। মহামতি শশাংক অবশ্য এর আগে যুদ্ধ করে হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীর স্বামী এবং কনৌজ্যের রাজা গৃহবর্মণের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গৃহবর্মণ নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী শশাংক কর্তৃক গ্রেফতার হন। শশাংক তার যুদ্ধকালীন মিত্র মালবের রাজার কাছে রাজকুমারী রাজ্যশ্রীকে হস্তান্তর করে বাংলায় ফিরে আসেন। রাজ্যশ্রীর বড় ভাই ১০ হাজার শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মালবের রাজাকে পরাজিত করে প্রিয় বোনকে উদ্ধার করেন। উল্লেখিত খবর বাংলার সম্রাট শশাংকের কাছে পৌঁছলে তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন এবং রাজ্যবর্ধনের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধ ও কূটনীতির জটিল কৌশলে ফেলে শশাংক উত্তর ভারতের শক্তিশালী মহারাজা রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধক্ষেত্রেই হত্যা করেন।

উল্লিখিত ঘটনার পর রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন ক্ষমতায় বসেন এবং বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু শশাংকের জীবৎকালে তিনি সুবিধা করতে পারেননি। হর্ষবর্ধন ক্ষমতায় আরোহণ করেন ৬০৬ সালে। অন্য দিকে, শশাংক মারা যান ৬৩৬ সালে। সুতরাং ৬০৬ থেকে ৬৩৬ সাল অবধি সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে হর্ষবর্ধন অব্যাহতভাবে বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে থাকেন এবং বারবার পরাজিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। ফলে শশাংকের মৃত্যুর পর তার দুর্বল উত্তরাধিকারীরা যখন আত্মকলহে ব্যস্ত ছিল তখন হর্ষবর্ধন বাংলা আক্রমণ করে সব কিছু তছনছ করে দেন। সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরে হর্ষবর্ধন যে জেদ, প্রত্যয় এবং প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে বৃহত্তর বাংলায় ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা অন্য কোনো উত্তর ভারতীয় সম্রাট পারেননি। এ কারণে ভারতবাসীর কাছে হর্ষবর্ধন নামটি এত জনপ্রিয়।

রাজা হর্ষবর্ধনের জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ হলো, তার মৃত্যুর পর যে দুর্ভোগ দুর্দশা ও অপমান ভারতের ভাগ্যে ঘটেছিল তাও দ্বিতীয়বার ঘটেনি ভারতের ইতিহাসে। আলোচ্য দুর্ঘটনার কারণে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে। অসংখ্য ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়, যারা পরবর্তী সময়ে কয়েক যুগ ধরে আত্মকলহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও মারামারি, কাটাকাটি করে ভারতের সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে জনগণ মহারাজা হর্ষবর্ধনের মতো একজন শক্তিশালী, জেদি-প্রতিশোধপরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে থাকেন।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমি প্রথমে হর্ষবর্ধন পরবর্তী দুর্ঘটনাটির কাহিনী বলব এবং পরবর্তীতে আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা করে নিবন্ধের ইতি টানব।



হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় যশবর্ধন নামক জনৈক বাঁদীপুত্র কনৌজের সিংহাসনে বসেন ৬৪৭ সালে। ক্ষমতা লাভ করার পর তিনি অতিমাত্রায় দাম্ভিক, অত্যাচারী এবং বিবেকহীন অমানুষে পরিণত হন। হর্ষবর্ধন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন চীনের সাথে ভারতের চমৎকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত চীনা পর্যটক সু-নজাং ভারতবর্ষ সফর করেন এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের ভূয়সী প্রশংসা করে বই লেখেন। তিনি চীনে ফিরে গিয়ে সেখানকার সম্রাট তাইঝুংয়ের কাছে হর্ষবর্ধন সম্পর্কে এমন সব ভালো ভালো কথা বলেন, যা শুনে চীনা সম্রাট মহারাজা হর্ষবর্ধনের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সম্রাট তাইঝুং তাং বংশীয় শাসক ছিলেন, যারা প্রায় ৩০০ বছর ধরে অত্যন্ত প্রতাপ, সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে বৃহত্তর চীন শাসন করেছিলেন। পর্যটকের কথায় মুগ্ধ হয়ে চৈনিক সম্রাট তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং অত্যন্ত সফল কূটনীতিবিদ যার নাম ছিল ওয়াং সুয়ানস, তাকে রাষ্ট্রদূতরূপে হর্ষবর্ধনের রাজদরবারে পাঠান। চীনা রাষ্ট্রদূত যখন হর্ষবর্ধনের রাজধানীতে পৌঁছালেন তখন ভারত সম্রাট আর দুনিয়াতে নেই। বাঁদীপুত্র যশবর্ধন তখন সিংহাসনে। রাষ্ট্রদূত যখন সম্রাট যশবর্ধনের সাথে ৩০ জন সঙ্গীসাথীসহ দেখা করতে গেলেন, তখন সম্রাটের নির্দেশে প্রহরীরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা সবাই নিহত হলেও রাষ্ট্রদূত ওয়াং সুয়ানস অত্যন্ত দক্ষতা ও কৌশল খাটিয়ে রাজদরবার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ওয়াং সুয়ানস চীনা সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ জেনারেল ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি যদি তাং রাজদরবারে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা বলেন তবে সেখানে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। তিনি তার সম্রাট ও রাষ্ট্রকে বিব্রত না করে আপন চেষ্টায় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রত্যয় নিয়ে চীন দেশে না গিয়ে তিব্বতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাত হাজার পাহাড়ি দুর্ধর্ষ নেপালি যোদ্ধাকে সংগঠিত করে ফেললেন। ৬৪৮ সালের ১৬ জুন ওয়াং সুয়ানস সাত হাজার নেপালী যোদ্ধা এবং এক হাজার ২০০ তিব্বতি যোদ্ধা নিয়ে সম্রাট যশবর্ধনের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে পরাজিত এবং বন্দী করেন। এরপর পরাজিত ভারত সম্রাটকে শিকলবন্দী করে চীনে নিয়ে তাং সম্রাট তাইঝুংয়ের দরবারে তাকে হস্তান্তর করেন। এই ঘটনা তৎকালীন চেনাজানা দুনিয়ায় নিদারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ভারতের সর্বত্র হাহাকার লজ্জা ও অপমানের বীভৎস এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে জনগণ বারবার মহারাজা হর্ষবর্ধনের কীর্তিগাথা স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছিল।

বর্তমান বাস্তবতায় চীন-ভারত সম্পর্ক, নেপাল কর্তৃক বারবার ভারতকে অপদস্থ করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভারতের সীমাহীন দাপট কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করতেন তারা ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাম্প্রতিক ঝটিকা সফরের মাধ্যমে অনেক কিছু টের পেয়েছেন। অন্য দিকে, শ্রিংলার পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ– তারও আগে রাষ্ট্রদূতরূপে বাংলাদেশে তার কার্যকাল এবং বর্তমানে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তার বহুমুখী তৎপরতার কারণে আমার কেন যে বারবার মহারাজা হর্ষবর্ধনের নাম মনে পড়ছে তা হয়তো সম্মানিত পাঠক ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছেন।

সম্মানিত ভারত সচিব বিশেষ বিমানে করে বাংলাদেশে এসেছেন এবং তিনি যেখানে তার বিমান অবতরণ করিয়েছেন এবং যেভাবে বিমান থেকে সোজা আমাদের রাজধানীতে ঢুকে পড়েছেন তা নজিরবিহীন। স্বাধীনতার আগে বা পরে কোনো বিদেশী মেহমান হর্ষবর্ধন শ্রিংলার মতো নজির স্থাপন করে আমাদের রাজধানীতে আসেননি। তারপর তিনি যেভাবে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী, সরকারি হর্তাকর্তাদের সাথে বৈঠক করলেন এবং হোটেলে বসে ভারতদরদি এ দেশীয় বন্ধুবান্ধবদের সাথে একের পর এক বৈঠক করলেন যার কিঞ্চিৎ দৃশ্য অথবা খবর অবগত হওয়ার পর মনের মধ্যে যেসব কথা উদয় হচ্ছে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও মন থেকে জিহ্বা বা ঠোঁটের ওপর এনে উচ্চারণ করার অবস্থা আমার নেই।

আমি জানি না, আমাদের পররাষ্ট্র সচিব ভারতে গিয়ে কী ধরনের প্রটোকল পান অথবা বন্ধু রাষ্ট্রে গিয়ে কী ধরনের কর্মকা- করার এখতিয়ার রাখেন। তিনি যদি বিশেষ বিমানে করে দিল্লি গিয়ে সোজা সেখানকার বিমানবাহিনীর বেইজ স্টেশনে বিমানখানাকে দাঁড় করাতে পারেন এবং দিল্লির কাস্টম ইমিগ্রেশন এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের তোয়াক্কা না করে সোজা হোটেলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটু ক্রিম মেখে তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন তবে আমি বাংলাদেশী হিসেবে ভারতের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়ে অবশ্যই আশাবাদী হবো। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তার ইচ্ছেমতো ভারতের যেকোনো মন্ত্রী তাদের বিদেশ মন্ত্রকের হর্তাকর্তা এবং সুশীল-কুশীলদের মধ্যে গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিরাজমান বাংলাদেশ বন্ধুদের সাথে বৈঠক শেষে যদি বাংলাদেশে ফিরতে পারেন তবে তাকে নিয়ে আমরা অবশ্যই গর্ব করতে পারব।

হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ঝটিকা সফর নিয়ে সরকারিভাবে ভারত বা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য হিন্দু যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা থেকে আমরা জানলাম যে, শ্রিংলার বর্তমান সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমুখী তাৎপর্য বহন করছে। বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন যাবৎ তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিস্তার বাংলাদেশ অংশে বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনা অর্থ এবং প্রযুক্তিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চলতি বছরের শেষে এই বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু হলে ভারতের বারোটা বাজবে। প্রতি বছর বর্ষায় ভারত তিস্তায় পাবিত হবে এবং অতীতের মতো বন্যার পানি দিয়ে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দিতে পারবে না। অন্য দিকে, বর্ষা মৌসুমের পানি সংরক্ষণ করে শীতকালের পানির চাহিদা যেভাবে মেটানো হবে তা তিস্তা চুক্তির মাধ্যমেও সম্ভব ছিল না। ফলে উল্লিখিত বাঁধ নির্মাণের খবরে দিল্লিতে রীতিমতো গরম বাতাসের ঘূর্ণিঝড় বইছে।

বাংলাদেশ যদি তিস্তা বাঁধ নির্মাণ করতে পারে এবং পরবর্তীতে অনুরূপভাবে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণ করে তবে ফারাক্কা দিয়ে, তিস্তা দিয়ে আমাদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তা সুদে আসলে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। অন্য দিকে, করোনা সঙ্কটের সময় করোনাসংক্রান্ত যে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়েছে সেই ব্যবসা কবজা করার জন্যও ভারত রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছে। করোনা নির্মূলে চীন যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে তা বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের সব ব্যবস্থা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। অন্য দিকে, অক্সফোর্ড যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে তা পাক-ভারতে বিক্রি করার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স পেয়েছে। সুতরাং সেই ভ্যাকসিন বাংলাদেশে ঢোকানোর জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসবের বাইরে যেসব গুপ্ত সামরিক ও বেসামরিক বিষয় রয়েছে– যেসব অতীত গোপন ও প্রকাশ্য কূটনৈতিক ব্যবসায়িক ব্যাপার রয়েছে এবং রাজনীতির ম্যারপ্যাঁচ রয়েছে সেগুলোর হালনাগদ হালখাতার দেনা-পাওনার ভাউচার নিয়ে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যদি ঝটিকা সফরে এসে থাকেন তবে দিল্লিতে প্রবহমান লু-হাওয়ার তাপ যে ঢাকার বাতাসকে উত্তপ্ত করবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। হ

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

সাদার ভিড়ে কমলা

অমিত আহুজা

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ভারতীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আফ্রো-আমেরিকান ও ভারতীয় আমেরিকানদের বড় অংশ ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন দিয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে মোট তিনজন নারী দেশটির প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তাদের কেউই বিজয়ী হতে পারেননি। এর পরও আসন্ন নির্বাচনে জো বাইডেন কমলা হ্যারিসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেওয়ায় অনেকেই এ নির্বাচনকে আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন বলছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে পরিচয়ভিত্তিক ফল্টলাইন প্রায়শ রাজনীতিকে সংগঠিত করে। আমরা জানি, একটি রাজনৈতিক দলের জন্য শুধু ভোটারদের সমর্থনই যথেষ্ট নয়, এটি ভোটের সংখ্যা নির্ধারণ করে মাত্র। কমলা হ্যারিসের মনোনয়নে কৃষ্ণাঙ্গ ও নারীদের অধিক সমর্থন লাভে সক্ষম হবে ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই দুটি পক্ষ ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার (বিএলএম) ও নারীদের আন্দোলন থেকে নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটদানে উৎসাহ পাচ্ছে। জ্যামাইকান বাবা ও ভারতীয় মায়ের সন্তান কমলা হ্যারিস পড়াশোনা করেছেন ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে অশ্বেতাঙ্গ ভোটাররা মোট ভোটারের ১২ শতাংশ। কিন্তু এই ১২ শতাংশই ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাপ্ত ভোটের ২৫ শতাংশ পূর্ণ করে। এই অংশটিকে ডেমোক্রেটিক পার্টি তার বিজয়ের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু তেমনটি হয় না। রিপাবলিকানরা কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থন লাভের প্রতিযোগিতা করে না। ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গেই আটকে থাকে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ৯০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে পুলিশের নৃশংসতা ও করোনা দুর্যোগে বিধ্বস্ত আফ্রো-আমেরিকান ভোটাররা অনেক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারা মর্যাদার জন্য লড়াই করে ক্লান্ত। জর্জ ফ্লয়েডের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। পেনসিলভানিয়া, উইনকনসিন, মিশিগান ও ফ্লোরিডার মতো রাজ্যে জয়লাভের জন্য কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই চারটি রাজ্যেই বিজয়ী হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাইডেন এবং তার দল এ বিষয়গুলো ভালোভাবেই জানেন। তারা আশা



করছেন, এ পরিস্থিতিতে হ্যারিসের মতো একজন শক্তিশালী ও ক্যারিশম্যাটিক অশ্বেতাঙ্গ প্রার্থীর উপস্থিতি কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের সমর্থন লাভে সহায়তা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জন ভোটারের মধ্যে সাতজনই শ্বেতাঙ্গ। হ্যারিসের মনোনয়ন যুক্তরাষ্ট্রে পুরোনো ভীতি জাগ্রত করেছে যে, ডেমোক্রেটিক পার্টি কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থন লাভের জন্য শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে পারে। হ্যারিসের জীবনীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, তার নামের সঙ্গে অভিবাসীসহ একাধিক পরিচয় জড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন, যেখানে মাত্র ৫ দশমিক ৮ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি শ্বেতাঙ্গ ও হিসপ্যানিক গোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দক্ষতা জাতীয় পর্যায়ে তাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সহায়তা করেছে।

বর্ণবাদ বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য যখন ভোটারদের পছন্দ নির্ধারণ করে, তখন একই লিঙ্গ ভোটারের আচরণ পরিবর্তনে তেমন ভূমিকা রাখে না। ২০১৬ সালের নির্বাচনে আমরা দেখেছি, শ্বেতাঙ্গ নারীদের ৪৭ শতাংশ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবং ৪৫ শতাংশ হিলারি ক্লিনটনকে ভোট দিয়েছিল। হ্যারিস স্মার্ট ও যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিয়েই মনোনয়ন পেয়েছেন। এর পরও যুক্তরাষ্ট্রে নারী প্রার্থীদের নিয়ে মিডিয়া ও ভোটারদের কাছে কারণে/অকারণে যে ধরনের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তা থেকে তিনি নিরাপদ থাকবেন না। বাইডেন ও ডেমোক্রেটিক পার্টি এমন এক সময় নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন যখন বর্ণবাদবিরোধী নারী ও পুরুষরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। বাইডেন ইতোমধ্যে সম্ভাব্য নারীদের ভোটপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের চেয়ে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন। তিনি আশা করছেন, কমলাকে মনোনীত করার পর এই সমর্থন আরও সুদৃঢ় হবে।

লেখক: শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, হিন্দুস্তান টাইমস থেকে সংক্ষেপিত। ভাষান্তর সুদীপ্ত সাই-ফুল





আজিজুর রহমানের মৃত্যুত সাইফুর রহমান পরিষদের শোক

নিউইয়র্ক: মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন হুইপ, গণ পরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ, বীর মুক্তিযুদ্ধা আজিজুর রহমান-এর মৃত্যুতে এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতিতে সভাপতি লায়েকুল হাসান তরফদার ও সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকন বলেন, আজিজুর রহমান দীর্ঘ দিন যাবৎ দল মতের উর্ধে উঠে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন । তাঁর মৃত্যুতে মৌলভীবাজার তথা সিলেট বিভাগে নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা কখনো পূরণ হবার নয়। আমরা এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি সমবেদনা।

থিয়েটার গমনকারীদের জন্য সুখবর

বাংলা পত্রিকা ঠিকানা ডেস্ক: শত ব্যস্ততার মাঝেও চিত্তবিনোদনের জন্য অনেকেই থিয়েটারে যেতেন। কিন্তু করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে দীর্ঘকাল থিয়েটার বন্ধ থাকায় অনেকেই রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছেন। তাদের অস্বস্তি দূর করার জন্য ওয়ালমার্টের যুক্তরাষ্ট্রস্থ ১৬০ স্টোর পার্কিং লটকে ড্রাইভ-ইন- মুভিং থিয়েটারে পরিণত করা হয়েছে। আগামী ২১ অক্টোবর পর্যন্ড় এ সকল ড্রাইভ-ইন-মুভি থিয়েটারে ওয়ানঔম্যান, ব্যাক প্যান্থার, স্পাই কিডস, ই,টি দ্য এক্সট্রাটেরেস ট্রায়াল এবং দ্য উইজার্ড অব ওজসহ দর্শক নন্দিত মুভিগুলো দেখা যাবে। মুভি দেখার জন্য আগেভাগে যোগাযোগ করার দরকার হবেনা। তবে সোস্যাল ডিস্ট্যান্স গাইডলাইন্স মেনে নিয়ে গাড়ি পার্ক করতে হবে।

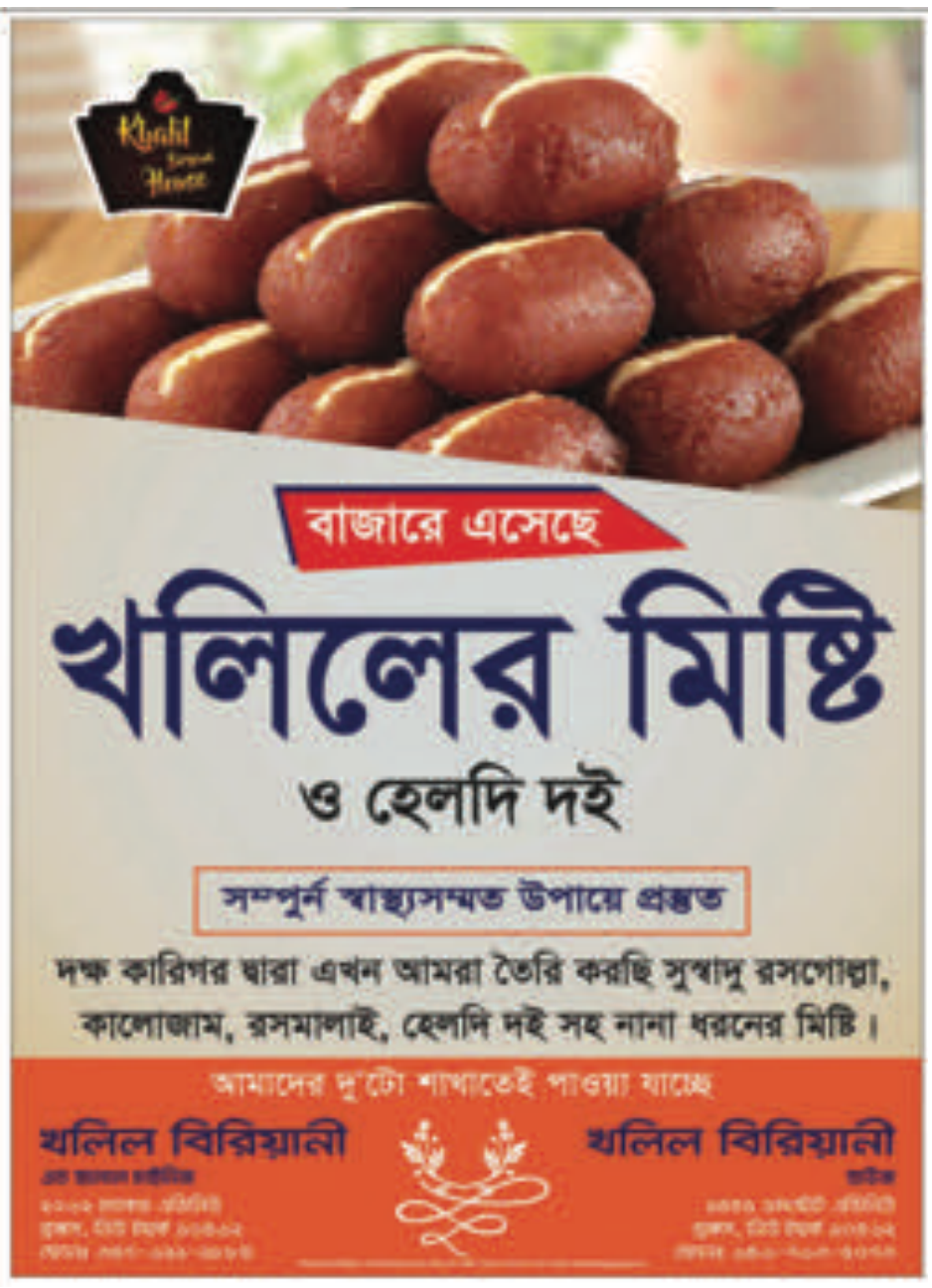


ম্যানহাটান ডাউনটাউন বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ



নিউইয়র্ক: ম্যানহাটান ডাউনটাউন বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে বিভিন্ন কমিউনিটির ২০০ পরিবারকে সপ্তমবারের মতো খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি লায়ন গভর্নর এ.কে.এম. মিজানুর রহমান ভূঞার পরিচালনায় এই কর্মসূচীতে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের প্রধান (কমিউনিটি লিয়াজন) ডিটেকটিভ মোহাম্মদ আমিন, নিউইয়র্ক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অনারেবল লইস নক এবং সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, সংগঠনের উদ্যোগে গত ২১ আগষ্ট, শুক্রবার ১২ ঘটিকা থেকে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত বিনামূল্যে কোভিড এবং এন্টিবডি পরিক্ষা করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





মিশিগানে সড়কে প্রাণ হারালেন বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ষ্টেটে সড়ক দুর্ঘটনায় সৈয়দ বজলু আলী ওরফে বাবু (৫২) নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। গত ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার দুপুরে ওয়ারেন সিটির রায়ান সড়কের সাড়ে দশমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাবুর দেশের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলা শহরের শাহ মোস্তফা রোডে। তিনি মরহুম সৈয়দ সরফরাজ আলীর ছেলে ও সাবেক এমপি সৈয়দা হাসনা বেগমের ছোট ভাই।

স্বজনরা জানান, ঘটনারদিন দুপুরের দিকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ওষুধ কিনতে ফার্মেসিতে যান বজলু আলী। এরপর বাসায় ফেরার পথে গাড়ি চালানো অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। একপর্যায়ে তার চলন্ত গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শ্ববর্তী বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে গাড়িতে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে নিহত অবস্থায় বাবুকে উদ্ধার করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ অনেক আত্নীয়-স্বজন রেখে যান।

শেবাচিম'র উদ্যোগে রেসিডেন্সী প্রার্থী ডাক্তারদের কর্মশালা শুরু

নিউইয়র্ক: শেবাচিম এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে আমেরিকায় রেসিডেন্সী প্রার্থী বাংলাদেশী ডাক্তারদের জন্য তিন মাস ব্যাপী মোট বারো সেশনের কর্মশালা শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে। প্রতি রোববার নিউ-ইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:৪৫ মিনিট পর্যন্ত জুম ভিডিও-র মাধ্যমে এই সেশনের আয়োজন করা হয়।

প্রথম সেশনের উদ্বোধন করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এলামনাইয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডা. আজমল ইউসুফ মুকুল এবং জেনারেল সেক্রেটারি ডা. শাহ নাজমুল আলম। সায়েন্টিফিক এবং পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারী ডা. হাফসা সিদ্দিকা ইমাম অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা এবং উপস্থাপনা করেন। প্রথম সেশনে রেসিডেন্সীর আবেদন সম্পর্কিত সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ফিজিশিয়ান-সায়েন্টিস্ট ডা. হামীম ইবনে কাওছার।

দ্বিতীয় সেশনে পার্সোনাল ষ্টটমেন্ট লেখার উপর প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা করেন নিউইয়র্ক লাইফ-এর কর্পোরেট ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাইয়ান আলম এবং জেরিয়াট্রিশিয়ান এবং পাবলিক হেলথ স্পেশিয়ালিস্ট ডা. আবু নাসার।

অর্ধ শতাধিক বাংলাদেশী ডাক্তারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এলামনাইয়ের বর্তমান অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডা. আনন্দ কুমার মালো, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী ডা. শাহেদ হাসনায়েন বকুল এবং ইয়ং ফিজিশিয়ান সেক্রেটারি ডা. আনোয়ার হোসেন।

উল্লেখ্য, আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী ডাক্তার যারা রেসিডেন্সী প্রার্থী এবং এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা sbmc.alumni@gmail.com এ ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চবি মেডিকেল সেন্টার আধুনিকায়ন করার লক্ষে বিশ্ব চবিয়ান নেতৃবর্গের সংগে দেশ ও প্রবাসের বিভিন্ন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিউইর্য়ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)-এর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং সতীর্থদের এই মহামিলন মেলা গত ৮ আগষ্ট শনিবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও জুম সভায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আলাউল হলের প্রাক্তন প্রভোষ্ট এবং বর্তমানে ভালদেষ্টা ইউনিভার্সিটি শিকাগো-এর এমিরিটাস প্রফেসার ড. মিজানুর রহমান মিয়া, চবি এলামনাই এব্রোডস গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ-এর রূপকার, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অন্যতম উদ্যেক্তা, চাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. জমির চৌধুরী, চবি এলামনাই এসোসিয়েশান উত্তর আমেরিকা ইনক-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ-এর জ্যেষ্ট যগ্ম আহ্বায়ক সর্বোপরি চবি এ, এফ রহমান হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স, চবি রেজিষ্ট্রার মনির হাছান, প্রকল্প পরিচালক মনির উদ্দীন, সাবেক কেবিনেট সাচিব এবং বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংক-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শফিউল আলম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অডিটর জেনারেল মোসলেম চৌধুরী, উপাচার্য এবং কুমিল্লা বার্ডের সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি-এর উপাচার্য ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি এর ডীন প্রফেসর বিন মোহাম্মদ কাসেম, হালদা নদীর প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. মঞ্জুরুল কিবরিয়া, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সচিব, এনার্জি কমিশনের সেক্রেটারী ও চবি অর্থনৈতিক সমিতির সভাপতি আব্দুল হালীম, চাকসুর সাবেক ভিপি এবং ফটিকছড়ি থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন সংসদ সদস্য মাযহারুল হক শাহ চৌধুরী, ঢাকসু'র সাবেক ভিপি এবং চবি'র মাঠ কাঁপানো নেতা নাজীম উদ্দীন, চাকসু'র সাবেক জনপ্রিয় নেতা এবং জিএস আজীম উদ্দীন, সত্তরের দশকে চাকসু'র আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতা, সাবেক কাস্টম কমিশনার এবং চবি এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার উপদেষ্টা মাহমুদ আহমেদ, সাধারন সম্পাদক এস, এম ইকবাল ফারুক, সভাপতি ও কভিড-১৯ এব্রোর্ডস গ্লোবাল ইনিসিয়েটেভ-এর সদস্য সচিব মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ নঈমী।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব নাছির উদ্দীন, প্রাক্তন সচিব অপরূপ চৌধুরী, চট্টগ্রাম চ্যাম্বারস এনড কমার্স-এর ডিরেক্টর মো: ছগীর চৌধুরী, ব্যাবসায়ী মোজাম্মেল হক চৌধুরী খোকন, ব্যাংক অব এশিয়া'র পরিচালক আশরাফুল হক চৌধুরী, সমাজতত্ব বিভাগের প্রফেসার ওবাইদুল্লাহ করীম দুলাল, প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ বাহার, সুপ্রিম কোর্ট-এর আইনজীবি হেলাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসার এম হক এবং এসআইবিএল ব্যাংক-এর ডিএমডি কাজী তৌহিদুল আলম।

ড. জমীর চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সূচনা বক্তাব্যে ড. মিজানুর রহমান মিয়া চবি এলাম-নাইদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার আপগ্রেড করার এই মহৎ উদ্দ্যেগ এর ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদেরকে দলমত নির্বিশেষে অসাম্প্রদয়িক এবং উদার গনতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যপক জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স বলেন, সম্পূর্ন মানবিক মূলবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করোনা নামক জীবন নাশক এই ব্যাধিকে প্রতিহত করার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে আমরা বিশ্ব চবিয়ানরা একই পতাকাতলে দাঁড়িয়েছি। আমাদের সীমাবদ্ধ সাধ্য দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারকে যুগোপযোগী করার আপ্রান চেষ্টা করে যাবো। আমাদের চলার পথ অপ্রতিরোধ্য তথাপি আমাদেরকে আরো অনেক দূর যেতে হবে।

প্রফেসার মনির হাসান মেডিকেল সেন্টার আপগ্রেড করার জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, আপাতত ৮০ লক্ষ টাকা হলে আমরা ৩০ (ত্রিশ) শয্যা বিষিষ্ট সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিষ্টেম দিয়ে করোনা রুগী সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবো। প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলকে যারপর নাই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শফিউল আলম উপস্থিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা এবং রক্তিম অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

মোসলেম চৌধুরী না দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রোজেক্ট প্রোফাইল তৈরী করে প্রকাশ করতে হবে এবং সেটা প্রফেসনাল ব্যক্তিদের দ্বারা মনিটর করতে হবে। ফান্ড-এর কোন সমস্যা নেই এবং তাড়াহুড়া করার কোন কারন নেই। সমন্বয় সাধন করাটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে আপনাদের এই মহান উদ্দ্যেশ্য সাফল্যের মুখ দেখবে তবে এই ব্যাপারে প্রোজেক্ট এবং বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। উপাচার্য ড. তোফায়েল আহমেদ এই প্রোজেক্টকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসার ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন অনুযায়ী আপনারা মেডিকেল সেন্টারকে আপগ্রেড করতে পারবেন। আমি সব সময় আপনাদের পাশে থাকবো ।

প্রফেসার বিন কাশেম সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

ড. মঞ্জুরুল কিবরিয়া বলেন হালদা প্রকল্পের মতই আমি দিন রাত আপনাদের পাশে ছায়া হয়ে থাকবো।

হেলাল উদ্দীন বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের কাছ থেকে আপনারা কাংক্ষিত সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ।

ছাত্র নেতা আব্দুল হালিম বলেন আমাদের শিকড়ের জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করতে বদ্ধ পরিকর।

মজহারুল শাহ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি এবার দেওয়ার পালা। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মহান উদ্দ্যোগ গ্রহন করার জন্য অভিনন্দন জানান।

গ্লোবাল কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ আহমেদ বলেন, আমরা প্রথম দফায় উপাচার্য বরাবর ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পঠিয়েছি। আমাদের পাইপ লাইনে আরো অনেক টাকা আছে। দ্বিতীয় দফায় আমরা আরো ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার আশা রাখি। তিনি দেশ ও প্রবাসের সকল হৃদয় বানা সাথী ও সাতীর্থদেরকে এই প্রকল্পে মুক্ত হস্তে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাবলীল ও ও মানসম্মতভাবে সঞ্চালনা করেন ড. জমীর চৌধুরী এবং মনিটর ও রেকর্ডিং করেন মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ নঈমী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল, আলোকিত এবং সু-মধুর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউ ইয়র্ক সিটিতে COVID-19 এর ছড়িয়ে পরা বন্ধ করুন!

এই পদক্ষেপগুলি নিন:

অসুস্থ হলে বাড়িতে থাকুন
শুধু অপরিহার্য চিকিৎসা, পরীক্ষা করানো বা অন্যান্য অপরিহার্য কাজে বাইরে যান।

একটি মুখের আবরণ পরুন
উপসর্গ ছাড়াই আপনি হয়ত ছোঁয়াচে হতে পারেন। আপনার চারপাশে যারা আছেন তাদের সুরক্ষিত রাখুন একটি মুখের আবরণ পরে।

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন
অন্য মানুষদের থেকে অন্তত 6 ফুট দূরত্বে থাকুন।

আপনার হাতগুলি পরিষ্কার রাখুন
সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন আপনার হাত ধোন অথবা সাবান ও পানি না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

আপনি যদি COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থতার উচ্চতর ঝুঁকিতে থাকেন, তাহলে আপনাকে যথা সম্ভব বাড়িতে থাকতে হবে। 50 বছর বা তার বেশি বয়সীরা (65 বছর বা তার বেশি বয়সীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি সম্পন্ন) এবং যাদের অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তারা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন।

পরীক্ষা করান: পাঁচটি বোরোর সব কটিতে COVID-19 পরীক্ষার করার সাইট আছে। একটি সাইট খুঁজে বার করতে **nyc.gov/covidtest** এ যান অথবা **311 নম্বরে কল করুন**।

সর্বশেষ তথ্যের জন্য **nyc.gov/coronavirus** দেখুন।

NYC Health

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে
সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল



AL-AQSA
PARTY HALL



১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT
কাচ্চি বিরিয়ানী, কোরমা, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরোটা, রুমালরুটি, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।
সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ অফ ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store
সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



প্রতিদিন ফ্রেশ
সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700

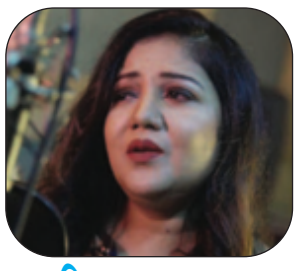
ট্রাম্পকে হটাতে তরুণদের ভোট দিতে বললেন গ্র্যামিজয়ী বিলি আইলিশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস জয়ী আমেরিকান সুরকন্যা বিলি আইলিশ যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর তরুণ অনুরাগী ও ভক্তদের ট্রাম্পকে হটাতে ভোট দিতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, 'ভোট আমাদের জীবনের মতো এবং বিশ্ব এর ওপর নির্ভর করে।' গত বছর তাঁর প্রথম অ্যালবাম প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সী এই গাকিা। ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশনে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে বক্তব্য দেন আইলিশ।ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার অবস্থান স্পষ্ট করে আইলিশ বলেন, 'ট্রাম্প গণতান্ত্রিক আমেরিকার জন্য দুঃস্বপ্নের মতো। তিনি আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।' এ সময় ট্রাম্পকে হটাতে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন এবং তাঁর রানিংমেট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করার জন্য ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ জানান তিনি।

চলতি বছরই মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয় করেন বিলি আইলিশ। সেরা চার ক্যাটাগরি, অর্থাৎ সেরা নতুন শিল্পী, সেরা গান, সেরা রেকর্ড আর সেরা অ্যালবাম- সব কটিতেই নাম উঠিয়েছিলেন বিলি আইলিশ। আর রেকর্ড গড়ে প্রতিটি বিভাগে সেরা পুরস্কার নিজের ঘরে তুলেছেন বিলি। সূত্র: স্কাই নিউজ।



এন্ড্রু কিশোরের চার গানের ম্যাশআপে সাহিনা

বিনোদন ডেস্ক: এই সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী ইতি সাহিনা। এরই মধ্যে তার বেশ কিছু গান পেয়েছে জনপ্রিয়তা। সব সময় চেষ্টা করেন নতুন কিছু করার জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় এন্ড্রু কিশোরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি গান প্রকাশ করেছেন এই শিল্পী।

প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর স্মরণে তার গাওয়া জনপ্রিয় চারটি গানের ম্যাশআপ নিয়ে এসেছেন ইতি সাহিনা। চারটি গানের মধ্যে রয়েছে- তুমি মোর জীবনের ভাবনা, তুমি আমার কত চেনা, কি জাদু করিলা, তোমার বুকের মধ্যখানে। এরই মধ্যে গানটি সাহিনা হকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ হয়েছে। এই ম্যাশআপটি নতুন করে সংগীতায়োজন করেছেন আমজাদ হোসেন। স্টুডিও ভার্সনের এই গানটি এরই মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সাহিনা বলেন, এন্ড্রু কিশোর আমাদের বাংলা গানের কিংবদন্তি। গুণী এই শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তার চারটি গান দিয়ে একটি ম্যাশআপ করেছি। আশা করছি দর্শক-শ্রোতাদের গানটি ভালো লাগবে।' অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় শোক

রাজ্জাক বেঁচে থাকলে এখন চোখের পানি ফেলতেন: বাপ্পী



বিনোদন ডেস্ক: ছবিপাড়ায় তিন বছর ধরে পা ফেলেননি নায়করাজ রাজ্জাক। আর ফেলবেনও না। ২০১৭ সালের ২১ আগষ্ট পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ঢাকাই ছবির এই কিংবদন্তি। প্রয়াত কিংবদন্তির স্মরণ করে আক্ষেপের কথা শোনালেন হালের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক নায়ক বাপ্পী চৌধুরী। তিনি বললেন, 'নায়করাজ চলে গিয়ে ভালোই করেছেন বলে আমি মনে করি! কারণ, আজকে তার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা এফডিসির যে অবস্থা, তা দেখলে শান্তিতে থাকতে পারতেন না তিনি।'

বাপ্পী আরও বলেন, 'নায়করাজের দেখানো পথে আমরা চলছি না। কেউ চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে চাইলেও তাকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছি। চলচ্চিত্র ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। বেঁচে থাকলে এফডিসি আর চলচ্চিত্রের এই করুণ অবস্থা দেখে নায়করাজ চোখের পানি ফেলতেন।' প্রয়াত রাজ্জাককে যোগ্য সম্মান দেয়া হয়নি বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেন বাপ্পী। তিনি বলেন, 'নায়করাজকে নিয়ে দেশে কিছুই হলো না। এফডিসিতে তার নামে একটা ফ্লোর নেই, নেই কোনো ভাস্কর্য। অথচ তিনি আমাদের নায়করাজ। এসব ভাবলেও নিজেকে আজ অপরাধী মনে হয়।'



ডায়ানা হবেন ডেবিকি

বিনোদন ডেস্ক: প্রিন্সেস ডায়ানার চরিত্রে অভিনয় করবেন 'দ্য নাইট ম্যানেজার' খ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ ডেবিকি। জনপ্রিয় ব্রিটিশ সিরিজ 'দ্য ক্রাউন'-এর শেষ দুই সিজনে ডায়ানার চরিত্রে অস্ট্রেলীয় অভিনেত্রীর অভিনয়ের খবর নিশ্চিত করেছে প্রযোজনা সংস্থা। এর আগে সিরিজে ডায়ানার চরিত্র করেছেন এমা করিন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই ডায়ানার চরিত্র পেয়ে ভীষণ উচ্ছসিত ডেবিকি টুইট করেছেন, 'প্রিন্সেস ডায়ানার দর্শন, কথা আর কার্যক্রম আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। তাঁর চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ আমার জন্য সত্যিকারের সম্মানের। আর এটা এমন একটা সিরিজ [দ্য ক্রাউন], প্রথম সিজনের প্রথম পর্ব থেকেই যা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি।'

জানা গেছে, সিরিজে শেষ দুই সিজনে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে প্রিন্সেস ডায়ানার বিচ্ছেদ এবং পরে তাঁর মৃত্যু দেখানো হবে। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়, শেষ দুই সিজনে প্রিন্স ফিলিপের চরিত্রে অভিনয় করবেন অস্কার মনোনীত অভিনেতা জনাথন পাইন। এর আগে সিরিজে চরিত্রটি করেন ম্যাট স্মিথ ও টোবিয়াস মেনজিস। এ বছরের শেষ দিকে 'দ্য ক্রাউন'-এর নতুন কিস্তির প্রচার শুরু হওয়ার কথা। সূত্র: বিবিসি

প্রতিশোধ নিতে সালমান খানকে হত্যার ছক!

বিনোদন ডেস্ক: সালমান খানকে হত্যার ছক কষেছিল সে। নেপথ্যে ছিল পুরনো এক মামলা। সেই প্রতিশোধ নিতেই ষড়যন্ত্র। শেষ পর্যন্ত অন্য একটি হত্যা মামলায় ফরিদাবাদ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সেই বন্দুকবাজ। তখনই স্বীকার করল সালমানকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা। বেশ আটঘাঁট বেঁধেই সালমানকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল সে। সেজন্য জানুয়ারীতে বান্দ্রায় সালমানের বাড়ির আশপাশে ঘুরে এসেছে। ওই এলাকায় টানা দু'দিন থেকে রেকি করেছে। সালমান কখন কোথায় যান? সাথে কে থাকেন? সব খেয়াল করেছে। কিন্তু করোনার কারণেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে দেরি হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকারীকে জেরা করে জানিয়েছেন ডিসিপি রাজেশ দুগ্‌গল।



কিন্তু হঠাৎ কেন সালমানকে হত্যার ছক কষেছিল ২৭ বছরের দুষ্কৃতী? এর নেপথ্যে রয়েছে অতীতের এক হত্যা। ষড়যন্ত্রকারীর নাম রাহুল ওরফে সাঙ্গা ওরফে বাবা ওরফে সুন্নি। সে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের সদস্য। তার নির্দেশেই সালমানকে হত্যার ছক কষেছিল রাহুল। গিয়েছিল মুম্বাই। লরেন্স বিষ্ণোই এখন রাজস্থানের জেলে।

এই বিষ্ণোইরা কৃষ্ণসার হরিণ পুজো করে। ১৯৯৮ সালে যোধপুরে ছবির শুটিংয়ে গিয়ে দু'টি কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা করেন সালমান। সেই থেকে বিষ্ণোইদের রাগ সালমানের ওপর। এর আগে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের আর এক সদস্য সম্পত নেহরাও একইভাবে বান্দ্রায় গিয়ে সালমানের হালহকিকৎ পরিদর্শন করেন। নেহরা ছিল লরেন্সের ডান হাত। ২০১৮ সালে জুনে গ্রেপ্তার হয়। তার আগে মুম্বাই গিয়ে সালমানের ওপর নজর রেখেছিল সে।

নেহরার গ্রেপ্তারের পর সালমানকে হত্যার ভার পড়ে রাহুলের ওপর। সে এই গ্যাংয়ে নতুন যোগ দিয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ফরিদাবাদের ইএসআইসি হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করত রাহুল। বেআইনি অস্ত্র রাখার জন্য ২০১৮ সালে গ্রেপ্তার হয় সে। ২০১৯ সালে জামিনে ছাড়া পেয়ে বিষ্ণোই গ্যাংয়ে যোগ দেয়।

২৪ জুন ফরিদাবাদের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করে রাহুল। তার ধারণা, এই প্রবীণই তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই হত্যার সূত্রেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে ফরিদাবাদ পুলিশ। গত ছ'মাসে সে মোট চারটি হত্যা করেছে। ২০১৯ সালের নভেম্বরে দু'টি গাড়ি ছিনতাই করেছে। এবার পুলিশি জেরার মুখে পড়ে স্বীকার করে নিল সালমান হত্যার ছক। আপাতত নিজেদের হেপাজতে রেখে আরো জেরা করবে ফরিদাবাদ পুলিশ।

পিঙ্গলকাঠি গ্রামের ছেলেটি যেভাবে আজ মোশাররফ করিম

অভিনেতা মোশাররফ করিমের জন্মদিন আজ। তারকাদের জন্মদিন উদ্‌ যাপিত হয় জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে। অথচ জন্মদিন নিয়ে এই অভিনেতার তেমন আগ্রহ নেই।

আজ অভিনেতা মোশাররফ করিমের জন্মদিন। তারকাদের জন্মদিন উদ্‌ যাপিত হয় জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে। অথচ জন্মদিন নিয়ে এই অভিনেতার তেমন আগ্রহ নেই। বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এটি একটি কারণ। আরেকটি কারণ, টিকে থাকার ভাবনা! পেছন ফিরে তিনি ভাবেন, বেঁচে থাকার মতো কী করেছেন! তাঁর কাজগুলো কত দিন মানুষের মনে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে? কথায় কথায় অনেক কথা বললেন তিনি। পিঙ্গলকাঠি গ্রামের ছেলেটি যেভাবে আজ হয়ে উঠলেন মোশাররফ করিম।

বাবাকে অনুকরণ করতে গিয়েই অভিনেতা

শৈশব থেকেই মোশাররফ বাবার নেওটা। বাবা যা যা করবেন, তাঁর যেন সেগুলোই করতে হবে। বাবার পিছে পিছে ঘোরা ছিল মোশাররফের অভ্যাস। এমনও হয়েছে, চাচাতো ভাই বা সহপাঠী-বন্ধুদের সঙ্গে খেলছেন, হঠাৎ দেখলেন দূরে বাবা আসছে...ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতেন। 'যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি ছিলেন আমার সেরা বন্ধু'র বলেন মোশাররফ করিম। বাড়িতে থাকলে বাবা যা করতেন, তিনিও তাই করতেন। বাজারে চা খেতে গেলে বাবা তাঁকেও সঙ্গে নিতেন। বাবা যেভাবে চা খেতেন, মোশাররফ করিমও খেতেন সেভাবে। এই অভিনেতার ধারণা, বাবাকে অনুকরণ করতে গিয়েই অভিনয়ের সুপ্ত বীজ জেগে ওঠে। এমনকি তাঁর কথা বলা, পড়া, চলা, হাঁটা এমনকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি।



তিনি বলেন, 'আমার প্রায়ই মনে হয়, বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকে শুটিংয়ে নিয়ে আসতাম। অন্য সবার মতো বাবা আমার শুটিং দেখে হেসে ফেলতেন। আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতাম। বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখে সবাই হেসে ফেলত।'

আমার প্রায়ই মনে হয়, বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকে শুটিংয়ে নিয়ে আসতাম। অন্য সবার মতো বাবা আমার শুটিং দেখে হেসে ফেলতেন। আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতাম। বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখে সবাই হেসে ফেলত।

মোশাররফ করিমের শুরুটা

১৯৮৯ সালে থিয়েটারে কাজ শুরু করেন মোশাররফ করিম। সেই থেকে শুরু করে ক্যারিয়ারের বয়স আজ ৩১ বছর। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একদিন জানলাম, তারিক আনাম খান নতুন একটি দল করবেন। তখনো দলের নাম ঠিক হয়নি। দলে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাস। আমি তখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়নি। অডিশনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা নেই। আমি সেটাই ফরমে লিখে ভাইভা দিতে আসি। পরে ১ হাজার ৪০০ জনের মধ্য থেকে বাছাই করে ২৫ জনকে নাট্যকেন্দ্রে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। আমি তাঁদের একজন।

১ হাজার ৪০০ জনের মধ্য থেকে বাছাই করে ২৫ জনকে নাট্যকেন্দ্রে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। আমি তাঁদের একজন।

মোশাররফ হোসেন থেকে মোশাররফ করিম

মঞ্চনাটকে অভিনয়ের ১৬ বছর পর ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে টিভি পর্দায় নিয়মিত হন মোশাররফ করিম। এর মধ্যে অনেক নাটকেই অভিনয় করেছেন। সেসব নাটকের টাইটেলে তাঁর নাম যেত সংক্ষেপে, কে এম মোশাররফ হোসেন। দিন যায়, পরিচিতি বাড়ে। ২০০৫ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করেই নামের সঙ্গে 'করিম' যুক্ত করে নিজের নাম বদলে ফেলেন তিনি। মোশাররফ হোসেন থেকে হয়ে যান মোশাররফ করিম। 'করিম' কোত্থেকে এল? এই অভিনেতা বলেন, 'করিম শব্দটি আমার বাবার নাম থেকে নেওয়া। বাবার নাম ছিল খলিফা মোহাম্মাদ আবদুল করিম।'

২০০৫ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করেই নামের সঙ্গে 'করিম' যুক্ত করে নিজের নাম বদলে ফেলেন তিনি। মোশাররফ হোসেন থেকে হয়ে যান মোশাররফ করিম। 'করিম' কোত্থেকে এল? এই অভিনেতা বলেন, 'করিম শব্দটি আমার বাবার নাম থেকে নেওয়া। বাবার নাম ছিল খলিফা মোহাম্মাদ আবদুল করিম।'

ক্যারিয়ার বদলে গেল স্ত্রীর পরামর্শে

মোশাররফ করিম অভিনীত জনপ্রিয় নাটক ক্যারাম। প্রচারের পর থেকে বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়ায় নাটকটি, বিশেষ করে তরুণদের কাছে। এরপরই আলোচনায় চলে আসেন এই অভিনেতা। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। কিন্তু অভিনয়জীবনের টার্নিং পয়েন্ট এই নাটক শুরুতে করতেই চাননি তিনি। মোশাররফ বলেন, 'ক্যারাম নাটকে যখন অভিনয়ের প্রস্তাব আসে, তখন অন্য একটি নাটকের শুটিংয়ের জন্য থাইল্যান্ডে যাওয়ার কথা। প্রথমবার দেশের বাইরে গিয়ে শুটিং করব, সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। তাই এই নাটকে অভিনয়ের ইচ্ছা ছিল না। পরে স্ত্রী জুঁই বলল, তুমি ক্যারাম নাটকটি করো, নাটকটি ভালো হবে। তারপর মত পরিবর্তন করি।' ক্যারাম নাটকে অভিনয়ের আগে মোশাররফ করিম মাত্র একটি নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেটি ছিল সৈয়দ আওলাদ পরিচালিত 'হেফাজ ভাই'।

যে কারণে শিল্পী হওয়া

ক্লাস থ্রিতে পড়াকালীন মোশাররফকে একটি কবিতা পড়তে বলা হলো। চাঁদ নিয়ে কবিতা। সেই কবিতা পড়ে একধরনের তৃপ্তি পেলেন তিনি। মোশাররফ করিম বলেন, 'এই তৃপ্তি আমার চেতনের সঙ্গে অবচেতনের যোগাযোগ ঘটাল। আমি কবিতাটি পড়ে কবিতার মধ্যে ঢুকে যেতে শুরু করলাম। সেই ছোটবেলাতেই কবিতার মধ্যে ঢুকে যেতে পেরে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দটা একান্তই আমার, ভীষণ অন্য রকম অনুভূতি, অব্যক্ত অনুভূতি। সেই থেকেই ঠিক করে ফেললাম, এই আনন্দটা আমি সারা জীবন পেতে চাই। তাই তখন থেকেই আমার শিল্পী হওয়ার বাসনা।'

বাবার স্মৃতি

মোশাররফ করিমের বাবা খুব আধুনিক, একই সঙ্গে শৌখিন মানুষ ছিলেন। দামি ঘড়ি, দামি কলম পছন্দ করতেন। আফসোসের কথাও জানালেন মোশাররফ। তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগে সস্ত্রীক কলকাতা যাই। যাদবপুর সুপার সিটি মল নামে একটি মার্কেটে হঠাৎ লক্ষ করি বাবার ব্যবহার করা একটি নামী ব্যান্ডের একটি কলম। আমার খুব ভালো লাগল। কিন্তু আমার কাছে কোনো রুপি ছিল না, শুধু ডলার। ডলার ভাঙাতে গেলে পেন মিস করব। কলমটি কিনতে খুব ইচ্ছা করছিল।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-45 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-8613

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5543

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-8613

Ozone Park Office
173 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
842 Ridge Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

যেভাবে নির্বাচিত হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউস যাওয়ার পদ্ধতি বিশ্বের অন্য দেশের প্রসিডেন্ট হওয়ার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন এবং কিছুটা জটিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো একজন প্রার্থী নাগরিকদের সরাসরি ভোট পেলেই যে তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন তা কিন্তু নয়, ইলেকটোরাল কলেজ নামে যুক্তরাষ্ট্রের যে বিশেষ নির্বাচনী ব্যবস্থা আছে সেটির মাধ্যমেই আসলে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে ইউএস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতি তুলে ধরেছে।

আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে যে ভোট গ্রহণ হবে তাকে বলা হয় পপুলার ভোট। আর ইলেকটোরাল কলেজের ভোটকে বলা যায় ইলেকটোরাল ভোট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ইলেকটোরাল ভোট আছে। দুই অঙ্গরাজ্য বাদে বাকি সব অঙ্গরাজ্যের নিয়ম হলো- যে প্রার্থী অঙ্গরাজ্যে সবচেয়ে বেশি পপুলার ভোট পাবেন, তিনি ওই অঙ্গরাজ্যের সবগুলো ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন। এভাবে সবগুলো অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট যোগ করে যে প্রার্থী ২৭০টি ইলেকটোলার ভোট পাবেন-তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

ইলেকটোরাল কলেজ কারা?

ইলেকটোরাল কলেজ হচ্ছেন একদল নির্বাচকমন্ডলী বা কর্মকর্তা- যারা একেকটি রাজ্যের পপুলার ভোটে প্রতিফলিত রায় অনুযায়ী ভোট দেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত এবং রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় আইনের অধীনে একটি জটিল ব্যবস্থা। ইলেকটোরাল কলেজে মোট ভোটের সংখ্যা ৫৩৮। হোয়াইট হাউসের দৌড়ে বিজয়ী হতে হলে প্রার্থীকে এর মধ্যে কমপক্ষে ২৭০টি ভোট পেতে হবে। ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি অনুযায়ী যেসব রাজ্যে জনসংখ্যা বেশি, সেসব রাজ্যে ইলেকটোরাল ভোটও বেশি। তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব অঙ্গরাজ্য 'নির্বাচনী রণক্ষেত্র' হিসেবে পরিচিত। আর স্বাভাবিকভাবেই এসব অঙ্গরাজ্যের ভোটের মাঠে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়।

'নির্বাচনী রণক্ষেত্র' কেন হয়?

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা গেছে- বেশিরভাগ অঙ্গরাজ্যই নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে ভোট দিয়ে থাকে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা কিছুটা নিশ্চিত থাকেন যে, তারা প্রথাগতভাবে এইসব রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটগুলো পাবেন।

ইউএস নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের দুর্গ বলে পরিচিত এই অঙ্গরাজ্যগুলোকে বলা হয় 'রেড স্টেট' বা 'লাল রাজ্য'। আর ডেমোক্র্যাটদের প্রাধান্য পাওয়া স্টেটগুলোকে বলা হয় 'ব্লু স্টেট' বা 'নীল রাজ্য'। কিন্তু হাতে গোনা কিছু অঙ্গরাজ্য আছে যে রাজ্যগুলোর ভোট, প্রার্থীদের কারণে যে কোন শিবিরে যেতে পারে। এগুলোই হলো আমেরিকান নির্বাচনের 'ব্যাটলগ্রাউন্ড' বা 'নির্বাচনী রণক্ষেত্র'।



এগুলোকেই অনেকে বলে থাকে 'বেগুনি রাজ্য'। আর এই অঙ্গরাজ্যগুলোর ভোটই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জয়-পরাজয়ের মূল চাবিকাঠি। এই রাজ্যগুলোতেই হয় মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমেরিকান নির্বাচনে এসব রাজ্যেই প্রচারণার বিনিয়োগ ও ব্যয় সবচেয়ে বেশি। এসব রাজ্যেই ঘন ঘন চলে প্রার্থীদের আনাগোণা, তাদের প্রচারণা সমাবেশ।

এবারের নির্বাচনে 'নির্বাচনী রণক্ষেত্র'

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ইতিহাসে দেখা গেছে- এই ষ্টেটগুলোতে অনেক ভোটারই কোনো একটি দলের কট্টর সমর্থক নন এবং প্রার্থীদের নীতিমালা এবং আগামী চারবছরের জন্য প্রার্থীদের পরিকল্পনার বিচারে তারা শেষ মুহূর্তে ভোট দেন। নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত এ অঙ্গরাজ্যের ভোটাররা প্রচার-প্রচারণার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে এই রাজ্যগুলোর ভোটই চূড়ান্ত ফলকে যে কোনো প্রার্থীর পক্ষে ঠেলে দিতে পারে। এই ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটগুলোতে ভোট কোন দুর্গে যাবে তা যেহেতু বোঝা কঠিন তাই এই রাজ্যগুলোকে 'সুইং স্টেট' বা দোদুল্যমান রাজ্যও বলা হয়।

'সুইং স্টেট' বা দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য

নির্বাচনী সময়সূচির মধ্যে যে কোনো সময়ে এই ব্যাটলগ্রাউন্ড বা নির্বাচনী রণক্ষেত্রে ভোটের অঙ্ক বদলে যেতে পারে। ফাইভ থার্টি এইট নামে আমেরিকার একটি নির্বাচন বিষয়ক ওয়েবাসইট, যারা জনমত জরিপ বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কিছু অঙ্গরাজ্যকে গত কয়েকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বরাবরই 'সুইং স্টেট' হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে। গত কয়েকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে অঙ্গরাজ্যগুলোর 'দোদুল্যমান' ভোট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জয়-পরাজয় নিশ্চিত করেছে সেগুলোর মধ্যে ছিল কলোরাডো, ফ্লোরিডা, আইওয়া, মিশিগান, মিনেসোটা, নেভাদা, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওহাইও, পেনসিলভেনিয়া, ভার্জিনিয়া এবং উইসকনসিন।

তারা ২০০৪ থেকে ২০১৬ গত চারটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জুন পর্যন্ত জনমত জরিপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলছে ২০২০-এর নির্বাচনে অ্যারিজোনা, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলাইনা আর উইসকনসিন গুরুত্বপূর্ণ 'সুইং স্টেট' হয়ে উঠতে পারে। আবার কোনো কোনো বিশ্লেষক ২০২০-র নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান স্টেটের তালিকায় রাখছেন অ্যারিজোনা, পেনসিলভেনিয়া এবং উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যকে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য ২০১৬-র 'ব্যাটলগ্রাউন্ড' ভোটের শেয়ার ধরে রাখা জরুরি, কারণ জো বাইডেন কোনো কোনো রাজ্যে এখন পর্যন্ত জরিপে এগিয়ে। কোনো কোনোনির্বাচনী পর্যবেক্ষকের মতে ২০২০এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নর্থ ক্যারোলাইনা, ফ্লোরিডা, মিশিগান, উনসকনসিন এবং অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যগুলো নির্ধারক 'সুইং স্টেট' হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ এই অঙ্গরাজ্যগুলো থেকেই ২০১৬-র নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে অল্প ব্যবধানে হিলারি ক্লিন্টনের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কাজেই ২০২০র নির্বাচনে ট্রাম্পের জন্য এই রাজ্যগুলোর ইলেকটোরাল কলেজ ভোট ধরে রাখা খুবই জরুরি হবে।

জনমত জরিপ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে এখন পর্যন্ত জরিপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে ট্রাম্পের জয়-নির্ধারক অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রতিযোগিতার দৌড়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেন একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। তবে এই পরিস্থিতি যে কোনো সময় বদলে যেতে পারে।

'ব্যাটলগ্রাউন্ড' অঙ্গরাজ্যে কে এগিয়ে

বর্তমান জরিপের ফলাফল জো বাইডেনের পক্ষে হলেও নির্বাচনের এখনও অনেক সময়ে বাকি। আর অতীত রেকর্ড থেকে দেখা গেছে নির্বাচনী রণক্ষেত্রে জনমত জরিপ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো সময় যে কোনো দিকে যেতে পারে।

গত ৩ আগষ্ট পর্যন্ত বিবিসি সংকলিত জনমত জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, জো বাইডেন মিশিগান, পেনসালভেনিয়া এবং উইসকনসিন রাজ্যে এগিয়ে আছেন। এসব রাজ্যে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প এক শতাংশের এরও কম ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ইলেকটোরাল কলেজের ভোট

'ইলেকটোরাল কলেজ' হচ্ছে কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল, যাদের 'ইলেকটরস' বা 'নির্বাচকমন্ডলী'বলা হয়। প্রতি চার বছর পর পর এটি গঠন করা হয়, এবং এরাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে বাছাই করেন।

কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে প্রতিটি স্টেটের ইলেকটরসের সংখ্যা নির্ধারিত হয়: যা নির্ধারিত হয় স্টেটে সিনেটরের সংখ্যা (প্রত্যেক স্টেটে দুইজন) এবং প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিনিধির (যা জনসংখ্যার অনুপাতে) যোগফল মিলে নির্ধারিত হয়।

সবচেয়ে বড় ছয়টি স্টেট হলো ক্যালিফোর্নিয়া (৫৫), টেক্সাস (৩৮), নিউইয়র্ক (২৯), ফ্লোরিডা (২৯), ইলিনয় (২০) এবং পেনসিলভেনিয়া (২০)। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় দেখা গেছে যেসব রাজ্যের ভোট বেশি, প্রার্থীরা সেসব রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণার পেছনে অনেক বেশি সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি যেহেতু এই 'ব্যাটলগ্রাউন্ড' রাজ্যগুলোতে, তাই দুই দলের প্রার্থীই আগামী মাসগুলোতে জয়ের জন্য তাদের মরিয়া লড়াই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জো বাইডেন ঃ এবারের দৌড়

(১৯ পাদার পর)

প্রতিষ্ঠানে তিনি আইনজীবী হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ধনী ও ক্ষমতাশালীদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তিনি অল্পদিনেই হাঁপিয়ে ওঠেন।

সাধারণ মানুষের হয়ে বিবাদী পক্ষে আইন লড়ার কাজ নেন তিনি। নগর পরিষদের একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রাজনীতিতে তার পথচলা। এরপর আসে সিনেটে তার বিজয় ১৯৭২ সলে। অনেকদিন ওই আসনে থাকা রিপাবলিকান সিনেটারকে হারিয়ে তিনি সবার দৃষ্টি কাড়েন।

রাজনৈতিক জীবনে জো বাইডেন তখন সফল তরুণ। মাত্র ৩০ বছর বয়সে দুই মেয়াদে সিনেটার থাকা রিপাবলিকান প্রার্থীকে হারিয়ে তিনি সিনেটে আসন জয় করেছেন। ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের যেখানে ভরাডুবি হয়েছে, সেখানে তার এই অভাবনীয় জয়ের পর রাজনীতির অঙ্গনে তিনি তখন হয়ে উঠেছেন ডেমোক্র্যাটিক দলের সম্ভাবনাময় তরুণ।

আবার আঘাত

তিনি বড় ছেলে বো বাইডেনকে হারান ২০১৫ সালে। বো মারা যান মস্তিষ্কের ক্যান্সারে। বাবার মত তিনিও রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ডেলাওয়ারের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে কাজ করতেন।

দু'হাজার সতের সালে লেখা তার আত্মজীবনীতে মি. বাইডেন তার ছেলের অসুস্থতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ২০১৬-র নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর লড়াইয়ে নামার ইচ্ছা ঘোষণার তোড়জোড় যখন তিনি নিচ্ছেন ২০১৫তে, তখন তার ছেলের অকালমৃত্যু আবার তাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টান।

'মানসিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহ পাবো কিনা আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আগের অভিজ্ঞতায় দেখেছি শোক এমন একটা মানসিক চাপ, যা কোন সময়সূচি বা কাজের সময়ের তোয়াক্কা করে না,' তিনি লিখেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শোক ও আঘাতের পাশাপাশি তিনি তার রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছেন।

হোয়াইট হাউসের দৌড়ে প্রথম হোঁচট

এক ঝাঁক সাংবাদিকের সামনে ১৯৮৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জো বাইডেন ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবার দৌড় থেকে তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। মাত্র তিন মাস আগে তিনি প্রার্থিতার লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

'এর জন্য দায়ী আমি নিজে। নিজের ওপর রাগ আর হতাশায় ভুগছি। আমেরিকার মানুষকে আমি কীভাবে বোঝাবো এটাই জো বাইডেনের আসল পরিচয় নয়। এটা শুধু আমার মস্ত একটা ভুল,' লিখেছেন মি. বাইডেন।

সেটা ছিল ১৯৮৮র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য লড়াই। মি. বাইডেনের প্রথমবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার উদ্যোগ লজ্জাজনক ঘটনার কারণে হোঁচট খায়। তার বিরুদ্ধে অন্যের লেখা চুরির ও অসততার অভিযোগ আনা হলে তিনি প্রচারণা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

আইওয়ায় এক বিতর্কসভায় সমাপনী বিবৃতিতে মি. বাইডেন যে কথাগুলো বলেছিলেন তা ছিল ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা নিল কিনকের একটি ভাষণের প্রতিটি শব্দের হুবহু উচ্চারণ। মি. কিনক তার শ্রমিক পরিবারে বড় হয়ে ওঠা নিয়ে তার ভাষণে যা বলেছিলেন তা প্রায় হুবহু আওড়ে যান মি. বাইডেন। এর আগের এক ভাষণে একই বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি মি. কিনকের নাম উল্লেখ করলেও আইওয়ার সভায় সে কথা বলেননি। তারই এক ডেমোক্র্যাট প্রতিপক্ষ বিষয়টি সামনে আনেন।

এই অভিযোগের সূত্র ধরে সামনে আনা হয় তার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা, যখন তিনি আইনের ছাত্র হিসাবে তার সাইটেশন পেপারে আরেকজনের লেখা হুবহু ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন সেটা যে নিয়ম বহির্ভূত তা তিনি জানতেন না।

এই ঘটনা মি. বাইডেনের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বড়রকমের ধাক্কা খায়। পরে তার এক জীবনীকারকে মি. বাইডেন বলেছিলেন, ওই ঘটনা তাকে 'কুরে কুরে খেয়েছে। নিজেকে আমি চিরকাল একজন সৎ মানুষ হিসাবে মনে করেছি। সেই জায়গাটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে।'

জাতীয় রাজনীতিতে

তার স্ত্রী ও শিশু কন্যার মৃত্যুর পর মি. বাইডেন তার জীবনে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করেন। তার দুই ছেলেকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ঘরে অনেক সময় দেন। প্রথম ১৪ বছর তিনি ডেলাওয়্যার থেকে ওয়াশিংটন দৈনন্দিন যাতায়াত করতেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন জিল জেকবস নামে এক স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে। তাদের একটি ছেলে হয়- অ্যাশলি। মি. বাইডেন সিনেটের বিচার কমিটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নিজেকে আরও তুলে ধরতে শুরু করেন।

প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হবার জন্য তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পেছনে ওই লেখাচুরির কলঙ্ক তাকে অনেকদিন তাড়া করে বেড়িয়েছে। তবে ১৯৮৮ সালের ওই নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবার ঘটনা অনেকে বলেন তার জন্য শাপে বর হয়েছিল।

লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার কয়েক মাসের মাথায় নিউ ইয়র্কে এক হোটেল ঘরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন জো বাইডেন। মস্তিষ্কের রক্তনালী ফুলে ওঠার এক সম্ভাব্য প্রাণঘাতী অসুখে তিনি আক্রান্ত হন। এর পরের ছয় মাস তাকে বহুবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে আবার লড়াই

বিশ বছর পর আবার নতুন করে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার লড়াইয়ে নামেন মি. বাইডেন ২০০৮এর নির্বাচনের জন্য। তখন তিনি রাজনীতিতে আর নতুন মুখ নন, তিনি একজন প্রবীণ রাজনীতিক। তিনি বলেন ১৯৮৭ সালে তার প্রচারণা ছিল বড় বড় বুলি আর ছবিতে ভরা। বিশ বছর পর তিনি তার প্রচারণার ভাষা বদলে ফেলেন।

'গত বিশ বছর আমার জীবনযাত্রা দেখে আপনাদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষ,চ২০০৮য়ে আইওয়ার প্রচারণা সমাবেশে তিনি একথা বলেন। 'আর সে কারণেই আবার এই পদে প্রার্থী হবার লড়াইয়ে আমি ফিরে এসেছি।' তবে সেই লড়াইয়ে তিনি সফল হননি। বারাক ওবামা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পান প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার জন্য। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে বারাক ওবামা তার ভাইস প্রেসিডেন্ট রানিং মেট হিসাবে বেছে নেন জো বাইডেনকে।

'তারা দুজনে খুবই আলাদা প্রকৃতির মানুষ,' বলেছেন সাংবাদিক ও ভাইস-প্রেসিডেন্সি বইয়ের লেখিকা কেট অ্যাডারসন ব্রাওয়ার। 'ওবামা খুব সতর্কতার সাথে কথা বলেন, খুব ভাবনা চিন্তা করে মন্তব্য করেন। কিন্তু বাইডেন একেবারে উল্টো। না ভেবেই হুটহাট কথা বলা তার স্বভাব, যে কারণে অনেকবার তাকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। বাইডেন ওবামাকে বলেছিলেন, তিনি বদলাবেন না 'আমি যেমন আমি তেমনই থাকব্ব,' বলেছেন কেট অ্যাডারসন ব্রাওয়ার।

ওই নির্বাচনে মি.বাইডেনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ মেক্সিকোর সাবেক গভর্নর বিল রিচার্ডসন বলেন, ডেমাক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচন পর্বের প্রচারণার সময় ওবামা আর বাইডেনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

'ওবামা তার প্রশাসনে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে একজন ঝানু রাজনীতিককে চাইছিলেন,' তিনি বলেন।

ইলিনয়ের জন সমাবেশে মি. বাইডেনকে তার রানিং মেট ঘোষণা করে মি. ওবামা বলেছিলেন, 'জো বাইডেন একজন বিরল মানুষ-কয়েক দশক ধরে তিনি ওয়াশিংটনে নানা পরিবর্তন এনেছেন, কিন্তু ওয়াশিংটন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। আমি মনে করি আমার পার্টনার হিসাবে, দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত।'

ইরাক যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র নীতি

মি. বাইডেন পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক আমেরিকান সিনেট কমিটিতে কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন। সিনেটের এই কমিটির সভাপতি হিসাবে ২০১২ সালের অক্টোবরে আমেরিকার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ইরাক যুদ্ধে যাবার বিষয়টিকে অনুমোদন দেবার সিদ্ধান্ত ছিল তার ওপর। এর ১১ বছর আগে উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশকে সাদ্দাম হুসেনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুমোদনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন মি. বাইডেন ।

'কুয়েতের মুক্তির জন্য আমেরিকানদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার আগে আমাদের উচিত দেখা কোনরকম বিকল্প পথ আমরা চেষ্টা করেছি কিনা,' সিনেট কমিটির শুনানিতে বলেছিলেন মি. বাইডেন। 'আমরা করিনি।'

মি. বাইডেনের হুঁশিয়ারি স্বত্ত্বেও উপসাগরীয় যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ওই যুদ্ধে আমেরিকান মারা যায় অল্প সংখ্যক।

এরপর থেকে বাইডেনকে পররাষ্ট্র ও জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলচিত্ত বলে তুলে ধরা শুরু হয়। ওই ভোট নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হবার পরবর্তী কয়েক বছর মি. বাইডেন আন্তর্জাতিক বিষয়ে কট্টর অবস্থান দেখাতে শুরু করেন, যেমন বলকান গৃহযুদ্ধে আমেরিকান অবস্থান, ইরাকে বোমা হামলা এবং আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব কায়েমের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ইরাকের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই অভিযোগে যখন ইরাকে নতুন করে যুদ্ধ শুরুর প্রস্তাব করেন, তখন মি. বাইডেন তাতে জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন।

'আমি মনে করি না এটা যুদ্ধ করার জন্য একটা হুজুগ, আমার বিশ্বাস এটা শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে অভিযান,' তিনি বলেন।

বাইডেনের ইরাক যুদ্ধে সমর্থন নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাতা মার্ক ওয়েসব্রট বলেছেন, 'যেসব ডেমোক্র্যাট এই যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন, তাদের মনে হয়েছিল এই যুদ্ধ সমর্থন না করার ঝুঁকিটা হল, যুদ্ধটা যদি সফল হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্রে তারা পেছিয়ে পড়বেন।'

তবে তার ওই সমর্থনের কারণে অনেক ডেমোক্র্যাট সমর্থকের সমালোচনার মুখে তিনি পড়েন।

তার আত্মকথায় ২০০৭ সালে ইরাক যুদ্ধ নিয়ে অধ্যায়ের শিরোনাম তিনি দেন– 'আমার ভুল' । তিনি লেখেন: 'তাদের আন্তরিকতা ও দক্ষতা আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম।' ইরাক যুদ্ধের পর তিনি বামপন্থার দিকে ঝোঁকেন। তিনি ইরাকে আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন এবং সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী জোরদার করার এবং ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর বিপক্ষে পরামর্শ দেন। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হবার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দেবার পর তিনি ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরবের প্রতি আমেরিকার সমর্থন বন্ধ করার পক্ষে মত তুলে ধরেন।

ইরানের সাথে পরমাণবিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা, জলবায়ু নিয়ে প্যারিস চুক্তি সমর্থন, চীনে আমেরিকান স্বার্থ বজায় রাখা এবং ইউক্রেনের গণতান্ত্রিক সংস্কার উৎসাহিত করা সহ নানা বিষয়ে তিনি গত কয়েক বছর কংগ্রেসের ওপর চাপ দিয়েছেন।

তবে চীন ও ইউক্রেন নিয়ে মি. বাইডেনের অবস্থানকে বিভিন্ন প্রচারণায় কড়া ভাষায় আঘাত করেছেন মি.ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, মি. বাইডেন চীনের বেশি ঘনিষ্ঠ এবং ইউক্রেন নিয়ে তার আগ্রহ মূলত ইউক্রেনে তার ছেলে হান্টারের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে।

লড়াইয়ের চূড়ান্ত ধাপ

কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু হলেও, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের মনোনীত প্রার্থী হবার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন জো বাইডেন। তার প্রতিপক্ষ বার্নি স্যান্ডার্সকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট পদের টিকেট এখন মি. বাইডেনের হাতে।

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, তার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ আট বছর বারাক ওবামার ডেপুটি হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন। এর সুবাদে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাটদের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ-ভারতীয় বংশোদ্ভুত নারী কমালা হ্যারিসকে তিনি বেছে নিয়েছেন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট রানিং মেট হিসাবে।

প্রায় ৫০ বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তার তৃতীয় প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ ৪০ বছরের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত পূরণ হবে কিনা তা জানা যাবে তেসরা নভেম্বরের নির্বাচনে। সূত্র: বিবিসি

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজই ২০২০ আদমশুমারি পূরণ করুন।

আগামী দশ বছরে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জরুরি পরিষেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি বছর কয়েক শতকোটি ডলার তহবিল কীভাবে ব্যয় করা হবে তা নির্ধারণে, আপনার দেওয়া উত্তর সাহায্য করবে। আপনি যদি আদমশুমারি পূরণ না করে থাকেন, একজন কর্মী, মাস্ক পরে এবং সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্থানীয় নির্দেশনা মেনে, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আপনার কাছে যাবেন। **অনলাইনে কিংবা ডাক যোগে আদমশুমারি পূরণ করার এখনও সময় আছে। কীভাবে করবেন তা 2020CENSUS.GOV/bn এই ওয়েব সাইটে জেনে নিন।**

2020CENSUS.GOV/bn

Shape your future START HERE >

United States® Census 2020

অর্থায়ণ: ইউ.এস. আদমশুমারি ব্যুরো

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই ভায়ের জানাজা অনুষ্ঠিত ॥ মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণ





(শেষের পাতার পর)

রাতেই তাদের মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ আগষ্ট, সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে বাংলাদেশী দুই ভাই মোজাম্মেল হক রাসেল (২৭) ও তার ছোট ভাই হিমেল আকরাম জয় (২৫) সহ তিন জন নিহত এবং রাসেল-হিমেলের ছোট ভাই আপেল আহত হন। খবর ইউএ-নএ'র।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো সিটি থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফেরার সময় রচেস্টার এলাকায় মুখোমুখি দুই গাড়ীর সংঘর্ষে মারাত্মক ঐ দূর্ঘটনা ঘটে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় তারুণ্য নামক সামাজিক সংগঠনের নেতা মোজাম্মেল হক রাসেল (২৭) ও তার ছোট ভাই হিমেল আকরাম জয় (২৫) এবং অপর গাড়ীর চালক চার্লস বারগারস্টোক (৮১) ঘটনাস্থলেই মারা যান। দূর্ঘটনায় রাসেল-হিমেলের ছোট ভাই আনিসুল হক আপেল (২৩) এবং তাদের সাথে থাকা কেনেডি অপি (১৮) গুরুতর আহত হন। আহতদেরকে নিকটস্থ





রচেস্টার স্ট্রং মেমরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিপরীত দিক থেকে (ভুল পথে) আসা একটি গাড়ির সাথে রাসেল-হিমেল-আপেলদের ঘাড়ীর মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। দূর্ঘটনায় আহত আপেল আশংকামুক্ত। রাসেল-হিমেল-আপেলদের গ্রামের বাড়ী ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চন্ডীপাশা। আর চার্লস বারগারস্টোক ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

নিহত বাংলাদেশীরা নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ায় সপরিবারে বসবাস করছিলেন। তাদের বাবা সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া নিউইয়র্কের বোর্ড অব ইলেকশন কমিশনের কর্মকর্তা। রাসেল-হিমেল-আপেলরা তিন ভাই আর এক বোন ছিলেন। মৃত্যুকালে রাসেল স্ত্রী সহ ৬ বছরের এক কন্যা আর ৬ মাস বয়সী অপর এক কন্যা রেখে যান। হিমেল বিবাহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যেই তার বিয়ের কথা ছিলো। এদিকে একই সাথে দুই পুত্র হারিয়ে বাকরুদ্ধ সিরাজুল ইসলাম ভূইয়ার পরিবার।

রাসেল-হিমেল-আপেলদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, নিউইয়র্কের জীবন-যাত্রা ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে তারা সিউইয়র্ক সিটি থেকে বাফেলো সিটিতে 'মুভ' (স্থায়ীভাবে চলে যাওয়া) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। এজন্যই তারা তিন ভাই মিলে বাফেলোর খোঁ-জখবর নিতে সেখানে গিয়েছিলেন। বাফেলো থেকে ফেরার পথে তারা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি বিশ্বখ্যাত 'নায়েগ্রা জলপ্রপাত' দেখে সোমবার দিবাগত রাতে নায়েগ্রা থেকে সিউইয়র্ক সিটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গভীর রাতে ফেরার সময় নিউইয়র্কের আপষ্টেটের রচেস্টার কাউন্টিতে তারা দূর্ঘটনার শিকার হন। রচেষ্টার থেকে রাসেল ও হিমেলের মরদেহ নিউইয়র্কে আনার পর তাদের নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক সিদ্ধান্তে দুই ভাইয়ের মরদেহ শুক্রবার রাত ১১টার একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়। ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চন্ডীপাশা গ্রামে উভয়ের মরদেহ দাফন করা হবে।

করোনা নেগেটিভ বা অ্যান্টিবডি পজিটিভ প্রমাণ অপরিহার্য

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নতুন শিক্ষা বছর শুরু থেকেই নিউ ইয়র্ক পাবলিক স্কুল সিস্টেম শ্রেণীকক্ষ শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে স্কুল সেইফটী রিওপেনিং প্যানের (নিরাপত্তা পরিকল্পনার) অংশ হিসেবে করোনা নেগেটিভ কিংবা অ্যান্টিবডি পজিটিভ প্রমাণপত্র ছাড়া কোন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশু-কিশোরকে স্কুল ভবনে ঢুকতে দেয়া হবেনা বলে জানিয়েছেন ইউনাইটেড ফেডারেশন অব টীচার্সের প্রেসিডেন্ট মিশেল মালগ্রু।

২ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্বকারী ইউএফটির প্রেসিডেন্ট মালগ্রু এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অভিভাবকদের কোভিড-১৯ নেগেটিভ কিংবা অ্যান্টিবডি পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে এবং উভয়ই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। মালগ্রু বলেন, যাদের পজিটিভ অ্যান্টিবডি ফলাফল নেই তাদেরকে অবশ্যই বিদ্যালয় খোলার ১০ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং স্কুল ভবনে ঢোকার আগেই নেগেটিভ ফলাফল দেখাতে হবে। ইউনাইটেড ফেডারেশন অব টীচার্সের পরিকল্পনায় আওতায় উক্ত প্রমাণপত্র ২ মাসের জন্য কার্যকর থাকবে।

জিরো থেকে হিরো

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকায় কৃষ্ণকায়দের ভোটারধিকার নিশ্চিত হয়েছে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে আর আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাগণ ভোটাধিকার অর্জন করেন ১৯১৯ সালের উনবিংশ সংশোধনীর সুবাদে। অথচ নিউ ইয়র্কের রচেস্টারের বাসিন্দা দুঃসাহসী সুসান বি অ্যান্থনী আরও ১৪ জন মহিলাকে নিয়ে ১৮৭২ সালে ভোট প্রদান করেন এবং বেআইনী ভোট দানের অপরাধে গ্রেপ্তার হন ও বিচারের সম্মুখীন হন। বিচারের পূর্বে অ্যান্থনী ২৯ টি শহর ঘুরে বেড়ান এবং সকলের নিকট প্রশ্ন রাখেন ভোটদান আমেরিকান নাগরিকের জন্য অপরাধ কি? যাহোকে বিচারে অ্যান্থনীকে দোষী সাব্যস্ড় করা হয় ১০০ ডলার জরিমানা করা হোক। অ্যান্থনী জরিমানা দিকে অস্বীকার করেন এবং আদালতকে বলেন, জুলুমবাজ সরকারের স্বেচ্ছাচারি কর্মকান্ডে বাধা দেয়া জগদীশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের শামিল।

৮৬ বছর বয়সে অ্যান্থনীর মারা যাওয়ার প্রায় ৫০ বছর পর আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে অ্যান্থনী কারাবরণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত হল এবং প্রায় দেড়শ বছর পর অ্যান্থনী জিরো থেকে হিরো বনে গেলেন ।

কৃষ্ণকায় মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানের দাবিতে প্রণিত উনবিংশ সংশোধনীর শততম বার্ষিকীতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রয়াত অ্যান্থনীর জরিমানা মওকুফ করে দিয়েছেন এবং তাকে মহিলা ভোটাধিকারের অগ্রদূতের মর্যাদা দিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের লেফটেন্যান্ট গভনর্র ক্যাথলীন হচুল প্রয়াত অ্যান্থনীর জরিমান মওকুফের অনুরোধ করায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে ২০ আগস্ট জানা যায়।

ক্যাপশন: সুসান বি অ্যান্থনী।

করোনার ভয়ঙ্কর প্রভাব, অতিদারিদ্র্যের সীমায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট নতুন যে হিসাব দিচ্ছেন, তাতে আগের ৬ কোটির সংখ্যাটি বেড়ে ৭ থেকে ১০ কোটিতে দাঁড়াতে চলেছে।

সংস্থাটির প্রধান ম্যালপ্যাস জানান, স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে আছে বিশ্বের গরীব দেশগুলো। ঋণ ফেরত দেওয়ার বিষয়টি যাতে তাদের কাছে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য অসুবিধায় পড়া দেশগুলোর সঙ্গে নতুন করে আলোচনা দরকার।

জি২০ সংগঠনের সদস্য উন্নত দেশগুলো গরীব দেশগুলোর ঋণ ফেরত আপাতত স্থগিতের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মনে করেন, পরিস্থিতি এখন যে জায়গায়, তাতে এতেই সমস্যা মিটবে না। গরিব দেশগুলো যাতে তাদের নাগরিকদের জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী বছরের জুন থেকে বিশ্ব ব্যাংক ১০০টি সবচেয়ে গরিব দেশের জন্য ১৬ হাজার কোটি ডলার বরাদ্দের প্রকল্প নিয়েছে।

তবে মহামারীর ফলে জনজীবন যত বেশি দিন স্তব্ধ থাকবে, দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যাওয়া মানুষের সংখ্যাটাও তত বাড়বে বলে জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তারপরও বিশ্ব ব্যাংকের চিফ ইকনমিস্ট কারমেন রেনহার্টের সুরে পরিস্থিতিকে এখনই তিনি 'মহামারিজনিত মন্দা' বলতে রাজি নন। ম্যালপ্যাস বলেন, "পরিস্থিতিকে মন্দার সূচনা বলা যেতে পারে বড় জোর।" সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট, ম্যানিলা স্ট্যান্ডার্ড

লুজিয়ানায় পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ নিহত

(প্রথম পাতার পর)

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছুরি নিয়ে একটি দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপরই তাকে কাছের একটি হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন। তারা বলেছে, কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে পুলিশি সহিংসতার আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা এটি। ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

উল্লেখ্য, এর আগে ২৫শে মে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গকে হাঁটু দিয়ে গলা চেপে হত্যা করে পুলিশ। ওই ঘটনায় প্রতিবাদে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা যুক্তরাষ্ট্র।

প্রবাসে বসে গ্রামের স্বাদ

সাব্বির কাজীর সাধের লাউ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দেশী স্বাদের লাউ খেতে মনটা আকু-পাকু করছিলো বহুদিন। তাই দেশ থেকে বিচি আনিয়ে নিজের বাসার সামনে লাগিয়ে ফেল্লাম লাউ গাছ। আমার সাধ পুরণ হয়েছে। ফলন এত বেশী হয়েছে যে নিজের প্রয়োজন মিলিয়ে এখন আত্মীয়স্বজনদের বিলাচ্ছি। বলছিলেন- নিউইয়র্ক প্রবাসী হবিগঞ্জ সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী সাব্বির আহমদ।

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে তার বাসায় গিয়ে দেখা গেলো মাচায় ঝুলছে সারি সারি লাউ। বল্লেন, ইতিমধ্যে ডজন খানিক বিলিয়েছি। গাছে ঝুলছে আরো প্রায় ১৪টি। শাক তো আছেই।

শুধু সাব্বির কাজী নয়, এখন প্রবাসী বাংলাদেশী যাদের প্রাইভেট হাউজ আছে তাদের প্রায় সবাই এখন নানা জাতের শব্জী ফলাচ্ছেন নিজ আঙিনায়। অনেকেই এখন নিজ নিজ বাড়ীর ব্যাকইয়ার্ডে নানান জাতের শাক-সবজি চাষ করছেন



আসিফ নজরুলের কলাম

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী

(শেষের পাতার পর)

ভারতের আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। চীন সম্প্রতি তিস্তা নদীবিষয়ক প্রকল্পে বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রকল্প তিস্তা নদী নিয়ে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে বহু বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখার একটি বিকল্প হতে পারে। এসব ভারতকে বিচলিত করতে পারে। তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আলোচনা করছে কয়েক দশক ধরে। ২০১১ সালে এ চুক্তি হবে বলে জোর আশ্বাস দেওয়া হলেও আজও এ চুক্তি সম্পাদনে রাজি হচ্ছে না ভারত পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কথা বলে। অথচ তিস্তার উজানে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে রাজি করানোর চেষ্টা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার করেছে বলে জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক নদী তিস্তার পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেন ভারতের আন্তপ্রাদেশিক বিরোধের বলি হবে, তারও কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

তিস্তা চুক্তি না হলেও গত ১০ থেকে ১২ বছরে ফেনী নদী চুক্তি, ট্রানজিট, নিরাপত্তা সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বহু চুক্তি হয়েছে, যাতে মূলত ভারতের স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের কয়েক লাখ নাগরিক এ দেশে চাকরি ও ব্যবসা করার সুযোগও পেয়েছেন।

দুই দেশের সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতার এ বিষয় প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করেন না। বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস বরং সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে দুই দেশের মধ্যে এমন ভালো সম্পর্ক বিশ্বে আর নেই। সীমান্ত হত্যা, নদী চুক্তির অচলাবস্থা প্রসঙ্গগুলোও তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মনে হবে না যে এসব কোনো গুরুতর সমস্যা দুই দেশের মধ্যে।

দুই দেশের মধ্যে অসাধারণ ভালো সম্পর্ক থাকলে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ায় তা কিছুটা হলেও বোঝা যায়। কিন্তু অন্তত বাংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়ায় এমন কোনো আভাস পাওয়া যায় না কোনো ঘটনায়। যেমন রীভা গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎকারের ওপর শতাধিক মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল প্রথম আলোর অনলাইনে। সেখানে অন্তত ৯০ শতাংশ মানুষ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক কথায় তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, এটা শুধু ভারতকে একতরফাভাবে দিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক।

দুই.

বাংলাদেশে এই ভারতবিরোধী মনোভাব কাম্য নয়, তবে এর পেছনে কিছু বাস্তব কারণ রয়েছে। শুধু সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যার বিষয়টি বিবেচনা করলেই এটি বোঝা যাবে। পৃথিবীর কোনো সীমান্তে এমন একতরফা বেসামরিক নাগরিক হত্যার নজির নেই। ভারত বলে থাকে যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও অপরাধীদের ঠেকাতে এটি করা হয়। অথচ ভারত এদের গ্রেপ্তার ও বিচার করে এমন বহু হত্যাকাণ্ড এড়াতে পারত।

বিজ্ঞাপন

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রীভা গাঙ্গুলী দাস বলেছেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা আক্রান্ত হয় বলে হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। অথচ ফেলানী হত্যার মতো ঘটনাগুলোয় এবং বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে ঢুকে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে, সেসব ক্ষেত্রে এটি বলার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া অল্প কিছু ঘটনায় ভারতীয় বাহিনী আক্রান্ত যদি হয়েও থাকে, সেখানে শক্তি প্রয়োগে তারা সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে বলে মনে হয় না। এমন নজির থাকলে সীমান্তে বড়জোর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটত, অসংখ্য বাংলাদেশির নিহত হওয়ার ঘটনা নয়।

সীমান্তে এসব ঘটনা মানুষের মনে কী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎকারের ওপর মন্তব্যে তার অনেকটা আভাস রয়েছে। আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, বছরখানেক আগে সীমান্তে একজন নেপালি নিহত হওয়ার পর দেশটিতে কী ধরনের প্রতিবাদ হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া হয় না, তা ভাবা ঠিক নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশে তাহলে এমন প্রতিবাদ হয় না কেন? আমরা এর উত্তর নেপাল-ভারত সম্পর্কের দিকে তাকালে বুঝতে পারব। নেপালে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে স্বাধীন ভারতের প্রতি অনুগত রাজতন্ত্র ছিল। সে সময়ে নেপাল ও ভারতের মধ্যে যে চুক্তিগুলো হতো, তাতে ভারতের স্বার্থ প্রাধান্য পেত। যেমন গান্ধক ও কোশী নদী চুক্তি। নেপালের পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতিতেও ভারতের প্রভাব বজায় ছিল। ভারত এভাবেই অভ্যস্ত ছিল এবং সে কারণে কয়েক বছর আগে নেপাল যখন নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে, সেখানে ভারতের ইচ্ছার প্রতিফলন না থাকায় ভারত তা সহজভাবে নেয়নি। ৪০ থেকে ৫০ বছর ধরে নেপালে কার্যত কোনো ভারতবিরোধিতা না থাকলেও ভেতরে-ভেতরে জনগণের মনে যে তা কতটা জোরালো হয়ে উঠেছিল, তা টের পাওয়া যায় সম্প্রতি কে পি শর্মা অলি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। তিনি ভারতবিরোধী প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করার পর নেপালের মানুষের ভারতবিরোধী মনোভাবও প্রকাশ্যে চলে আসে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্লেষকের লেখা পড়লে মনে হয়, এটা যে এত দিন সুপ্তভাবে ছিল, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি আগে।

ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের বঞ্চনাবোধ কম নয়। এর কিছু কারণ ওপরে বলেছি। এ ছাড়া রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প, ট্রানজিট, এনআরসি, এনসিসি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশ সম্পর্কে অবজ্ঞামূলক মন্তব্য–এমন বিষয়গুলোও কম গুরুতর নয়। আমার আশঙ্কা, নেপালের মতো বাংলাদেশেও যেকোনো রাজনৈতিক মহল সুবিধামতো সময়ে এমন ভারতবিরোধী মনোভাবকে পুঁজি করতে পারে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের লুকানো ফাটল উন্মোচিত হয়ে উঠতে পারে তখন।

তিন.

ভারত সরকারের বাংলাদেশনীতি দেখলে মনে হয়, এখানে মোটাদাগে দুটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, তারা বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থনকে শুধু একপক্ষীয়ভাবে বিবেচনা করে থাকে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভারতকে অনেক সুবিধা দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে ভারত তার দুই পাশে পাকিস্তানকে রেখে কখনোই আজকের অবস্থানে আসতে পারত না। এটি মনে রাখলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিত ছিল ভারসাম্যমূলক।

দ্বিতীয়ত, ভারতের অনেকের ধারণা, তিন দিকে ভারতপরিবেষ্টিত বাংলাদেশের ভারতনির্ভর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এটি বড় একটি ভুল। এর প্রমাণ এমনকি গণহত্যার দগদগে স্মৃতি নিয়েও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধুর আমলে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ছিল। বাংলাদেশের পক্ষে যে অনায়াসে চীনমুখী হওয়া সম্ভব, সেটি পরে জিয়াউর রহমান তাঁর পুরোটা আমলে দেখিয়েছেন। এখনকার শেখ হাসিনা আমলেও তা কিছুটা হলেও বোঝা যাচ্ছে। এসব আমলে নিলে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সমমর্যাদা ও সমান সুবিধাভিত্তিক একটি প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে তুলত, যা হয়নি।

তারপরও আমি মনে করি, দুই দেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভারত-বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধুত্বই দুই দেশের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক। এমন মানুষ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্য পেলে দুই দেশের জনগণ পর্যায়ে দূরত্বও কমবে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক।

ভাস্কর মৃণাল হক

(শেষের পাতার পর)

ঢাকায় মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জানা যায়, বেশ কিছু দিন ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন মৃণাল হক। শুক্রবার রাতে সুগার লেভেল ও অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় তাকে ওই হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃণাল হক ১৯৫৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ১৯৮৪ সালে তিনি মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন।

প্রসঙ্গ জুলহাস

(শেষের পাতার পর)

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক দপ্তর সহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার জন্য ছিল নির্দিষ্ট রুম। সার্বক্ষনিক থাকতেন টুলু ভাই, মাজহারুল হক টুলু জাসদ-এর দপ্তর সম্পাদক। একদম সাধাসিধে একজন নিতান্তই ভদ্রলোক। কথাবার্তায় কোন প্যাচগোচ থাকতো না। সাংবাদিকতার সুবাদে মাঝেমাঝেই আমার যাওয়া পড়তো জাসদ অফিসে। গেলে এই টুলু ভাইয়ের রুমেই আড্ডা আলাপচারিতায় বসতাম। বঙ্গবন্ধু তখন দেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন আওয়ামী লীগের এক সময়ের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদুল্লাহ সাহেবকে, আমরাও মজা করতে টুলু ভাইকে বলতাম জাসদ ক্ষমতায় গেলে আপনিই তো রাষ্ট্রপতি! টুলু ভাই রসিকতা বুঝতেন তবে শুধু মুচকি মুচ কি হাসতেন। অফিসে প্রায় সময়ই থাকতেন সৈয়দ জাফর সাজ্জাদ খিচ্চু ভাই, মোশাররফ হোসেন ভাই, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হিরু সহ আরও কয়েকজন নেতা।

এই অফিসেই জুলহাস নামে ছয়/সাত বছরের একটা ছেলে থাকতো। ছিপছিপে গাঢ় শ্যামলা। মাঝেমাঝে কে যেন চুলে তেল লেপ্টে দিত। সবাই আদর করতো তাকে। কথা বলতো একটু উচ্চস্বরে। কোথায় বাড়ী কার ছেলে থাকে কোথায় কিছুই জানতাম না। টুলু ভাইয়ের রুমে গেলেই জুলহাস এসে হাজির হয়ে যেতো। টুলু ভাই বলতেন, জুলহাস চা নিয়া আয়। কিছুক্ষণের মধ্যে চা নিয়ে হাজির জুলহাস। মুলত: ফাই ফরমাস খাটাই তার কাজ ছিল। আমরা বেশ মজা করতাম জুলহাসের সাথে। কে যেন দুষ্টামি করে তার বাপ মা'র নাম শিখিয়ে দিয়েছিল। আমরা জিজ্ঞেস করতাম তোর নাম কি? উত্তর দিতো, জুলহাস। তোর বাবার নাম কি? ও বলতো রাজাহাস। জিজ্ঞেস করতাম মায়ের নাম কি? জুলহাস বলতো, পাতিহাস! সবাই হেসে উঠতো। আমি একবার শিখিয়ে দিলাম কেউ যদি জানতে চায় ভবিষ্যতে কি হতে চাস, তুই বলবি- ইতিহাস। দিকে। তখন সন্ধ্যা হয়হয়। জিপিও'র সামনে এসে পৌঁছেছি হঠাৎ দেখি স্টেডিয়ামের ওদিক থেকে জ নৈক শীর্ষ স্বেচ্ছা সেবক লীগ নেতার নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একটা ষন্ডা বাহিনী হাতে প্রজ্জলিত মশাল নিয়ে জাসদ অফিসের দিকে ধেয়ে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে যাই। আগতরা জাসদ অফিসে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো গোটা অফিস। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। নেতা ভাই (পরবর্তীকা লে একজন জাতীয় নেতা) তার দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জাসদের স্বাভাবিক রাজনীতিও সাঙ্গ হলো। যতদুর মনে পড়ে এরপর ওই অফিসে আর আমার যাওয়া হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্মৃতিচারনটুকু করতে হলো। কারন ওই ঘটনার পর সেই জুলহাসকে আর দেখি নাই। জুলহাসের কোন খোঁজ কারও জানা আছে কি?

জেএমসিতে কভিড-১৯ টেষ্ট সোমবার-শুক্রবার

(শেষের পাতার পর)

ফ্রি কভিড-১৯ টেষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২৪ আগষ্ট সোমবার থেকে এই ষ্টেট চলবে। সপ্তাহে ৫দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেএমসি প্রাঙ্গনে এই টেষ্ট চলবে।

জেএমসি পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, করোনাভাইরাস পরস্থিতিতে টেষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংশ্লিস্টদের সহযোগিতায় জেএমসি-তে কোভিড-১৯ টেষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যে কেউ এখোনে এসে ফ্রি চেষ্ট করতে পারবেন। জেএমসি'র এই উদ্যোগ সফল করার জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

আশুরা উপলক্ষে এএমসি'র ভার্চ্যুয়াল আলোচনা ২৮ আগষ্ট

(শেষের পাতার পর)

হজ্জ গ্রুপ মুফতি আব্দুল মালেক, মসজিদ মিশন সেন্টারের ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের ইমাম আতাউর রহমান সহ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম আলোচনা করবেন। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকছে টাইম টেলিভিশন।

ভার্চ্যুয়াল মাহফিলে টাইম টেলিভিশন ও এএমসি'র ফেইজ বুক পেইজ করা এবং মসজিদের উন্নয়নে এগিয়ে এসে উভয় জাহানে কল্যাণ হাসিল করার অনুরোধ জানিয়েছেন এএমসি কর্তৃপক্ষ।



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(৪ পাতার পর)

পরিচালিত জনমত সমীক্ষায় (১৩ আগস্ট, ২০২০) দেখা যায়, শতকরা ৭৯ ভাগ ভোটার অর্থনীতিকে 'অগ্রাধিকার' দিয়েছে প্রথমে। এরপর ৬৮ ভাগ দিয়েছে স্বাস্থ্যসেবাকে, ৬৪ ভাগ সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি নিয়োগকে, ৬২ ভাগ করোনা-ভাইরাসকে, ৫৯ ভাগ ক্রাইমকে, ৫৭ ভাগ বৈদেশিক নীতিকে ইত্যাদি।

এ থেকেই বোঝা যায়, ভোটারদের আগ্রহ কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি। সুতরাং, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, ভোটাররা সেদিকেই লক্ষ রাখবেন। ইতোমধ্যে কিছু কিছু জনমত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৭ জুন নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের একটি যৌথ সমীক্ষা প্রকাশ করেছে ইয়াহু নিউজ। তাতে দেখা যায়, Battleground Stateগুলোর মাঝে প্রায় সব ক'টিতেই জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। ইতোমধ্যে ডেমোক্রেট পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশনে 'জো বাইডেন-কমলা হারিস' জুটি পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন।

কমলা হারিস এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে আলোচিত একটি নাম। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটদলীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী; তিনি জো বাইডেনের রানিংমেট। ৩ নভেম্বর সেখানে নির্বাচন। কমলা হারিস আলোচিত নানা কারণে। তার শরীরে ভারতীয় রক্ত যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে জ্যামাইকার রক্তও। মা শ্যামালা গোপালন ভারতীয় আর বাবা ডোনাল্ড হারিস এসেছিলেন জ্যামাইকা থেকে। দু'জন ইমিগ্রেন্টের সন্তান কমলা, জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে। নিজেকে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে পরিচয় দিলেও শতকরা একশ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ- এটা বলা যাবে না। তার শরীর অনেকটাই বাদামি রং ধারণ করেছে।ট্রাম্প হারিসের জন্ম ও গায়ের রং নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। যদিও ট্রাম্প নিজেও ইমিগ্রেন্টের সন্তান। তবে পার্থক্যটা হল, তিনি শ্বেতাঙ্গ; কমলা শ্বেতাঙ্গ নন, বাদামি। কমলা হারিসকে নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের ভয়টা কি এ কারণে যে, কমলা হারিস ডেমোক্রেট দলের উঠতি স্টার! ৭৭ বছরের জো বাইডেনের রানিংমেট হয়ে কমলা কি সবাইকে জানিয়ে দিলেন- তিনি আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। ২০২৪ সালের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কি কমলা হারিস টার্গেট করছেন?

এটা ঠিক, আমেরিকার রাজনীতিতে ভাইস প্রেসিডেন্টের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। নীতিনির্ধারণে প্রেসিডেন্টের ভূমিকাই আসল। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট ওবামার অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন (২০০৯-২০১৭)। তবে এটা সত্য, তিনি কোনো 'ক্যারিশম্যাটিক' লিডার নন; যেমনটি ছিলেন বারাক ওবামা। এ ক্ষেত্রে কমলা হারিসের মনোনয়ন ডেমোক্রেটদের ইমেজ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে কিছুটা হলেও। কমলা হারিসের ভারতীয় ও জ্যামাইকান 'কানেকশন' ভারতীয় ও ক্যারিবীয় বংশোদ্ভূতদের মাঝে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে ক্যারিবীয় কিংবা ভারতীয় আমেরিকানদের সংখ্যা যে বেশি, তা বলা যাবে না। পরিসংখ্যান বলছে, ক্যারিবীয়দের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা শতকরা ৪ ভাগ আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ০.৯ ভাগ। নতুন প্রজন্মের ক্যারিবীয় ও ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের আদি বাসস্থানের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কমলা হারিসের মা এসেছিলেন চেন্নাই থেকে। যখন কমলার বয়স ৭ বছর, তখন তার বাবা-মা'র মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। চেন্নাইয়ে তার মাতৃকূলের আত্মীয়স্বজনরা আছেন। তবে তাদের সঙ্গে কমলা হারিসের যোগাযোগ খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। মায়ের কারণে হিন্দুধর্মের প্রতি তার ভালোবাসা ও ভক্তি আছে। আবার বাবার কারণে তিনি চার্চেও যান। তবে তিনি কোনো একটি বিশেষ ধর্ম পালন করেন কিনা, তা জানা যায়নি। তার বাবা-মা উভয়েই উচ্চশিক্ষিত এবং পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী। তার বাবা ডোনাল্ড জে. হারিস স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। আর তার মা শ্যামালা গোপালান ব্রেস্ট ক্যান্সার গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে তার স্বামী ইহুদি। তিনি ইসরাইলের জোরালো সমর্থক।

কমলা হারিস একজন আইনজীবী, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যার্টনি জেনারেল ও সিনেটর। জাতীয় রাজনীতিতে তিনি আসবেন- এমন কথা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। তিনি নিজে জো বাইডেনের সঙ্গে ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। তাতে সফল হননি। শেষ পর্যন্ত জো বাইডেনই তাকে তার রানিংমেট হিসেবে বেছে নেন। বলা ভালো, কমলা হারিসই প্রথম মহিলা আফ্রিকান-আমেরিকান তথা প্রথম এশিয়ান-আমেরিকান মহিলা, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর আগে মাত্র দু'জন মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। অবৈধ অভিবাসীদের কাজের অনুমতি দিতে তিনি Dream Ad (২০০১)-এর প্রস্তাব করে অভিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হলেও কমলার ইসরাইলপ্রীতি আরবদের কাছে তাকে জনপ্রিয় করেনি। এমনকি ভারতীয় আমেরিকানদের মাঝে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেশি। সুতরাং তার ভারতীয় 'কানেকশন' নির্বাচনে কতটুকু প্রভাব ফেলবে, তা একটি প্রশ্ন বটে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, সারা বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। একদিকে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করার ব্যর্থতা, অন্যদিকে বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়া, চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি নানা কারণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব। ২০২১ সালের জানুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্র একজন নয়া প্রেসিডেন্ট পাবে, নাকি ট্রাম্প তার দ্বিতীয় টার্ম শুরু করবেন- সেটাই দেখার বিষয়।

লেখক: প্রফেসর ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
e-mail: tsrahmanbd@yahoo.com

INSURANCE
New/ Renewal
AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY
CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY
BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ
ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
ফুলটাইম হিফজুল কোরআন ক্লাস
সামার ক্লাস
Al-Mansoor Cultural Center

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ আজও অধরা

প্রদীপ মালাকার

গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহদাত ও জাতীয় শোকদিবস সারা দেশে করোনা মহামারির মধ্যেই জাঁকজমকহীনভাবে পালিত হয়। আগষ্ট মাস এলেই সরকারি দল ও নেতা কর্মীরা অন্তত বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে জাতির জনকের শোকাবহ শাহদাত দিবসটি পালন করে এবং সেই সাথে বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বাদবাকী খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় বাস্তবায়নে সোচ্চার হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে দেশী ও আন্তজারতিক ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে তেমন কোন উচ্চ বাচ্য নেই। গত ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা রায়ে সুপ্রিমকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন- বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে অনেক রাগব বোয়াল জড়িত ছিল কিন্তু আইনি দুর্বলতার কারণে তাদের ধরা যাইনি। আইন মন্ত্রী আনিসুল হক ভার্চুয়াল এক শোক দিবস অনুষ্ঠানে বলেছেন- বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের নেপথ্যের কুশীলবদের চিহ্নিত করতে এবং ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। আদালতের রায়ে দেশী ও আন্তজারতিক ষড়যন্ত্রের কথা উঠে আসেনি।

অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ছিল একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আদালতের রায়ে এই নির্মম হত্যাকান্ডে সমগ্র সেনাবাহিনী জড়িত ছিল না। জড়িত ছিল সেনাবাহিনীর চাকরিরত ও চাকরিচ্যুত ১০-১২ জন মেজর পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং ২টি ইউনিট এই বর্বরতায় অংশ নেয়। অন্যদিকে এদেশীয় মূলচক্রান্তকারি বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মুশতাক, সরকার ও সরকারের বাইরে গুটি কয়েক মন্ত্রী ও আমলাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্রে ও বিপথগামী সেনাকর্মকর্তাদের মদত দিয়ে থাকে। আর স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র তাদের এদেশীয় দোসররাই যে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ও চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতারই শুধু বিরোধিতা করেনি, স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্ব মানচিত্রে টিকে থাকতে নাপারে তার ও চক্রান্ত করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং পাকিস্তানের ভুট্টো যে, বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, এর অনেক প্রমাণ ও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রবল পরাক্রমশালী দেশের বিরোধিতা সত্বেও মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। কিসিঞ্জারের সাবেক স্টাফ এসিসস্টেন রজার মরিস এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের প্রতি তার (কিসিঞ্জার) ঘৃণার কথা স্বীকার করেছেন। মরিস জানান, শেখ মুজিবের নেতৃতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কি-সিঞ্জার তার ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করতেন। কিসিঞ্জারের বিদেশি শত্রুর তালিকায় সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন আলন্দে, থিউ ও শেখ মুজিব। এ তিনজন তার বিভিন্ন পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দেন।

আমেরিকা ও তার অনুগ্রহভাজন পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে পরাজিত করে এবং মুজিবের বিজয় ছিল আমেরিকার শাসকবর্গের পক্ষে অত্যন্ত বিব্রতকর। (বাংলাদেশ ঃ দি আনফিনিশড রেভু-লিউশন, লরেঞ্জ লিফসুলজ, পৃষ্টা-১৩৬-১৩৮) ১৯৭৯ সালে আমেরিকান সাংবাদিক লরেঞ্জ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আগষ্ট হত্যাকান্ডের পিছনে সিআই-এর হাত ছিল এবং আমেরিকান সরকারের উচিত এটি তদন্ত করে দেখা। তিনি তার প্রতিবেদনে আরও বলেন, মুজিব হত্যায় সিআই-এর সংশ্লিষ্টতার মার্কিন দলিলপত্রই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে কর্ণেল ফারুক নিয়মিতভাবে আমেরিকান মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এমন কি ১৯৭৪ সালে তিনি আমেরিকানদের কাছে তার সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ১৯৯৩ সালে আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও লেখক স্টেনলি উলপারট তার জুলফি ভুট্ট অফ পাকিস্তান বইয়ে লিখেছেন- পচাত্তরের ২২ মার্চ মিশরের আসওয়ান সফররত কিসিঙ্গারের কাছে একটি টেলিগ্রাম যায়। তার শিরোনাম ঃ সিআইএ এবং বাংলাদেশে একটি সম্ভাব্য অভ্যুথান। এর বিস্তারিত তথ্য জানতে পারিনি। কারন, তা অবমুক্ত করা হয়নি বা মুছে ফেলা হয়েছে। এর দুই দিন আগে ২০ মার্চ ফারুক রহমান জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন ।

দেশের এবং বিদেশের রাজনউতিক পন্ডিতগণ মনে করেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে আমেরিকার নীরব সমর্থন থাকলেও মুল ভূমিকা পালন করে পাকিস্তান তথা তাদের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে আটক বঙ্গবন্ধুকে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচারে বঙ্গবন্ধুকে দ্বিতীয়বারের মত খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান জীবন্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন ভুট্টোও খবর পেয়ে লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি ছুটে গিয়ে ইয়াহিয়াকে নিভৃতি করেন এবং বলেন, তাকে পাকিস্তানের মাটিতে নয়, তার দেশেই তার লোক দিয়েই কবর দেওয়া হবে। আপনি কেন এই দায় নিজে এবং পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাতে চান? ৯৩ হাজার সেনা ও তাদের পরিবার পরিজন মিলে লক্ষাধিক ভারতের কারাগারে বন্দী আছে। মুজিবকে হত্যা করিলে বাঙালীরাও তাদের ছেড়ে দিবে না।

তারপর ১৯৭৩ সালে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দাওয়াত পেয়ে বিশাল লাট বহর নিয়ে ঢাকা সফরে আসেন এবং ভুট্টোও এসেই মসিউর রহমানসহ কয়েকজন স্বাধীনতা বিরোধী রাজনীতিকের সাথে দেখা করেন। ভুট্টোর এই সফর সঙ্গীর অধিকাংশই ছিল আইএসআই'য়ের লোক। আমাদের গোয়েন্দারা সফররত লোকজনের সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। আমাদের দেশের গুটি কতক রাজনীতিবিদ ও দল বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর বাকশাল চালু হওয়ার অবস্থায় বাকশালের ভালমন্দ যাচাই হওয়ার পূর্বেই বাকশাল-কে সুন্দরবনের বাঘ বানিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। তারা দাবি করেন বাকশাল গঠন করার কারণেই নাকি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর কারণ। ভুট্টোর ঢাকা সফরের পর ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রথম ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তখনতো বাকশাল ছিল না।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগষ্ট করাচী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ডন' পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকান্ডের পর এদিন সন্ধ্যায় রাওয়ালপিন্ডির সামরিক বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে তাদের ঢাকা মিশন সফলের আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায়। দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মুলত: দুটি চক্র কাজ করেছিল, একটি খন্দকার মুশতাকের নেতৃত্বে বেসামরিক রাজনৈতিক চক্র ও অন্যটি সামরিক। যে সমস্ত সামরিক ব্যক্তি মুজিব হত্যাকান্ডে সরাসরি জড়িত ছিল, ১৯৭৫-এর মার্চে কিংবা এপ্রিলের মধ্যে তাদেরকে মুশতাকের মূল পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়। মুশতাক চক্রের অন্যতম কুশীলব মাহবুব আলম চাষী দীর্ঘ দিন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী মুশতাকের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। যার ফলে মুশতাকের সঙ্গে আমেরিকান কুটনৈতিক ও একাডেমিক সহকর্মীদের ঘনিষ্ঠতার ব্যপারে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্যক ধারণা ছিল। চাষীর আমেরিকান লবির প্রতি অনুরাগ থাকার কারনেই কুমিল্লায় তার বার্ড অফিসে মুশতাকের নেতৃত্বে তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজেম হোসেন গং ও কর্নেল ফারুক, রশিদদের যে সরকার পরিবর্তনের বৈঠক হয়েছিল, সেই বৈঠকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বুস্টারের যোগদানের রিপোর্ট ও সময় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই সময় বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হন পাকিস্তানের ভুটো । ১৫ আগষ্ট মুজিব হত্যার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তান বাংলাদেশের খুনি সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যায় খুশীতে টগবগ ভুট্টো তাৎক্ষণিকভাবে মীরজাফর মুশতাক সরকারকে ২কোটি টাকা মূল্যের ৫০ হাজার টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু কিসিঞ্জার-ভুট্টোরা বাংলাদেশের খুনিদের দিয়েই হত্যাকান্ড ঘটায়। বিদেশি প্রভুদের মদতে খন্দকার মুশতাক গং ও সেনাবাহিনীর উপ প্রধান জে. জিয়াউর রহমানের লেলিয়ে দেওয়া ফারুক-রশিদ, ডালিম, নুর চক্র বঙ্গবন্ধু পরিবার এবং তার স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করে। গত প্রায় ৪৫ বৎসরে যেসব তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। এতে দেখা যায়, সেনাবাহিনীর তৎকালীন শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনেকের ভূমিকায়ই স্বচ্ছ ছিল না। জে. জিয়া তো ওই হত্যা ষড়যন্ত্রের পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যে জন্য মুজিব হত্যার সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি হলেন জেনারেল জিয়া। জিয়া ছাড়াও জে. ওসমানী, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল তাহের সহ পদস্থ আরও অনেকের ভূমিকাই ছিল সন্দেহজনক ।

তবে পাকিস্তান ফেরত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ ১৫ আগষ্টের ষড়যন্ত্রে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম সারির নাম হচ্ছে এইচ এম এরশাদ। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ২ বছর সিনিয়রিটি দেয়া পাকিস্তান প্রত্যাগতরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া তাদের জুনিয়র সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদের অধীনে চাকরি করাও তারা অপমান বোধ করতেন। পাকিস্তান প্রত্যাগতদের চাকুরিতে পুনর্বহাল করা ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের একটি বড় ভুল সিদ্ধান্ত। শাফায়াত জামিল তার গ্রন্থে লিখেছেন, পাকিস্তান প্রত্যাগতরা কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে বার বার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, জে. জিয়া যে বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রের এদেশীয় মুল হোতা, তারও শত শত প্রমান রয়েছে। ১৫ আগস্টে ভোর রাতে শাফায়াত জামিলের কাছে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর পেয়ে জিয়া ইংরেজিতে বলেন, তাতে কি হয়েছে? প্রেসিডেন্ট নেই, ভাইস প্রেসিডেন্ট তো রয়েছেন। এই একটি উক্তিই প্রমান করে হত্যা-ষড়যন্ত্রে তার যোগসাজশ। ঘাতক ফারুক-রশিদ ১৯৭৬ সালেই সানডে টাইমস ও বিদেশি টেলিভিশনে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জে. জিয়ার মদত দেওয়ার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গবন্ধুর বিদেশ ফেরত আরেক খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পূর্বে তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে জিয়াউর রহমানের মদত দেওয়ার কথা বলে যান। বঙ্গবন্ধু হত্যার ৯ দিনের মাথায় সেনপ্রধান সফিউল্লাহকে বরখাস্ত করে খুনি চক্র জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসেবে পদোন্নতি দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার সবচেয়ে লাভবান ব্যক্তি হচ্ছেন জেনারেল জিয়া। রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে জিয়া কোনদিনই সেনাপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন না।

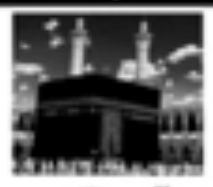
আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তিন মাসের মাথায় জিয়াকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনা হয়। জে. জিয়ার জীবিত থাকাকালে ফারুক-রশিদরা বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়ার জড়িত থাকার কথা বললেও তিনি কোনদিন এর প্রতিবাদ করেননি। অন্যদিকে জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুধু বন্ধ রাখেনি, আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকুরি দিয়ে প্রমান করেছেন, তিনি খুনিদের ঘনিষ্ঠ দোসর ছিলেন। সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে জে. জিয়া খুনি চক্রকে সহযোগিতা ও মদত না দিলে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে কোনভাবেই হত্যা করা সম্ভব হতো না। কর্নেল শাফায়াত জামিল তার গ্রন্থে লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার কদিন পর কারও কোন অনুমতি না নিয়েই এরশাদ ভারতে তার ট্রেনিং শেষ না করেই দেশে চলে আসেন। ভারতে ফেরার পূর্বে জে. জিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও বঙ্গভবনে গিয়ে খুনিদের সঙ্গে বৈঠক করেন এরশাদ।

এটা এখন সুস্পষ্ট যে, শীর্ষ কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার কারনেই গুটি কতক খুনি জাতির পিতাকে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ফারুক-রশিদ চক্র অসহায় অবস্থায় সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের বলতে থাকে 'আমরা একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলিছি। আপনারা পরিস্থিতি সামলান'। সেদিন যদি শীর্ষ কর্মকর্তারা চেইন অফ কমান্ড রক্ষার মাধ্যমে সংবিধান সমুন্নত রাখতেন, তাহলে মুশতাক, সায়েম, জিয়া, এরশাদ চক্র ১৫ বছর অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারত না। আদালতের রায়ে ফারুক, রশিদ, ডালিম গংদের সরাসরি হত্যা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের বিষয়টি উঠে আসলেও পাশাপাশি হত্যাকান্ডে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু এদেশীয় মুশতাক, জিয়া গংদের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতা দখলের কথা জনগণ জানলেও তাদের মুরব্বি ও মদতদাতা স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে দেশের জনগণ আজও অন্ধকারে। তাই আজ বাঙালীর শোকের মাসে সরকারের কাছে জনগণের দাবী, একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং তার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ জনগণের কাছে তুলে ধরা হউক। নিউইয়র্ক, ইউএসএ

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Etihihad
Kuwait, Qatar &
Saudia সহ বিশ্বের সকল সকল
এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ



সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ক্যাফেন্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মেডে বিল সম্বন্ধীয়
- থার্ড রিলেটিভ ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- শিডলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়াস প্রেহড বা ওয়ার্কাইস না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

RISK ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) উ সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) উ সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- শর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৯ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কনসালটেন্টের সহায়তা করাই।





81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Fax: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open - Closes 6PM
Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্টের মাধ্যমে।
- অডিট/নোটিশ, ডিফল্টযুক্ত রেইড ডিপার্টমেন্ট এবং ডিফল্টযুক্ত রেইড সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জটিলতর নোটিশের আন্তরিক সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্ণাঙ্গ ফাইলযুক্ত রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন স্পেশালিস্ট
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এসিস্টেন্সিট অব সাপোর্ট সার্টিফিকেট সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case ম্যানেজমেন্ট
- গ্রীনকার্ড রিনিউয়াল/রিপ্লেসমেন্ট
- এবসুলুটলি অথরাইজেশন / ইমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
- এসাইলাম
- এডজাস্টমেন্ট অব সাপোর্ট
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
25 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
সাড়ে চার বছর পর্যন্ত ঢাকা এক বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Rani Khanam Sukanti - ৫ বছর যাবত শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন



আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগমনের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইউনিপল মেম্বারশিপ ও মেডিক ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহায়তা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইবেন কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী জটিলতার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড আপডেট বাধা করবো"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•লিজ পরিবর্তন ও লিজ রিনিউ সার্টিফিকেশন
•Tax Amendment/ITIN
•ব্যবসা বন্ধ থাকা ইউনিয়ন পদ করার জিলমাপ

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Agnur Pharmacy

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver

Office: 212.661.8400

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
718-[illegible]

JACKSON HEIGHTS OFFICE
718-478-6100

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
26-05, 34St, 2Floor, Astoria
(at the corner of 30 AVE. & 34th)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনেশন এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনেশন পঞ্চ।



ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে পাশেরের নামবার ফেলে কনফিডেন্স তাদেরকে যুক্তিতে ঘিয়োযি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
জাকীর খান
347-279-8327
[illegible]@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

নিউইয়র্কে ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট ৩০ ০ ডলার

(প্রথম পাতার পর)

বেকার ভাতা বন্ধ রয়েছে।

প্রায় ৩ কোটি বেকার আমেরিকান ১ আগস্ট থেকেই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। ডাক বিভাগ উদ্ধারের ২৫ বিলিয়ন ডলারের বিল পাশের সাথে বেকার ভাতার প্রসঙ্গটি যুক্ত করা হলো না কেন-জানতে চাইলে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সী পেলসি শনিবার গণমাধ্যমকে বলেন, '১৫ মে আমরা হাউজে 'হিরোজ অ্যাকক্ট' নামে একটি বিল পাশ করেছি। সেখানে বিস্তারিত প্রস্তাবনা রয়েছে। কিন্তু রিপাবলিকানরা তা আমলে নিচ্ছে না। আমরা সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট রয়েছি ওই ব্যাপারে সন্তোষজনক সমঝোতার জন্যে। কারণ, অনেক মানুষ নিদারুন কষ্টে দিনযাপন করছেন।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ৮ আগস্ট একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন বেকার ভাতা প্রসঙ্গে। সে অনুযায়ী সপ্তাহে ৪০০ ডলার করে পাবার কথা। তবে সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ ৪০০ ডলারের মধ্যে ৩০০ ডলার ব্যয়ের কথা 'ফেমা'র (ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি) জন্যে করোনা রিলিফ প্যাকেজের অর্থ থেকে। অবশিষ্ট ১০০ ডলার করে দেবে স্টেটগুলো-এমন আহ্বান ট্রাম্পের। কিন্তু অধিকাংশ স্টেটই অপারগতা প্রকাশ করেছে ১০০ ডলার করে প্রদানে। কারণ, করোনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি স্টেটই আর্থিকভাবে বড় ধরনের সংকটে পতিত হয়েছে। এভাবেই ট্রাম্পের বিশেষ নির্বাহী আদেশটি এখন পর্যন্ত প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের কাছে।

করোনাভাইরাসের আতঙ্কে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে আগ্রহী নন, এমন ব্যক্তিরা ডাকযোগে আগাম ভোট দিলে কারচুপির শিকার হবেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমর্থক পোস্ট মাস্টার জেনারেলের মাধ্যমে নানা ফন্দি করেছিলেন তিনি। এরপর বাজেট সংকটের অজুহাত দেখিয়ে ব্যালট বিতরণে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করার ঘোষণা দেন পোস্ট মাস্টার।

৩ নভেম্বরের আগে নির্বাচন কমিশনে ব্যালট জমা না হলে সেগুলো গণনার আওতায় আসবে না অর্থাৎ ট্রাম্পের ধারণা যে, আগাম ভোট না পেলেই তার বিজয় নিশ্চিত। কিন্তু সে অভিসন্ধি ভণ্ডুল হবার পথে।

শনিবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশন ডেকে ২৫৭-১৫০ ভোটে ডাক বিভাগের সংকট কাটিয়ে উঠতে ২৫ বিলিয়ন ডলার প্রদানের একটি বিল পাশ করেছে। এতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির ২৬ কংগ্রেসম্যানও সমর্থন দিয়েছেন।

এই বিল পাশের পরিপ্রেক্ষিতে ডেমোক্রেটদের স্বস্তি এলেও রিপাবলিকান শাসিত ইউএস সিনেটে এমন বিল পাশ দূরের কথা, উত্থাপনেও আগ্রহী নন সিনেট-লিডার সিনেটর মিচ ম্যাককনেল। এমনকি ট্রাম্পও আগাম ঘোষণা দিয়েছেন, তেমন বিল তার টেবিলে গেলে, তিনি ভেটো দেবেন।

ট্রাম্পের সাফ জবাব, ডাক বিভাগের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে তহবিলের কোনো ঘাটতি নেই। অপরদিকে, পোস্ট মাস্টার জেনারেল লুইস দ্য জয় কয়েকদিন আগেই বাজেট সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কর্মচারীর কর্মঘন্টা কমানোর তথ্য প্রকাশ করেছেন। তার ফলে স্বাভাবিক কাজে বিলম্ব ঘটছে।

এ অবস্থায় ১৮০ মিলিয়ন তথা ১৮ কোটি ভোটারের ব্যালট নির্দিষ্ট সময়ে বিলি করা কীভাবে সম্ভব-এমন শঙ্কা প্রকাশ করেন লুইস দ্য জয়। শুধু তাই নয়, বাজেটের এই সংকট পুষিয়ে নিতে করোনা রিলিফ বিলের সাথে ২৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছিলেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল। কিন্তু ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন সেই ভর্তুকির ব্যাপারে।

এমন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীষ্মের ছুটিতে থাকা কংগ্রেসের সদস্যরা বিচলিত বোধ করেন এবং প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট স্পিকার ন্যান্সী পেলসি সকলকে জরুরিভাবে ক্যাপিটল হিলে তলব করেন। সে অনুযায়ী কংগ্রেসম্যানরা শুক্রবারের মধ্যেই ওয়াশিংটন ডিসিতে জড়ো হন এবং শনিবার উপরোক্ত বিল পাশ হয়।

স্পিকারের এই উদ্যোগের সংবাদ জানার পরই সুর পাল্টিয়েছেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল। সিনেটের এক শুনানিতে শুক্রবার তিনি দাবি করেন, বাজেট সংকট থাকলেও চিঠিপত্র বিলির কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। তার এই দাবির পরই ডেমোক্র্যাটরা সরেজমিনে নাজুক অবস্থার তথ্য প্রকাশ করেন শনিবার সকালে। সে সময় জানানো হয়, গত কয়েক মাস ধরেই খুবই বিলম্বে গন্তব্যে পৌঁছেছে চিঠিপত্র। এমনকি, সাম্প্রতিক বিভিন্ন স্টেটের দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে ডাকযোগের ব্যালট যথাসময়ে নির্বাচন কমিশনে না পৌঁছায় অনেক ভোট গণনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
চ্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড স্যালাড সালাড ডিজার্ট	চ্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট সাদি কাবাব মিক্সড স্যালাড সালাড ডিজার্ট	চ্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড স্যালাড সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সাদি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড স্যালাড সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

নিউইয়র্কের জমজমাট চেহারাটা এখন নেই

শেষের পাতার পর

)কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এফ আই দীপু

*** এবারের জন্মদিন কীভাবে উদযাপন করবেন?**

** আর জন্মদিন? প্রতিদিন এখনও খারাপ খবর দিয়েই সকাল শুরু হয়। দেশ, অন্য দেশ কিংবা আমেরিকার অন্য শহর থেকেও কম-বেশি দুঃসংবাদ পাই সারা দিন। ফোন বাজলেই মনে হয় আবারও একই খবর হয়তো বা। বদলে গেছে পৃথিবীর চেহারা। এমনটি হতে পারে চিন্তা করতে পারিনি কোনো দিন। মাঝে মধ্যে টুকটাক বাজার-সদাই করা ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া হয় না। আমার সময় কাটে নিউজ দেখে, এটা-সেটা রান্না, নামাজ আর কোরআন শরিফ পড়ে। এছাড়াও পরিবার, বন্ধু, আপনজনদের খোঁজখবরও নিতে হয়। এসব করেই কাটছে গত কয়েক মাস। এ অবস্থায় নিজের জন্মদিন নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগই নেই। তবে এখানে ছেলে মহারাজ আছে, আমার ছোট বোন গায়িকা লিনি সাবরিন থাকে নিউজার্সিতে; সে আসবে। ওদের জন্য কিছু রান্নাবান্না হয়তো করব। এবারের জন্মদিনে এর বাইরে আর কিছু করার সম্ভাবনা বা চিন্তাও নেই।

*** ছোটবেলার জন্মদিনের স্মৃতি মনে পড়ে?**

** হুম.. অনেক জন্মদিনের কথাই মনে আছে। অনেকটা ঈদের আনন্দ অনুভব করার মতো ছিল। ঈদের দিনে বাড়ির বড় সদস্যরা যখন একে একে বাসায় আসতেন তখন দৌড়ে গিয়ে যেমন সালাম করে সালামি আদায় করতাম, জন্মদিনেও এরকম একটি বিষয় ছিল। জন্মদিনে পারিবারিকভাবে নানা আয়োজন করতেন বাবা-মা। আমাদের পরিবার ছিল অনেক বড়। দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, ফুপু, মামা, খালা আর পুরো পরিবারের ভাইবোন মিলে বিশাল এক বাউন্ডারির ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে বসবাস ছিল আমাদের। আর আমিই ছিলাম বাড়ির বড় মেয়ে। তাই আমার আদর ছিল সবচেয়ে বেশি। জন্মদিন এলে তো আমার আরেক ঈদ আসত। আমি অপেক্ষা করতাম কখন বিকাল হবে। বিকালের পর আত্মীয়স্বজন সবাই আসা শুরু করত। দরজায় টোকা পড়তেই দৌড়ে যেতাম দরজা খুলতে, আর কে এলো তার দিকে তাকাতাম না, তার হাতে থাকা জন্মদিনের উপহারটা আমার হাতে তুলে দেয়ার আগেই আমি এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে দেখতাম উপহারটা কী। সবাই আমার কান্ড দেখে হাসতেন। এসব মধুর স্মৃতি কোনোভাবেই কি ভোলা যায়?

*** এখন কেমন আছেন আমেরিকায়?**

** মহান আল্লাহ এখনও ভালোই রেখেছেন। তবে নিউইয়র্কের জমজমাট সেই চেহারাটা এখন নেই। প্রথমদিকে শহরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ধীরে ধীরে একটু একটু করে সচল করার চেষ্টা করছে আমেরিকান সরকার। তবে আগের সেই জনবহুল এবং স্বাভাবিক গতির নিউইয়র্ক কবে দেখতে পাব এখনই তা বলা যাচ্ছে না।

*** পেশাগত কাজকর্ম নিয়ে কোনো ব্যস্ততা আছে?**

** না, কাজের সেই পরিবেশ এখনও আসেনি। তবে নিউইয়র্কে দুয়েকটা ভেন্যু খুলে দেয়া হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় তার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি।

* আমেরিকায় অবস্থান করা আমাদের দেশের অন্যান্য শিল্পী কুশলীরা কেমন আছেন?

** সবাই একই রকম। যার যার বাসাতেই প্রথম দিকে সবাই অবস্থান করেছেন নিয়মিত। তবে ফেসবুক অনেককে বাড়িতে থাকতে বড় ধরনের সাহায্য করেছে। অনেক শিল্পী ফেসবুক লাইভে একে অন্যের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন দেখেছি। কেউ গল্প-স্বল্প করেছেন, কেউ কেউ গানও শুনিয়েছেন দেখেছি। ঈদের পর থেকে অবশ্য অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। দূরত্ব বজায় রেখে একে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া শুরু করেছেন। আমিও দুয়েক দিন গিয়েছি, আর কতদিন এভাবে বাসায় কাটানো যায়!

*** দেশে আসবেন কবে?**

** একদমই বলতে পারছি না। বিমানের টিকিট তো গেল মার্চেই কেটেছিলাম। আর তখনই তো লকডাউন শুরু হল। আপনারা দোয়া করবেন এবং ভালো থাকবেন। মহান আল্লাহ চাইলে নিশ্চয়ই আমরা আগের পৃথিবী ফিরে পাব ইনশাআল্লাহ। জন্মদিনও পালন করতে পারব সবাইকে নিয়ে। (দৈনিক যুগান্তর)



মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পুরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

‘বাংলাদেশী আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস’ গঠিত

(শেষের পাতার পর)

সমস্যার পাশাপাশি তাদের অধিকা র ও মর্যাদা নিয়ে সোচ্চার থাকার সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত ‘বাংলাদেশী আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস’র কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (২২ আগষ্ট) নিউ-ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত সভায় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনিকা রায় চৌধুরী বলেন, ‘নারী ক্ষমতায়নের স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র বিশ্বেই। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় আসার পরও নারীরা স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। কঠোর শ্রম দিয়েও বেতন-বৈষম্যের ভিকটিম হচ্ছেন। অনেক পরিবারে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির অবসানে সকলকে নিয়ে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই।’

তিনি আরও জানান, গত মার্চে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি করোনা মহামারির কারণে। এখন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সভা হলো।

‘বাংলাদেশী আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস’-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মনিকা রায় চৌধুরী, সহ সভাপতি- ডা. নার্গিস রহমান ও মোমতাজির বাবলী, সাধারণ সম্পাদক- আলিয়া ফেরদৌসি, সহ সাধারণ সম্পাদক- মনিকা দাস, কোষাধ্যক্ষ- ভারতী রায়, শিক্ষা সম্পাদক- সুরাইয়া আলী, দপ্তর সম্পাদক- লিপি রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক- মালিহা মান্নান। নির্বাহী সদস্যরা হলেন- মান্তাহা মান্নান ও তাছিমা মান্নান।

ব্রঙ্কসে গুলিতে মহিলা নিহত আহত ১০

(শেষের পাতার পর)

আতংকিত হয়ে পড়ছেন। গেলো সপ্তাহে গোলাগুলির ঘটনায় ৫জন নিহত এবং চলতি বছরের ৮ মাসে ৮৮৮টি গোলাগুলি ঘটনা ঘটেছে এবং এক হাজার ৮৭জন গোলাগুলি শিকার হয়েছেন।

পুলিশ জানায় শনিবার ভোটর ৫টা ২০ মিনিটে ব্রঙ্কসের গোলাগুলি ঘটনায় প্রিসিলা ভ্যাজকুইজ নামের ২৫ বছর বয়সী এক মহিলা নিহত হন। এছাড়া শুক্রবার রাত ১১টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটান ও জ্যামাইকার বিভিন্ন স্থানে গোলাগুলির ঘটনায় আরো ১০জন আহত হয়েছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ সিটিজেন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বর্ডার সার্টিফিকেট এর এপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সিভাইস। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী হিসেবরক নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

★ Immigration
★ Asylum Cases
★ Divorce
★ Title Insurance
★ Real Estate Closing
★ Investment Visa E2 EB5
★ Deportation Defense
★ Criminal Defense Cases
★ Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ডিপোর্ট, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিরবাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea e-file



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

● ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পরিবার এবং ব্যবসার জন্য, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সেবা দিয়ে থাকি।
● ভিজিটের প্রকার, ফিসসহ ও ফুল-চেকআপের জন্য আগেভাগেই টাইম নেওয়া হয়।
● সুগারের রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
● সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের জন্য যে প্রাক্টিশনার প্রতিষ্ঠানের সুবিধামত টাইমিং ও পার্কিং রয়েছে।
● অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্রোজের যাবতীয় জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেবার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছরের ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে
NOTARY PUBLIC
প্রাইম ব্রোকারেজ
যোগাযোগ: আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
সৈদ জামশসাইদ (আলভারুজেটেড)
লিমিটেড কমার্শিয়াল ড্রাইভিং, পাইলেন্স পেয়ে
কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে
তা জানতে যোগাযোগ করুন। ৯১৭-৩০১-২০৬৩
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

● ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
● ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রুপক্লাসেও ৪, ১০ ও ১৫ জনের গ্যারান্টি টাইম।
● এয়ারপোর্ট ও বিদেশ যাবার জন্য ড্রোপ টেস্ট এর ব্যবস্থা (পরিবারসহ)

প্রথমবার ড্রোপ টেস্ট দিয়ে যারা পাশ করতে পারেন
সেজন্য বন্ধুসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

● 5 Hours Class Certificate
● Road Lesson Local & H.Way
● Road Test Appointment
● Car for Road Test

যারা গাড়ির ড্রোপ টেস্ট দিয়ে ফেল করে টেনে ফিরে যাচ্ছেন আমার কোলে আসলেই আমরা ফ্রিতে ট্রেনিং প্রদান করি

আমাদের কাছেই পাবেন ১৫ বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) বিস্তারিত অফিস এর ঠিকানা



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি,
ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার
কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES,
PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS,
HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

এক এবং দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া

ইস্টএলমহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুম ও দ্বিতিয় তলায় একটি এক বেড রুম-এর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুলা-১৩/২০

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

এখন থেকে আর, এম ট্রেন সংলগ্ন ৬৩ ড্রাইভ কুইন্স বুলেভার্ড রিগো পার্ক মল থেকে ২ ব্লকের ৯৯/২২ ৬২ ড্রাইভেং বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর বা ২ জন মহিলাকে অগ্রাধীকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৭-১৩৯৭ অথবা ৩৪৭-২১৩-৪১৫৯
০৬/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

বাড়ী ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৬ ১৮৩ স্ট্রীটে সুবিশাল তিন বেডরুম, পৃথক ইন্টারেন্স লিভিং ডায়ানিং, বড় একটি ফুল বাথরুম এবং সুন্দর বড় কিচেন, সেকেন্ড ফ্লোর-এর বাড়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। সকল ধরনের ট্রান্সপোর্ট ও গ্রোসারী খুব কাছে এবং এফ ট্রেন সাবওয়ে মাত্র দুই ব্লক দূরে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬৪-১৬৬০ অথবা ৯২৯-৩৭২-০৪৪১
জুলা-২০/২৭

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কর্নারে দুই বেড, দুই ফুল বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং, লিভিং এরিয়া ছাড়াও এলিভেটর এবং বেসমেন্টে ওয়াশার, ডায়ার ও ইনডোর পার্কিং-এর সুবিধা সম্পন্ন এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বাস, সাবওয়ে, ওয়ালগ্রীন এবং মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিং। যোগাযোগ: রেজা। ফোন: ৯১৭-৪৫৯-৭০০৯ অথবা ৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
জুলা-২০/২৭

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্ক এ ট্রেন এর পাশে ৫ বেডরুম আর ২ বাথ রুম এর একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ২৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮ -৪১৫-৫৫০১
জুলা-২০/২৭

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

রুমমেট

ফ্লাশিং ৭ ট্রেনের সন্নিকটে একপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে নিবিরিলি পরিবেশে থাকার জন্য রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ
৩৪৭-৯৯৫-৬২২৯। ০৬/১৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬১-৬৭ ৮৬ এভিনিউতে এফ ট্রেন সংলগ্ন ২য় তলায় ও এটিক সহ ৩ বেডরুম সহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩০১-০৩২১ অথবা ৬৪৬ড় ২৮৭-০০১১
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পেলহামবে পার্ক/পার্কচেস্টার ১ বেডরুমের ওয়াকিং সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট আলাদা বেডরুম, বড় লিভিংরুম আলাদা প্রবেশ পথ ব্যাকইয়ার্ডে গাড়ি ড্রাইভওয়ে সহ শুধু বড়দের এবং কোয়ালিফাইডদের জন্য ভাড়া হবে। ৬ ট্রেন ও বাস বি এক্স ৮, ২৪, কিউ ৫০। সব কিছু কাছে, ভালো এলাকা। যোগাযোগ: ৯১৭-২০১-১৬১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার মেরিক বুলেভার্ডে ১১০ এভিনিউতে ১ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং ৩ বেডরুমের ১টি রুম ১জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৪১-৯৬৩২ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৪১৩৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৭ ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ ও সুপার মার্কেট সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে সুন্দর এক বেডরুমের বাসা বেডরুম, লিভিংরুম, স্টোররুম) অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রী/ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩০-১০৪০ অথবা ৭১৮-৩৬১-১৩১৫
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩ অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/ আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯
০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আনসার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬
আ-২৪/৩১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৯-১৯ ৩২ স্ট্রীটে সেভেন ট্রেনের ৯০ স্ট্রীটের সাবওয়ের কাছে কিউ ৪৯ বাসস্টেশন সংলগ্ন একটি বাসায় রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া ৩৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৬-২০১৬
আ-২৪/৩১

বেবী সিটিং

কুইন্স ভিলেজ, হলিস ও জ্যামাইকা অধ্যুষিত এলাকায় নিজ বাসায় যত্নের সাথে এবং দায়িত্ব সহকারে বেবী সিটিং করি। ব্যস্ত জীবনে ঘরোয়া পরিবেশে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আপনার বাচ্চাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার সহায়তা নিন। আমার পারিশ্রমিক এফোর্ডেবল (সাশ্রয়ী), আমার রেফারেন্স আছে। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

মালিক কর্তৃক বাড়ী (প্রপার্টি) বিক্রয়

নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি একটি বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটিতে ৪ বেডরুম ও দুই বাথরুম রয়েছে। বাড়িটির সাইজ ১৬৩৮ স্কয়ার ফুট এবং লট সাইজ ৩১৫০ স্কয়ার ফুট। বাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভাল। সুলভে বাড়ি ক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের বদলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে মসজিদ ও ৬ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় ৩টি বেডরুম ২টি বাথরুম আলাদা ভাবে ব্যাচেলরদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫২৫
০৮/০১

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার সাতফিনে ২০৯ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট ১টি বড় রুম ভাড়া হবে। বাস, ট্রেন, বাঙালী গ্রোসারির সন্নিকটে ১/২ জন বিল সহ ভাড়া ৮৫০ ডলার। যোগাযোগ:৫১৬-৮৫৩-৫৬৮২
০৮/০১

রুম ভাড়া

১৬১ নরমাল রোড জ্যামাইকা (পারসনস বুলেভার্ড) ২ ব্লকের মধ্যে সুন্দর ছোট পরিবারের সাথে থাকার জন্য আলাদা বাথরুম সহ স্বামী-স্ত্রী ও ১ বাচ্চা সহ আগস্ট থেকে বড় ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া সব বিল সহ ১০৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৫-৬৭৭১ অথবা ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৪৩
০৮/০১

রুম ভাড়া

এলমহার্স্ট হসপিটালের পাছে ব্রডওয়ের সন্নিকটে ই, এফ, এম, আর সাবওয়ে স্টেশনের সাথে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে বড় ১টি বেডরুম শুধুমাত্র নম্র, ভদ্র, অধূমপায়ী ও চাকরিজীবি ছোট ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬২৬-২২৯৪
০৮/০১

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসে সেভেন ট্রেনের ৯০ স্ট্রীটের সাবওয়ের কাছে কিউ ৪৯ বাস স্টেশন সংলগ্ন একটি বাসায় রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া ৩৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৬-২০১৬।

রুম ভাড়া

পারসন বুলেভার্ড এফ ট্রেন সাবওয়ের ১ ব্লকের মধ্যে ২টি রুম, বাথরুম সেপারেট, কিচেন শেয়ার ফ্যামিলি/ব্যাচেলার ছেলে/মেয়ের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৪৫৯৫ অথবা ৬৪৬-৫৪৬-২৭২৬
০৮/০১

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এ ৮৫ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসার ১টি রুম ভাড়া দেয় হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী/মহিলার অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪৮-০৯৬৭
০৮/০১

রুম ভাড়া

নাসাউ কাউন্টির এলমন্ডে ২টি রুম স্বামী-স্ত্রী/২জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয় হবে। মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারির সন্নিকটে ও ২ বেডরুমের ১টি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫০০-৪৪৮৪ অথবা ৯২৯-২৭৮-৬৬০২
০৮/০১

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের ৩৮-২৪ ৫৫ স্ট্রীট, উডসাইড-এ ফাস্ট ফ্লোরে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
আ-১০/১৭

সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৫-২৪ ১০৫ স্ট্রীটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২টি বেড রুম একটি বেবী রুম, ডাইনিং এন্ড লিভিং এবং কিচেন সহ সম্পূর্ণ নিউ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারী, স্কুল, মসজিদ, কিউ২৪ ও কিউ৮ বাস এবং ১০৮ ষ্ট্রীট সাবওয়ে এ ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
আ-১০/১৭

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭২-৮৯ ১৬ হিলসাইড এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট-এর ২টি আলাদা রুম আগস্ট শুধু মাত্র ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৯-৩৮৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৯৩-৭১০৪।
০৮/০১

গ্যারেজ ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি ইনডোর গ্যারেজ (রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত) গ্যারেজ ভাড়া হবে। ম্যাসেজ রাখুন- ৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ১৯৬ ষ্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউতে (হিলসাইড এভিনিউর পাশে) একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ইস্ট নিইয়র্ক-এ (ইউক্লিডি এভিনিউর কাছে) নিউলি রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর আগ্রাধিকার। এক ব্লক দূরত্বে এ/সি সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৩০১৮ অথবা ৮৪৮-৪৬৭-০৩৪৯
আ-১৭/২৪

রুম ভাড়া

ব্রয়ারউড-ভ্যান উইক এফ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে আগস্ট মাস থেকে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০০-৯১৪৬
০৮/০১

মেডিকেল অফিসে লোক আবশ্যক

১। পিএ - ফিজিশিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট-একজন
২। আরএনপি -রেজিস্ট্রারড নার্স প্রেকপিশনার -একজন
৩। মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এমবিবিএস)- দুইজন
যোগাযোগঃ
SWMPC
486 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-247-7226
347-413-8181 জুলা২০/২৭

গ্রীন ক্যাব ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ
৯২৯৩৯৩৬৮০৭

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬
জুলা-১৩/২০

ড্রাইভার আবশ্যক

উবার/লিফট/জুনো????? হোন্ডা অ্যাকর্ড স্পোর্টস ২০১৬ টিএলসি প্লেট????? ক্লিন লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৩৩-৮৯০১
জুন-০১/০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

হিজরি নববর্ষ : বয়ে আনুক করোনামুক্ত পৃথিবী

(শেষের পাতার পর)

তারিখের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ হিজরি সন এমন একটি সন, যার সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর তাহজিব-তামাদ্দুন ও ঐতিহ্যের ভিত্তি সম্পৃক্ত। মুসলমানদের রোজা, হজ, ঈদ, শবেবরাত, শবেকদর, শবে মেরাজসহ ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান হিজরি সনের ওপর নির্ভরশীল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরি সনের অনুসারী।

ইসলামি আরবি বর্ষপঞ্জিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রিয় নবীজির হিজরতের স্মৃতি, তাই যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের কাছে হিজরি সাল একসময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আজকাল তা কেবল রমজান ও ঈদের হিসাব রাখার মধ্যে সীমিত হয়ে আছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হিজরি সনের পহেলা মাস মহররম একের পর এক আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয় ঠিক, কিন্তু হিজরি সনের শুভাগমন উপলক্ষে হইচই নেই, নেই কোনো প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ার বিশেষ কোনো আয়োজন।

যেমনভাবে বিশেষ আয়োজন পরিলক্ষিত ইংরেজি নববর্ষের আগমনে। বাংলা এবং ইংরেজি নববর্ষকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়, তাতে মনে হয় হিজরি নববর্ষের যেন আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই! অথচ হিজরি নববর্ষকে গুরুত্বসহকারে পালন করাই ছিল আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশে কাম্য। হিজরি সন গণনার সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিক এক অবিস্মরণীয় ঘটনাকে উপলক্ষ করে। রাসূল (সা.) এবং তার সাথীবর্গের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আরবি মহররম মাসকে হিজরি সনেরপ্রথম মাস ধরে সাল গণনা শুরু হয়েছিল। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পবিত্র মক্কা থেকে মদিনায় রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের হিজরত থেকেই হিজরি সনের সূচনা।

হিজরি সনের সূচনা: খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালে মদিনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলে অফিসিয়াল তথ্যাদির নথি ও দিনক্ষণের হিসাব রাখতে গিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নররা বিপাকে ও অসুবিধায় পড়েন।

যেহেতু তখন ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো বর্ষপঞ্জি বা একক সন চালু ছিল না। রাষ্ট্রীয় অফিসিয়াল কার্যাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে নতুন সন প্রবর্তন তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ফারুক (রা.) এর শাসনামলে ১৬ হিজরি সনে প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু মূসা আশআরি (রা.) ইরাক এবং কুফার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একদা হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) খলিফা উমরের (রা.) খেদমতে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনার পক্ষ থেকে পরামর্শ কিংবা নির্দেশ সম্বলিত যেসব চিঠি আমাদের নিকট পৌঁছে তাতে দিন, মাস, কাল, তারিখ ইত্যাদি না থাকায় কোনো চিঠি কোন দিনের তা নিরুপণ করা আমাদের জন্য সম্ভব হয় না। এতে করে আমাদেরকে নির্দেশ কার্যকর করতে খুব কষ্ট করতে হয়। অনেক সময় আমরা বিব্রতবোধ করি চিঠির ধারাবাহিকতা না পেয়ে।

হজরত আবু মুসা আশআরির চিঠি পেয়ে হজরত উমর (রা.) এ মর্মে পরামর্শ সভার আহবান করেন যে, এখন থেকে একটি ইসলামী তারিখ প্রবর্তন করতে হবে।

উক্ত পরামর্শ সভায় হজরত উসমান (রা.), হজরত আলীসহ (রা.) শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ ও মাতামতের ভিত্তিতে এ সভায় ওমর (রা.) সিদ্ধান্ত দেন ইসলামী সন প্রবর্তনের। তবে কোন মাস থেকে বর্ষের সূচনা করা হবে তা নিয়ে পরস্পরের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়।

কেউ মত পোষণ করে রাসুল (সা.) এর জন্মের মাস রবিউল আউয়াল থেকে বর্ষ শুরু। আবার কেউ কেউ মত পোষণ করেন রাসুলের (সা.) ইন্তেকালের মাস থেকে বর্ষ শুরু করা হোক। কারো কারো মতে হুজুর (সা.) এর হিজরতের মাস থেকে বর্ষ শুরু করা হোক। কেউ বললেন নবী (সা.) এর নবুয়ত প্রকাশের বছর থেকে বর্ষগণনা শুরু করা যায়।

এভাবে বিভিন্ন মতামত আলোচিত হওয়ার পর হজরত উমর (রা.) বললেন, নবী (সা.) এর জন্মের মাস থেকে হিজরি সনের গণনা শুরু করা যাবে না। কারণ খ্রিস্টান সম্প্রদায় হজরত ঈসা (আ.) এর জন্মের মাস থেকেই খ্রিস্টাব্দের গণনা শুরু করেছিল। তাই রাসুলের (সা.) জন্মের মাস থেকে সূচনা করা হলে বাহ্যত খ্রিস্টানদের অনুসরণ ও সাদৃশ্যতা হয়ে যায়, যা মুসলমানদের জন্য পরিতাজ্য। আর অপরদিকে নবীজীর (সা.) ওফাত দিবসের মাস থেকেও গণনা শুরু করা যাবে না, কারণ এতে প্রিয় নবীজীর (সা.) এর মৃত্যুব্যথা আমাদের মাঝে বারবার উত্থিত হবে। পাশাপাশি অজ্ঞ যুগের মৃত্যুর শোক পালনের ইসলাম বিরোধী একটি কুপ্রথারই পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

হজরত উমর (রা.) এর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যকে হজরত উসমান (রা.), হজরত আলী (রা.) একবাক্যে সহমত পোষণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে মহানবী (সা.) এর হিজরতের ঘটনাকে মহিমান্বিত করার জন্য মহররম মাস থেকে হিজরি নামে একটি স্বতন্ত্র সন চালু করার ঘোষণা দেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.)।

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৬ বছর পর ১০ জুমাদাল উলা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত হিজরী সনের মাস সমূহ মুসলমানদের জীবনধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

ইসলামে হিজরি সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: ইসলামে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গণনা হিসেবের মাস হলো বারোটি। (মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজ) যেদিন থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে চারটি মাস বিশেষ সম্মানিত। (সূরা তাওবাহ : ৩৬)।

১২ মাস হলো মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জুলকদ ও জুলহজ। আর হারাম বা সম্মানিত চারটি মাস হলো মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ। (তাফসিরে বাগাভি ৪র্থ খ-, পৃষ্ঠা নং :৪৪)।

আর হিজরি সনের প্রথম মাস হলো মহররম। মহররম একটি তাৎপর্যমন্ডিত এবং বরকতময় মাস। মুসলিম ইতিহাসে এ মাসটি বিভিন্ন কারণে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কোরআন কারীমে এ মাসটিকে 'শাহরুল্লাহ' তথা আল্লাহর মাস বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চারটি মাস রয়েছে যেগুলো সম্মানিত মাস। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো মহররম'। এ আয়াতের চারটি সম্মানিত মাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের সময় মিনা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনটি মাস হলো জিলকদ, জিলহজ ও মহররম এবং অপরটি হলো রজব। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

কোরআনেও আরও এরশাদ হয়েছে, লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো 'তা মানুষ ও হজ্বের জন্য সময় নির্দেশক। (সূরা বাকারা : ১৮৯)।

মহররম মাসেই সংঘঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক কারবালা। এ মাসে রয়েছে ফজিলতপূর্ণ 'আশুরা'। মানবজাতির পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই নানা ঘটন-াপ্রবাহের ঐতিহ্য বহন করছে মহররম মাস। কাজেই মুসলিম উম্মাহর কাছে হিজরি সনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিশেষ করে হিজরি সনের সম্পর্ক চাঁদের সঙ্গে থাকার কারণে এই সনের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। এই চাঁদের হিসাবে মুসলমানদের অনেক ইবাদত বন্দেগি, আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। কাজেই হিজরি তারিখকে গুরুত্ব দেয়া একান্ত জরুরি।

হিজরি নববর্ষ ১৪৪২ বয়ে আনুক করোনামুক্ত পৃথিবীর এক নতুন পয়গাম।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও প্রিন্সিপাল, শ্রীমঙ্গল আইডিয়াল স্কুল, মৌলভীবাজার

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া
খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় ভাড়া ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে
একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন।
ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪
জুলা-১৩

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.
Need: 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইন্ডিয়ান/পাকিস্তানি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অ্যাকাউন্টেন্ট, নার্স, কেমিক্যাল ডল, সিটিজন, গ্রাইন কার্ড ধারী, ইন্টারনেশনাল, হাজব্যান্ড, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স) পাত্র-পাত্রী।
এ-এটি সোশ্যাল আজকাল পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে।
আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছু হয় না আমি উসিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7690
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইয়র্ক সিটি ল অনুযায়ী আবশ্যক সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eshea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462


মুসলিম কাজী
কাজী মাওলানা ক্বারী
মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম
এম,এম,এম,এম
পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।
1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472
Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)
Email: mmislam67@yahoo.com

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন
MAHFUZ HASAN
Web Application Developer
I will create high quality web application for you
Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?
Feel Free to Contact
sdmahfuz@gmail.com
+880 1770 472 939

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ডিএনসি'র প্রথম রাতে আবেগঘন বক্তব্য

ট্রাম্প 'রং প্রেসিডেন্ট' নতুন রূপে মিশেল ওবামা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন রূপে ফিরে এলেন সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা। সোমবার (১৭ আগষ্ট) তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ করলেন কড়া ভাষায়। আমেরিকানদের প্রতি আহবান জানালেন, গত ৪ বছর ক্ষমতার মেয়াদে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছেন ট্রাম্প তার ইতি ঘটাতে ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেনকে ভোট দিতে। ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের প্রথম রাতে আবেগঘন বক্তব্য রাখেন তিনি। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপি'র।



কনভেনশনে মিশেল ওবামা বলেন, ট্রাম্পের হাতে প্রচুর সময় ছিল। এ সময়ে তিনি প্রমাণ করতে পারতেন যে, তিনি প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারি, অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থা এবং বর্ণবাদী অবিচারের এই মুহূর্তে দেশ যখন কাঁপছে- তখন তিনি ব্যর্থ। এ সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভুল প্রেসিডেন্ট বা 'রং প্রেসিডেন্ট' বলে আখ্যায়িত করেন। এদিন ডেমোক্রেটদের কনভেনশনে সবার দৃষ্টি ছিল মিশেল ওবামার দিকে। তিনি তার স্বামী, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মতোই বাগ্মী। তিনি বলেন, যখনই আমরা হোয়াইট হাউজের নেতৃত্বের দিকে তাকাই, শান্তনার জন্য তাকাই, অবিচল প্রস্তুতির জন্য তাকাই, তার পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই বিশৃংখলা, বিভাজন, সহমর্মিতার পুরো অভাব। আমাদের জন্য যার প্রয়োজন, তিনি সেই ব্যক্তি হতে পারেন নি। তিনি দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, যদি আপনারা মনে করেন পরিস্থিতি এর চেয়ে খারাপ হবে না, তবে আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি বলছি, পরিস্থিতি খারাপ হবে, যদি আপনারা এই নির্বাচনে পরিবর্তন না আনেন। যদি আমরা এই বিশৃংখল অবস্থার অবসান আশা করি, তাহলে জো বাইডেনকে ভোট দিতে হবে। এর ওপর নির্ভর করে আমাদের জীবন।

করোনা পরিস্থিতিতে সোমবার অনাকাঙ্খিতভাবে অনলাইনে ডেমোক্রেটদের এই কনভেনশন শুরু হয়। এতে জো বাইডেনের প্রতি ডেমোক্রেটরা ঐক্য প্রকাশ করেন। ৭৭ বছর বয়সী সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে যখন মনোনয়ন দেয়া নিয়ে এই কনভেনশন চলছিল, তখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা ভাইরাসের ভয়কে উপেক্ষা করে উইসকনসিন এবং প্রতিবেশি মিনেসোটায় প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। উইসকনসিনে ট্রাম্প কনভেনশনের মডারেটর অভিনেত্রী ইভা লঙ্গোরিয়া তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, গত চারটি বছর আমরা গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। এ বছরও আমরা তা অক্ষুন্ন রাখবো।

ওদিকে ডেমোক্রেটদের কনভেনশনে পরে বক্তব্য রাখেন ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের। এসব বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা বক্তব্যে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এটি।



রাসেল-হিমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের শোক সভা ও দোয়া

(৪৬ পাতার পর)

এর শোক-স্বন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোক সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান, মজিবুর রহমান, মো: সাখাওয়াত বিশ্বাস. মোহাম্মদ রফিকুর রহমান, আব্দুল হামিদ, মাহফুজ হায়দার, শিবলী সাদেক, এম উদ্দিন আলমগীর, জয়নাল আবেদীন জয়, জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া, হেলাল মিয়া, আল আমীন আকন্দ, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, সৈয়দ সাজ্জাদ রায়হান, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন ভূঁইয়া, দেওয়ান হাসান, ফাহিম আহমেদ, মৃদুল আমিন করিম, আহমেদ নূর আবীর, সাখাওয়াত রাজীব, মো: সামশুদ্দোহা ডন, রফিকুর রহমান সাফাত।

না ফেরার দেশেই চলে গেলেন দেলোয়ারা বেগম

(৪৬ পাতার পর)

ফিরে আসেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শাহজাহান সরকার-কে তার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানানো হয়নি।

মোহাম্মদ মুকুল মিয়া জানান, তার মায়ের মরদেহ বর্তমানে স্থানীয় ফিনেরাল হোমে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে মরদেহ বাংলাদেশ পাঠাতে কানাডাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তারা সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছেন। তবে কবে নাগাদ কিভাবে কোন ফ্লাইটে মায়ের মরদেহ দেশে পাঠানো হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কেননা, টার্কিশ এয়ারলাইন্স-এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করেও রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি জানান, মায়ের মরদেহ দেশে পাঠানো না পর্যন্ত ফিউনারেল হোমে রাখা সহ আনুসঙ্গীন খরচ তাকেই বহন করতে হবে। অপরদিকে বাংলাদেশে মরদেহ পাঠাতে কোন ফ্লাইট ও টিকিট পেতেও সমস্যা হচ্ছে। তবে টিকিট আর ফ্লাইট নিশ্চিত হলে তিনি সহ পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে গিয়ে মায়ের মরদেহ দাফন করার প্রস্তুত নিচ্ছেন।



স্বামী শাহজান সরকারের সাথে দেলোয়ারা বেগম। পারিবারিক ফটো

বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে কানাডায় সেমিনার অনুষ্ঠিত

(৪৬ পাতার পর)

ইত্যাদির ওপর একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র পরিবেশিত হয়। এর পরই কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিজানুর রহমান স্বাগত বক্তব্যে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধি দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ সম্পর্কে এবং বিগত ১১ বছরের চলমান বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র সভায় উপস্থিত সবার কাছে তুলে ধরেন।

এছাড়া সেমিনারে এমপি জাসরাজ সিং হালান তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন। সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আলবার্টা প্রদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সিলর (বাণিজ্যিক) মো. শাকিল মাহমুদ। সেমিনারে অধ্যাপক ড. আনিস হক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কানাডাতে প্রকৌশল বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ-সুবিধার বিষয় তুলে ধরেন। ড. তাসফিন হোসেন তার উপস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, সেমিনারে মূলত আলবার্টা প্রদেশ ও বাংলাদেশের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে তা তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা প্রদেশ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হয়। বর্তমান সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগকারীদের জন্য যেসব প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

খনিজসম্পদ, জ্বালানি ও গ্যাস, ভৌত অবকাঠামো, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশ, তথ্যপ্রযুক্তি, সফটওয়্যার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে আলবার্টা প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয় আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়। এ ছাড়াও আলোচনায় আগত অতিথিদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব প্রদানের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেনকে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন দিল ডেমোক্র্যাট দল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে ডেমোক্র্যাট দল। এর মধ্য দিয়ে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়বেন তিনি। এদিকে বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে বিধ্বস্ত আমেরিকাকে সারিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন, তার অবসান ঘটানোরও কথা বলেছেন তিনি। 'লিডারশিপ ম্যাটারস' স্লোগান নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের কনভেনশনের দ্বিতীয় রাতের (মঙ্গলবার, ১৮ আগষ্ট) কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাইডেন প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এদিকে আগের ধারণ করা একটি ভিডিওতে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেন, চলতি সময়ে এই দুর্যোগের মধ্যে ওভাল অফিস একটি নির্দেশনা কেন্দ্র হওয়া উচিত। কিন্তু ওভাল অফিসটি এখন ঝড়ের কেন্দ্র। সেখানে কেবল বিশৃঙ্খলাই আছে। তিনি বলেন, কিন্তু একটি বিষয় কখনো পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটেনি, সেটা হচ্ছে, ট্রাম্প তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে যাচ্ছেন এবং দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছেন।



উল্লেখ্য, চারদিনের কনভেনশন অনেকটাই ভার্চুয়াল মাধ্যমে হয়েছে। এসময় বাইডেনের প্রার্থিতা নিশ্চিত করতে সারা দেশ থেকে ডেলিগেটরা ভোট দিয়েছেন। কনভেনশনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (২০ আগষ্ট) নিজের গ্রহণযোগ্যতা ভাষণ দেবেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। এর অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের কাছে আমি ও আমার পরিবার গ্রহণযোগ্য।

এদিকে বিবিসি'র খবরে বলা হয়: আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্রেট দল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে স্বীকৃতি চূড়ান্ত করলেন জো বাইডেন। দেশের বর্ষীয়ান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাণীতে সিক্ত হলেন তিনি। তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দু'জন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জিমি কার্টার। তাকে অনুমোদন দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানের প্রভাবশালী নেতা, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলও। সোমবার (১৭ আগষ্ট) ডেমোক্রেট দলের কনভেনশনের উদ্বোধনী দিনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করে ব্যাপক আলোচিত হন সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা। তিনি ট্রাম্পকে একজন 'রং প্রেসিডেন্ট' বলে আখ্যায়িত করেন। তার কথার সূত্র ধরেই সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কড়া সমালোচনা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওভাল অফিসে বিশৃংখলা নিয়ে এসেছেন।আগামী ৩ নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে জনমত জরিপে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আছেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ক্ষমতার মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মঙ্গলবার (১৮ আগষ্ট) রাতে তিনি দলীয় মনোনয়ন পেলেন। এ রাতে ৫০টি রাজ্যের সব ডেলিগেটের ভোটে তিনি মনোনীত হন প্রার্থী। ডেলিগেটরা আগে থেকে রোলকল ভিত্তিক ভোট দিয়েছিলেন। ফলে ভার্চুয়াল কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে ডেমোক্রেট দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী চূড়ান্ত হন জো বাইডেন। এ নিয়ে তৃতীয় বারের মতো তিনি হোয়াইট হাউজের দৌড় শুরু করলেন। এর আগে ১৯৮৮ সালে এবং পরে ২০০৮ সালে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। ৭৭ বছর বয়সী জো বাইডেনের প্রচারণা এ বছরের ফেব্রুয়ারীতে যেন এক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ছিল। সেখান থেকে নাটকীয়ভাবে তার উত্তরণ ঘটে। তিনি সব ফ্রন্টরানারকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান।

মঙ্গলবার রাত ছিল ডেমোক্রেট দলের কনভেনশনের দ্বিতীয় রাত। এদিনের থিম ছিল 'লিডারশিপ ম্যাটারস'। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিল ক্লিনটন। আগে থেকে রেকর্ড করা ৫ মিনিটের বক্তব্যে তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। কিন্তু আমরাই একমাত্র শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক বড় দেশ, যেখানে বেকারত্বের হার তিনগুণ বেড়েছে। এমন অবস্থায় ওভাল অফিস হওয়া উচিত একটি কমান্ড সেন্টার। কিন্তু এর পরিবর্তে তা পরিণত হয়েছে এক ঝড়ের সেন্টার হিসেবে। সেখান থেকে শুধুই বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয়।

এর আগে সোমবার বক্তব্য রাখেন সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা ও সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। তবে মঙ্গলবারের বক্তব্যে অনেকে আগ্রহভরে শুনেছেন রিপাবলিকান কলিন পাওয়েলের বক্তব্য। তিনি জো বাইডেনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, আমি ব্রঙ্কসে জন্ম নেয়ার পর বড় হয়ে এবং ইউনিফর্ম পরে যে মূল্যবোধ শিখেছি তাই ধারণ করেন জো বাইডেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের চার তারকা খচিত এই জেনারেল পাওয়েল বলেন, প্রেসিডেন্ট পদে তিনি জো বাইডেনকে সমর্থন করেন। কারণ, 'আমরা হোয়াইট হাউজে ওই মূল্যবোধ ফেরাতে চাই'। কলিন পাওয়েল সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। আগের বছরগুলোতে তিনি রিপাবলিকানদের অনেক কনভেনশনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু জুনে তিনি বর্তমান রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন এবং অনুমোদন দেন জো বাইডেনকে। তিনি ছাড়াও হেভিওয়েট আরো রিপাবলিকান অনুমোদন দিয়েছেন বাইডেনকে। এর মধ্য রয়েছেন ওহাইওর সাবেক গভর্নর জন কাসিচ, সিন্ডি ম্যাককেইন (রিপাবলিকান দলের সাবেক সিনেটর জন ম্যাককেইনের স্ত্রী)। জো বাইডেনের সঙ্গে জন ম্যাককেইনের বন্ধুত্বের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন সিন্ডি ম্যাককেইন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে ওবামা

ট্রাম্প সব পরীক্ষায় ফেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র শুধু সংবিধান দিয়ে সুরক্ষিত নয়, বরং আদবকেতা আর ভব্যতাও ওই গণতন্ত্রের সৌদর্য বাড়িয়েছে অনেকখানি। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ঢোকার পর এসব যেন উঠে যাচ্ছে। তিনি এসবের থোড়াই কেয়ার করছেন। আর চল ছিল, বর্তমান প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করবেন না সাবেকরা। সেটারও ব্যত্যয় ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সফল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রকাশ্যেই ট্রাম্পের সমালোচনা করে যাচ্ছেন। অবশ্য ওবামার আগে এ রকম সমালোচনা করার তালিকায় নাম পাওয়া যায় সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশেরও।

তবে ওবামার বিষয়টিই বেশি আলোচিত এবং প্রায় নিয়মিত। এটি এখন এমন একপর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমেরিকান গণমাধ্যমে ওবাবার করা সমালোচনা এবং ট্রাম্পের টুইটারে এর জবাব দেওয়াকে 'ধারাবাহিক দ্বৈরথের' অভিধায় ভূষিত করেছে। এর সর্বশেষ প্রকাশ দেখা গেল গত বুধবার (১৯ আগষ্ট) দেশটির বিরোধীদল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় কনভেনশনের তৃতীয় দিনে। এদিন ট্রাম্পকে সরাসরি 'অনুপযুক্ত প্রেসিডেন্ট' উল্লেখ করে তাঁর পূর্বসূরি বলেন, 'ট্রাম্প আবার নির্বাচিত হলে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো হুমকির মুখে পড়বে।'



করোনাকালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই চার দিনের কনভেনশনের আয়োজন করা হয় অনলাইনে। এতে নেতাদের ধারণকৃত বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পান জো বাইডেন। আর তাঁর রানিংমেট হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, অশ্বেতাঙ্গ প্রার্থী কমলা হ্যারিসন মনোনয়ন নিশ্চিত করে ইতিহাস গড়েন। কোনো অশ্বেতাঙ্গ প্রার্থীর এই পদে বড় দলের মনোনয়ন পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।

ডেমোক্র্যাটিক দলের এ মুহূর্তের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অসাধারণ বাগ্মী বারাক ওবামার ভাষণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরই সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পক্ষে ভোট চাওয়া। ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাইডেনই দখল করেছিলেন। তার পরও তাঁর এই ভাষণ আমেরিকন গণমাধ্যমগুলোতে প্রচার পাচ্ছে, সংবিধান নিয়ে দেওয়া সর্বোতকৃষ্ট ভাষণগুলোর অন্যতম হিসেবে। এই ভাষণে ট্রাম্পকেও এক হাত নেন তিনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এ পদের 'উপযুক্ত নন' বলে মন্তব্য করে ওবামা বলেন, আমেরিকান গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে আসন্ন নভেম্বরের নির্বাচনে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেই প্রয়োজন।

ট্রাম্পের সমালোচনা করে ওবামা বলেন, 'কাজ করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি তাঁর; ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জায়গা খোঁজা, নিজের এবং নিজের বন্ধুদের ছাড়া প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি কাউকে সাহায্য করেননি। প্রেসিডেন্টের কাজকে আরেকটি রিয়ালিটি শো বানিয়ে এবং একে ব্যবহার করে নিজের দিকে মনোযোগ টানা ছাড়া আর কোনো দিকে মনোযোগ দেননি প্রেসিডেন্ট।' উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্টদের সাধারণত উত্তরসূরিদের নিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায় না। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে একটি অংশ পর্যন্ত ওবামাও এই রীতি মেনে চলেছিলেন; তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকে কয়েকবারই দায়িত্বরত প্রেসিডেন্টের কঠোর সমালোচনা করতে দেখা গেছে।

অবশ্য পূর্বসূরিকে আক্রমণের ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে কখনোই তেমন দ্বিধান্বিত দেখা যায়নি। রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্ট প্রায়ই ওবামার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলেছেন। এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ তুলতেও পিছ পা হননি। যদিও সেসব অভিযোগের পক্ষে কখনোই কোনো প্রমাণ দেননি তিনি।

গত বুধবার ওবামার ভাষণের জবাব দিতেও ট্রাম্প খুব বেশি সময় নেননি। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন যথারীতি টুইটারকে।ট্রাম্প টুইটে বলেন, 'তিনি (ওবামা) আমার প্রচার শিবিরের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন। ধরাও পড়েছেন।' সাংবাদিকদের সামনে ওবামার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েও তিনি একইভাবে কথা বলেছেন, 'ওবামা ভয়াবহ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর ব্যর্থতায় অতিষ্ঠ হয়েই জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে।'

বুধবারের ভাষণে ওবামা আরো বলেন, 'তিনি সে লোক হতে পারেন না, যাঁকে আমাদের দরকার। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই কাজের জন্য যোগ্য নন, কেননা তিনি পারছেন না; আর তাঁর ব্যর্থতার পরিণতি ভয়াবহ।' তিনি বলেন, 'আমরা একজন প্রেসিডেন্ট প্রত্যাশা করি, যিনি আমাদের ৩৩ কোটি নাগরিকের সবার নিরাপত্তা ও কল্যাণের দায়িত্ব অনুভব করবেন। এমন একজন প্রেসিডেন্টের প্রত্যাশা করি, যিনি হবেন গণতন্ত্রের রক্ষক। ট্রাম্প এসব পরীক্ষায় ফেল করেছেন।'

ওবামার আগের দিন প্রচার করা হয় আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভাষণ। তাঁর কণ্ঠেও একই সমালোচনা শোনা গেছে। বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম নিয়ে তিনি বলেন, 'আজকের সময় সব কিছুর কেন্দ্রে থাকা উচিত ছিল ওভাল অফিসের। কিন্তু এখন এই অফিস ঝড়ের কেন্দ্র। নৈরাজ্য ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। শুধু একটি বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসেনি ট্রাম্পের দায়িত্ব অস্বীকার করা, অন্যের ঘাড়ে দায় চাপানো।'

কনভেনশনে ওবামার আগে প্রচার করা হয় ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে অল্পের জন্য পরাজয় স্বীকার করা প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বক্তব্য। সাবেক ফার্স্টলেডি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি বলেন, 'আমরা আরেকটি যেনতেন নির্বাচন হতে দিতে পারি না। গণতন্ত্রের স্বার্থে আগের নির্বাচনের ফল মেনে নিলেও গণতন্ত্রের স্বার্থেই এবার আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' সূত্র : বিবিসি, এএফপি, সিএনএন।

ভোট চুরি করে ফের ক্ষমতায় আসতে পারেন ট্রাম্প : হিলারি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সতর্কতা অবলম্বন না করলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট চুরি করে ফের আমেরিকার ক্ষমতায় ফিরতে পারেন বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন হিলারি ক্লিনটন। এ প্রসঙ্গে ভোটারদের ২০১৬ সালের নির্বাচনের কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। বলেন, 'জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিস ৩০ লাখ বেশি ভোট পেলেও হেরে যেতে পারেন।' সোমবার (১৭ আগষ্ট) থেকে ডেমোক্র্যাটিক দলের জাতীয় কনভেনশন শুরু হয়েছে। বুধবার (১৯ আগষ্ট) নিউইয়র্কের বাড়ি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন হিলারি ক্লিনটন।

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন ভাল প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল তিনি পদে বসার আগে যা ছিলেন পরেও তাই রয়ে গেলেন। গত চার বছর ধরে মানুষ আমাকে বলেছেন যে উনি কতটা ভয়ানক তা আমি বুঝতে পারিনি। যুক্তরাষ্ট্রের এমন একজন প্রেসিডেন্ট দরকার যাঁর ধৈর্য্য থাকবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে যিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমার মনে হয় জো বাইডেনের মধ্যে সেই যোগ্যতা রয়েছে।'

এরপরই ২০১৬ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ওই বছরের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন। ট্রাম্পের চেয়ে ২৯ লাখের বেশি পুপলার ভোট পেলেও ইলেক্টোরাল কলেজ ডেলিগেটদের ভোটের জন্য হার স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। সেই কথা উল্লেখ করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের স্ত্রী হিলারী বলেন, 'জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিস ৩০ লাখ বেশি ভোট পেলেও হেরে যেতে পারেন। কারণ যে কোনো মূল্যে এই নির্বাচন জিততে চাইবেন ট্রাম্প। দরকার পড়লে এর জন্য তিনি ভোট চুরি করতেও পিছপা হবেন না। তাই সবাইকে অনুরোধ করব ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিন।' সূত্র : গার্ডিয়ান।

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE

Living home never felt better.

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //August 24 // 2020

রাসেল-হিমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের শোক সভা ও দোয়া



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মোজাম্মেল হক রাসেল ও তার ভাই হিমেলের সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান সকল নেতৃবৃন্দ জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় শোক সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নেতৃবৃন্দ নিহত রাসেল-হিমের (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)





২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্মরণে

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের মোমবাতি প্রজ্জলন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ২০০৪ সালের ভয়াল ও বিভীষিকাময় সেই ২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্জলন কর্মসূচী পালন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহামহারী করোভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে সীমিত পরিসরে বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্টের প্রথম প্রহর) অর্থাৎ নিউইয়র্ক সময় বুধবার দিবাগত মধ্যরাত ১২টা ১ মিনিটে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে খাবার বাড়ীর সামনে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং কর্মসূচী পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। খবর ইউএনএ'র। স্মরণ সভায় ২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্বরণে দলীয় ব্যনার এবং ২১ আগষ্টের ছবি সম্বলিত পোষ্টার বহন এবং মোমবাতী প্রজ্জলন করা হয়। এছাড়াও 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ২১ আগষ্টের হত্যাকান্ডে নিহত শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। অনুষ্ঠানে ড. সিদ্দিকুর রহমান রক্ত ঝরানো ২১ আগষ্টের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ আগষ্ট দিনটি আর অন্যান্য দিনের মত সাধারণ দিন নয়। এই দিনটি দেশের ইতিহাসে একটি বিভীষিকাময় ও কলংকিত দিন। কেননা এই দিনেই ঘাতকেরা শুধু প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকেই নিশ্চিহ্ন-নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল ভাবলে ভুল হবে। ঘাতকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা তথা একটি আদর্শ, একটি চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এর আগে ঘাতকরা ৭৫-এর ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতার স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই করেছিল। তিনি বলেন, কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দল তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিরোধী দলকে খুন করে, হত্যা করে সমূলে ধ্বংস-উৎখাত করে দিতে বার বার পরিকল্পিতভাবে হত্যাজজ্ঞ চালিয়েছে-এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আছে আমার জানার নেই। ড. সিদ্দিক ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলার মাস্টারমাইন্ড তারেক রহমান সহ দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, প্রবাসেও ষড়যন্ত্রকারীদের কর্মকান্ড লক্ষ্য করছি। তাদেরকেও মোকাবেলা করা হবে। এজন্য তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যেবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবাস থেকে আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীদেরকেও ঐক্যবদ্ধ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

এসময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগ, ও মহানগর আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দরা হলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক সোলেমান আলী, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যকরী সদস্য শাহানার রহমান, হোসেন রানা, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজজামান সরদার, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন সহ মোর্শেদা জামান, আমিন ভুইয়া বাবু, মাহফুজুর রহমান, শিবলি সাদেক, সৈয়দ কিবরিয়া, রাকিব হাসান, জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, আমিনুল ইসলাম ও শাখাওত হোসেন রাজিব।

না ফেরার দেশেই চলে গেলেন দেলোয়ারা বেগম

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ থেকে আর নিউইয়র্কে ফেরা হলো দেলোয়ারা বেগমের। অবশেষে না ফেরার দেশেই চলে যেতে হলো। বাংলাদেশ থেকে নিউইয়র্ক আসার পথে কানাডায় প্রাণ হারালেন মোছাম্মৎ দেলোয়ারা বেগম (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র, এক কন্যা ও নাতি নাতনি সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তার গ্রামের বাড়ী মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া ইউনিয়নের চরচাষী। খবর ইউএনএ'র।



জানা গেছে, নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় সপরিবারে বসবাসকারী মোহাম্মদ শাহ-জাহান সরকার গত ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার তার স্ত্রী দেলোয়ারা বেগম এবং মেয়েকে সাথে নিয়ে টার্কিশ এয়ারলাইন্স যোগে নিউ-ইয়র্ক আসছিলেন। বিমানটি তখন কানাডার আকাশ সীমায় এবং সেটি নিউইয়র্কে পৌছতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকী। এসময় নিজ আসনে বসা দেলোয়ারা বেগম হঠাৎ ঢলে পড়েন। পরবর্তী এবং ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিমানের পাইলট কানাডার কুইবেক ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে জরুরী অবতরণ করেন। সেখানে দেলোয়ারা বেগমকে জরুরী চিকিৎসার জন্য নামিয়ে রেখে টার্কিশ এয়ারলাইনসের বিমানটি প্রায় সাড়ে তিনশত যাত্রীর সবাইকে নিয়ে নিউইয়র্ক চলে আসে। পরে শাজাহান চৌধুরীর পরিবারকে দেলোয়ারা বেগের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। তবে তার মৃত্যুর সঠিক কারন জানতে আরো কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানা গেছে।

মরহুমা দেলোয়ারা বেগম-এর পুত্র মোহাম্মদ মুকুল মিয়া বৃহস্পতিবার ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, বিগত ৬ বছর ধরে তার মা-বাবা সহ পরিবারের সদস্যরা নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার পর পরই কান-াডার ইমিগ্রেশনের এক কর্মকর্তা তাকে ফোনে জানান যে, তার মা বিমানেই মারা গেছেন। তবে তার কোন শারীরিক সমস্যা ছিলো না বা তিনি অসুস্থ ছিলেন না। তিনি বলেন, তার মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে বিমানটি জরুরী অবতরণ করলে তার (দেলোয়ারা বেগম) অবস্থা নিশ্চিত হতেই তাকে বিমান থেকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বাবা ও ছোট বোন অন্যান্য যাত্রীদের সাথে নিউইয়র্কে(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে কানাডায় সেমিনার অনুষ্ঠিত



রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: 'বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের গন্তব্য বাংলাদেশ' শিরোনামে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে কানাডার এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও কানাডার আলবার্টা প্রদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও শক্তিশালী করাতে প্রথমবারের মতো এ ধরনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কানাডার বাংলাদেশ হাইকমিশনার মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আলবার্টা প্রদেশের ক্যালগেরির এমপি জাসরাজ সিং হালান, ক্যালগেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের অধ্যাপক ড. আনিস হক, মাউন্ট রয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসেট স্কুল অব বিজনেসের সহকারী অধ্যাপক ড. তাসফিন হোসেন। এছাড়া ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, চিকিৎসক, আই-নজীবী, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বাংলাদেশ-কানাডা অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালগেরির সভাপতি মো. রশিদ রিপন এবং সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত বসু।

সেমিনারের শুরুতেই বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের চিত্র বিনিয়োগ (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)





অধিকাংশরাই সন্তানদের পাঠাতে অনিচ্ছুক

(শেষের পাতার পর)

জ্যামাইকা, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার, ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাগডোনাল্ড প্রভৃতি এলাকার একাধিক বাংলাদেশী স্বাস্থ্যগত কারণ বিবেচনায় তারা তাদের সন্তনদের এখনই স্কুলে পাঠাতে চাননা।

গত মার্চ মাস থেকে লাগাতার বন্ধ থাকা সিটির স্কুলগুলোতে 'রিমোর্ট লার্নিং' পদ্ধতিতে ক্লাস চললেও এতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শারীরিক ও মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা। ফলে শর্ত সাপেক্ষে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড অব এডুকেশন। তবে এই সময়ে স্কুল খোলা না খোলার বিষয়ে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক মহল সহ সকল মহলেই মিশ্র প্রতিক্রিয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিটি প্রশাসনের প্রস্তাব মতে সপ্তাহে তিন দিন বা এক দিন পরপর স্কুল খোলা অথবা বিকল্প কোন পন্থায় স্কুল খোলার কথা বলা হচ্ছে। তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সর্বাধিকার থাকবে। বলা হচ্ছে- স্কুলগুলো খোলা হলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সকল প্রস্তুতি নেয়া হবে। একজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে সাথে সাথে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের চেকআপ করা হবে। স্কুলে থাকবে প্রয়োজনীয় নার্স। তাছাড়াও সন্তানদের স্কুলে পাঠানো বা না পাঠানোর ব্যাপারে থাকবে না কোন বাধ্যবাধকতা। সিটি প্রশাসনের এতো পদক্ষেপের পরও স্বস্তি পাচ্ছেন না অভিভাবকরা।

কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান টাইম টেলিভিশন-এর জনপ্রিয় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে বলেন, কমিউনিটির অনেকের সাথে কথা বলে জেনেছি তাদের অধিকাংশই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে রাজী নন।

সন্তানদের স্কুলে পাঠানো প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে জ্যামাইকায় বসবাসকারী মাহামুদা খাতুন বলেন, আমার সন্তান সেপ্টেম্বর থেকে সিক্স গ্রেডে যাবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কথা মনে পড়লে গা শিউরে উঠে। তাই আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সন্তানতে স্কুলে পাঠাতে চাচ্ছি না। তিনি বলেন, আশা করছি করোনা পরিস্থিতির আরো উন্নতি হলে সন্তানকে স্কুলে পাঠাবো।

রিচমন্ডহীলে বসবাসকারী মাহাবুবা খাতুন বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় হচ্ছে। আমার বড় কন্যা সিক্স গ্রেডে যাচ্ছে, আর ছোট কন্যা যাবে সেকেন্ড গ্রেডে।

ব্রুকলীনে বসবাসকারী রফিকুল ইসলাম জানান, তার ছেলে পঞ্চম গ্রেড যাবে। সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছেন জানিয়ে বলেন- কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তার প্রশ্ন স্কুল ছাড়া কি লেখাপড়া হয়? আবার করোনার কথা ভেভে মনে ভয় হয়। তিনি বলেন, স্কুল খোলার পর পরিস্থিতি ভেবে সিদ্ধান্ত নেবো।

ব্রঙ্কসসের পার্কচেষ্টারে বসবাসকারী সাংবাদিক দিদার চৌধুরী জানান, তার বড় কন্যা সন্তান সেভেন্থ গ্রেডে যাবে। সে স্কুলে যেতে চায়। তাকে আমরা স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে ছোট কন্যা ফাস্ট গ্রেডে যাওয়ার কথা থাকলেও তাকে স্কুলে পাঠাবো না।

ইমরান খানের বিষয়ে হঠাৎ 'ইউটার্ন' নিলেন মিয়াঁদাদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ১২ আগস্ট বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়ক ও দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কিছু মন্তব্য করেছিলেন দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে মিয়াঁদাদ বলেছিলেন, দেশের সাবেক তারকা ক্রিকেটারদের ছেড়ে পিসিবিতে বিদেশিদের আনছেন ইমরান খান। এতে পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইমরান নিজেকে 'ঈশ্বর' ভাবা শুরু করেছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে জাভেদ মিয়াঁদাদের এমন সব মন্তব্যে দেশটির ক্রীড়াঙ্গনসহ সব মহলেই আলোচনার জন্ম দেয়। আর এমন পরিস্থিতির মধ্যে মাত্র ১০ দিনের মাথায় 'ইউটার্ন' নিলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। নিজের জায়গা থেকে সরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন তিনি।

মিয়াঁদাদ বলেন, 'আমার সেসব বক্তব্যের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছে।'

হঠাৎই সতীর্থের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কেন, এমন প্রশ্নের জবাব আগভাগেই দিয়ে রেখেছেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। তিনি বলেন, 'আসলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের পারফরম্যান্সে আমি বেশ ক্ষেপেছিলাম। তাই এভাবে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের সমর্থকদের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে।'

তবে হঠাৎই মিয়াঁদাদের ভোল পাল্টানোর বিষয়ে গুঞ্জন ভাসছে অন্য কথা।মিয়াঁদাদের ওই বক্তব্যের পর তার ভাতিজা পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান ফয়সাল ইকবালকে ঘরোয়া একটি দলের কোচের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর পরই ইমরান খানের কাছে আগের ভিডিওবার্তার জন্য ক্ষমা চান এ সাবেক পাক অধিনায়ক। উল্লেখ্য, গত ১২ আগস্ট ইমরান খানের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে জাভেদ মিয়াঁদাদ বলেছিলেন- 'আমি আপনাকে (ইমরান খান) সবসময় নেতৃত্ব দেয়া একজন মানুষ। আমি আপনার অধিনায়ক ছিলাম, আপনি নন। কিন্তু এখন আপনার কার্যকলাপ ঈশ্বরের মতো।



TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

নিউইয়র্কে করোনা পরিস্থিতিতেও বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশ গ্রহণ

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই ভাইয়ের জানাজা ॥ মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণ





এস্টোরিয়া পার্কে শুক্রবার (২১ আগষ্ট) অপরাহ্নে দুই ভাই রাসেল ও হিমেলের জানাজা।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বাংলাদেশী দুই ভাই রাসেল ও হিমেলের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির এস্টোরিয়া পার্কে শুক্রবার (২১ আগষ্ট) অপরাহ্নে মরদেহ তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতিতেও সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টারের (মসজিদ) ইমাম ও খতিব হাফেজ জাকির আহমেদ জানাজা নামাজে ইমামতি করেন। জানাজা শেষে শুক্রবার (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



হিজরি নববর্ষ : বয়ে আনুক করোনামুক্ত পৃথিবী

এহসান বিন মুজাহির

বিদায় ইসলামি আরবি বছর ১৪৪১। স্বাগত হিজরি নববর্ষ ১৪৪২ হিজরি। শুক্রবার (২১ আগষ্ট) থেকে শুরু হলো নতুন আরবি বছর। ইসলামে হিজরি সন ও (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম



প্রসঙ্গ জুলহাস

জিপিও'র উল্টোদিকে ৩৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। নীচতলায় গ্যানিস দোতালায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের অফিস। '৭২এর অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জমজমাট। সব সময়ই নেতা কর্মীদের ভীড়ে মুখর। সারাদেশ থেকে লোকজন আসতো। সন্ধ্যায় গেলে তো বসারই জায়গা পাওয়া যেতো না। বিরাট হলরুমের চারধারে হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট রুম করা। সিনিয়র নেতারা বসতেন। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ি ইন্সপেকশন না করাটি উচিত ?



এম কামাল: যদি বিক্রেতা ইতিমধ্যেই তার বাড়ি নিজ খরচে ইন্সপেকশন করিয়ে (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

সেপ্টেম্বরে স্কুল খুলছে : বাংলাদেশী অভিবাবকদের অভিমত

অধিকাংশরাই সন্তানদের পাঠাতে অনিচ্ছুক

বিশেষ প্রতিনিধি: করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলো আগামী সেপ্টেম্বর থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এজন্য সিটি প্রশাসন নানা প্রস্তুতি নিচ্ছে। চলছে নানা পরিকল্পনা। এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক বলে জানা গেছে। কুইন্সের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



ভাস্কর মৃণাল হক মারা গেছেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: খ্যাতিমান ভাস্কর মৃণাল হক শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

আসিফ নজরুলের কলাম

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী মনোভাব কেন

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা এক আকস্মিক সফর করে গেছেন বাংলাদেশে। এ সফরের নিশ্চিত কারণ জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার তাগিদ সেখানে ছিল বলে ধারণা করা যায়।(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



'বাংলাদেশী আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস' গঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসে বাংলাদেশী নারীদের অভিবাসন সম্পর্কিত (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

জন্মদিনে বেবী নাজনীন

নিউইয়র্কের জমজমাট চেহারাটা এখন নেই



বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী বেবী নাজনীন। ভালোবেসে তাকে বলা হয় 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড'। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অনেক শ্রোতাপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন। ২৩ আগষ্ট, রোববার ছিলো তার জন্মদিন। তবে এ দিনে দেশে উপস্থিত নেই। রয়েছেন সুদূর আমেরিকায়। সেখান থেকে মুঠোফোনে দিনটি উদযাপন ও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে দৈনিক যুগান্তর-এর আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

ব্রঙ্কসে গুলিতে মহিলা নিহত আহত ১০

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে আবারো গুলির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার ভোরে গুলিতে একজন মহিলা নিহত এবং আরো ১০জন আহত হয়েছে। সিটির ব্রঙ্কসের ইষ্ট কর্থল্যান্ড এভিনিউ ও ১৫২ ষ্ট্রীট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এদিকে একের পর এক সিটিতে গোলাগুলি সহ হামলার ঘটনায় দিনে দিনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এতে নিউইয়র্কবাসী (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

জেএমসিতে কভিড-১৯ টেষ্ট সোমবার-শুক্রবার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর উদ্যোগে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

আশুরা উপলক্ষে এএমসি'র ভার্চুয়াল আলোচনা ২৮ আগষ্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর আয়োজনে বিশেষ আলোচনা মাহফিলের আয়োজিন করা হয়েছে। আগামী ২৮ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে "আশুরা ত্যাগের মহিমা' শিরোনামে ভার্চুয়াল বিশেষ এই আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এতে যুক্তরাজ্য থেকে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কালার ড. মাহমুদুল হাসান, জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসেন, আল মাদানি সুন্নাতি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

CHAUDRI ASSOCIATES
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com

আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust....
Tax Services
Life Insurance
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DOC.
Tax File Only For $50.00
347-536-5107

সাফওয়ান ট্রাভেল
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road, Bronx, NY 10472.

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Cell: 917-355-7374

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
WALL STREET FINANCE LLC

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com